মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১৪তম বর্ষ ১ম সংখ্যা

অক্টোবর ২০১০

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

১৪তম বর্ষ	১ম সংখ্যা
শাওয়াল-যিলক্বদ	১৪৩১ হিঃ
আশ্বিন-কার্তিক	১৪১৭ বাং
অক্টোবর	২০১০ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি

ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক

ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সহকারী সার্কুলেশন ম্যানেজার

মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউন্ডেশন কম্পিউটার্স

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমানবন্দর রোড)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৭২১) ৮৬১৩৬৫।
সহকারী সম্পাদক, মোবাইল : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ, মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস ফোন : ৭৬০৫২৫ (অনুঃ)
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস ফোন: ৯৫৬৮২৮৯

দেশে বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা (রেজিঃ ডাকে) ২৫০/= টাকা এবং ষান্মাসিক ১৩০/= টাকা।

● ॥ হাদিয়া : ১৬ টাকা মাত্র ॥ ●

হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

✡ **সম্পাদকীয়** ০২

✡ **প্রবন্ধ :**

❑ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী *(২৫/৪ কিস্তি)* ০৩
- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

❑ ইসলামে ভ্রাতৃত্ব *(৪র্থ কিস্তি)* ১৩
- ড. এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ

❑ ঈদুল আযহা : গুরুত্ব ও তাৎপর্য ১৭
- ড. মুহাম্মাদ আজিবার রহমান

❑ সত্য ও মিথ্যার মিশ্রণ ২০
- রফীক আহমাদ

❑ ইসলামে যাচাই-বাছাই ২৫
- যহূর বিন ওছমান

✡ **সাময়িক প্রসঙ্গ :** ২৮

◆ ঢাকার যানজটে জাতি দিশেহারা : কারণ ও প্রতিকারের উপায়
-শামসুল আলম

✡ **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :** ৩৩

◆ লোভের পরিণতি

✡ **কবিতা :** ৩৪

◆ স্বপন পারের ◆ নিরাশ আঁধারে
◆ মুমিন হয়ে মর ◆ রামাযানের পরে

✡ **সোনামণিদের পাতা** ৩৫

✡ **মহিলাদের পাতা** ৩৬

◆ নফল ছিয়াম : পরকালীন মুক্তির পাথেয়
(পূর্ব প্রকাশিতের পর) -শরীফা বিনতে আব্দুল মতীন

✡ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪১

✡ **মুসলিম জাহান** ৪৩

✡ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৩

✡ **সংগঠন সংবাদ** ৪৪

✡ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী | সম্পাদকীয় | ১৪ তম বর্ষ ১ম সংখ্যা অক্টোবর ২০১০

তাওহীদ দর্শন

ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল ও এর মধ্যস্থিত সবকিছু মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র একক পরিকল্পনায় সৃষ্টি- এ বিশ্বাসকেই তাওহীদ বিশ্বাস বলা হয়। এর উদ্ভাবন ও পরিচালনায় আল্লাহ্র কোন শরীক ও সহযোগী নেই। তিনি অদৃশ্যে থেকে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সবকিছুকে অনস্তিত্ব হ'তে অস্তিত্বে এনেছেন। প্রত্যেকের স্বতন্ত্র স্বভাবধর্ম ও পরিচালনার বিধান দিয়েছেন। সে মোতাবেক চলছে সকল সৃষ্টি আপনাপন গতিপথে, বিধিবদ্ধ নিয়মে। যার কোন ব্যত্যয় নেই, ব্যতিক্রম নেই। নভোমণ্ডলের তারকারাজি চলছে জ্যোতি বিলিয়ে স্ব স্ব কক্ষপথে। বায়ু প্রবাহ চলছে মৃদুমন্দ বাতাস ছড়িয়ে। মেঘমালা ছুটে চলেছে নির্ধারিত স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে বৃষ্টি বর্ষণ করে। নদী-সাগর চলছে অদৃশ্য জোয়ার-ভাটার টানে সুসংবদ্ধ শৃংখলার মধ্যে। মিষ্ট পানি ও তীব্র লোনায় তিক্ত সমুদ্রের দু'টি স্রোতধারা চলছে পাশাপাশি। অথচ কেউ কারু মধ্যে মিশে যাচ্ছে না। দুপুরের ঝকঝকে রোদ হারিয়ে যাচ্ছে বিকালের পড়ন্ত বেলায়। অতঃপর মুখ লুকাচ্ছে সাঁঝের আঁধারে। তারপর হারিয়ে যাচ্ছে গভীর রাতের নিকষ কালো চাদরে। আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠছে প্রভাত সমীরণের সস্নেহ পরশে। অতঃপর আলস্য ঝেড়ে বেরিয়ে পড়ছে সকালের কাঁচা রোদের উদার সৈকতে। ঘুমন্ত ভূমণ্ডল মুখর হয়ে উঠছে কর্মচাঞ্চল্যে। সবই চলছে অদৃশ্য বিধায়কের সুনিপুণ বিধান মতে। যদি বিধায়ক একাধিক হ'ত এবং বিধানের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকত, তাহ'লে সৃষ্টি জগতের সকল শৃংখলা বিনষ্ট হ'ত। চিকিৎসা বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, সৌরবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান কোনকিছুরই অস্তিত্ব থাকত না। একই রোগ লক্ষণে পৃথিবীর যেকোন প্রান্তের যেকোন রোগীর একই ঔষধে চিকিৎসা করা সম্ভব হচ্ছে। একই সৌর বিধান পুরা সৌরলোকে কার্যকর থাকায় সেখান থেকে কল্যাণ আহরণ সহজ হচ্ছে। একই জীব বিজ্ঞানে সকল জীব বৈচিত্রের সন্ধান মিলছে। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা ও বিধান দাতা পৃথক হ'লে এই ব্যবস্থাপনা লণ্ডভণ্ড হয়ে যেত। 'যদি এখানে দুইজন সৃষ্টিকর্তাও থাকতেন, তাতেই সব ধ্বংস হয়ে যেত' *(আম্বিয়া ২২)*।

অন্যান্য সৃষ্টির সঙ্গে মানুষের পার্থক্য এই যে, তাকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তার প্রভু ও প্রতিপালককে চেনার জন্য এবং তার নিজের ভাল-মন্দ বুঝার জন্য। কিন্তু মানুষের এই জ্ঞান পূর্ণাঙ্গ নয়, যে তার ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গলের যথার্থ নির্দেশনা দিতে পারে। সেকারণ মহান আল্লাহ দয়া পরবশ হয়ে নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে যুগে যুগে বিধান সমূহ নাযিল করেছেন। সবশেষে আদেশ-নিষেধ, ইতিহাস-উপদেশ ও বিজ্ঞান সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শরী'আত প্রেরণ করেছেন এবং শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে এককভাবে মানব জাতির জন্য 'উসওয়ায়ে হাসানাহ' বা সর্বোত্তম আদর্শ *(আহযাব ২১)* হিসাবে পেশ করেছেন। তাঁর মাধ্যমে প্রেরিত এলাহী বিধানই মানবজাতির জন্য একমাত্র অনুসরণীয় ও পালনীয় বিধান। 'এর বাইরে কোন কিছুই আল্লাহ কবুল করবেন না' *(আলে ইমরান ৮৫)*। আল্লাহ এক, তাঁর শেষনবী এক, তাঁর প্রেরিত বিধান এক। এই এক-এর বাইরে কোন দুই নেই। আমাদের ফিরে যেতে হবে সেই এক-এর কাছে, যিনি অদৃশ্যে আছেন আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে। দুনিয়াবী চক্ষুর দুর্বল দৃষ্টিশক্তিকে দুনিয়াতে যাকে দেখার ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। যেমন ক্ষমতা দেওয়া হয়নি নিজের দেহের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত নিজের আত্মাকে দেখার। অথচ রূহের বাস্তবতাকে অস্বীকার করলে নিজের অস্তিত্বই আর অবশিষ্ট থাকে না।

প্রাণীজগতের সর্বত্র একই জৈব বিধান কার্যকর থাকায় সর্বত্র যেমন ঐক্য ও শৃংখলা বিরাজ করছে, মানুষের সমাজ জীবনের সর্বত্র তেমনি একক এলাহী বিধান চালু থাকলে সর্বত্র একই ঐক্য ও শৃংখলা বিরাজ করবে। অন্য সৃষ্টির জন্য স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি। কিন্তু মানুষের জ্ঞানকে পরীক্ষা করার জন্য তাকে চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। সে আল্লাহ্র প্রেরিত সামাজিক বিধানের আনুগত্য করবে, না তার প্রবৃত্তির পূজা করবে? যদি সে প্রবৃত্তির পূজা ছেড়ে আল্লাহ্র বিধানের আনুগত্য করে, তবে সেটাই হবে 'তাওহীদে ইবাদত'। এই তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্যই জিন ও ইনসানকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন *(যারিয়াত ৫৬)*। এ তাওহীদ প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বড় বাধা হ'ল শয়তান। যে প্রবৃত্তিরূপে ও সঙ্গী-সাথীরূপে সর্বদা মানুষকে এপথ থেকে ফিরিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু জান্নাত পিয়াসী মুমিন সর্বদা এপথে দৃঢ় থাকে। কোন লোভ ও প্রতারণা তাকে আল্লাহ্র দাসত্ব থেকে এক চুল নড়াতে পারে না। দুনিয়াবী সব ক্ষতি সে হাসিমুখে বরণ করে নেয় কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য। আল্লাহ প্রেরিত সত্যকেই সে সত্য বলে আঁকড়ে ধরে। কোন ভয় ও যুক্তিবাদ কিংবা পরিস্থিতির দোহাই তাকে পথচ্যুত করতে পারে না। জান্নাতে ফিরে যাওয়ার উদগ্র বাসনায় সে হয় অসম সাহসী মুজাহিদ। তাইতো দেখা যায় তৎকালীন দুনিয়ার দুর্ধর্ষ শাসক ফেরাউনের হুমকিতে ভীত হয়নি সদ্য ঈমান আনা জাদুকরগণ। ভীত হয়নি আছহাবুল উখদূদের সত্তুর হাযার ঈমানদার নর-নারী। ভীত হয়নি খাব্বাব, খোবায়ের, বেলাল ও ইয়াসির পরিবার। আজও ভীত হবে না জান্নাত পিয়াসী মুমিন নর-নারী। শয়তানকে পরাভূত করার জন্য মাত্র একটি দর্শনই তাদের মধ্যে কাজ করে। আর তা হ'ল তাওহীদ দর্শন। আল্লাহ্র একত্বের দর্শন। তাঁর বিধানের প্রতি অটুট আনুগত্যের দর্শন। পরকালীন মুক্তি ও চিরস্থায়ী শান্তির দর্শন। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে তোমার তাওহীদপন্থী সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও- আমীন!! (স.স.)।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(২৫/৪ কিস্তি)

২৫. হযরত মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)

শিক্ষণীয় বিষয়-৭ :

এতে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে এই যে, দূরদর্শী কাফের ও মুশরিক নেতারা মুসলমানদের ব্যক্তিগত ইবাদতকেই সবচেয়ে বেশী ভয় করে। যদিও তারা মুখে বলে যে, এতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কেননা তাদের মতে ধর্ম হ'ল আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার ব্যক্তিগত সম্পর্কের নাম। ধর্মের ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ নেই। কিন্তু নেতারা জানে যে, ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতেই জীবন পরিচালিত হয়। ব্যক্তির রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি সবকিছু তার বিশ্বাসকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। আবু জাহ্ল ছিল অত্যন্ত দূরদর্শী নেতা। তাই সে মূল জায়গাতে বাধা সৃষ্টি করেছিল। সে বুঝতে পেরেছিল যে, কা'বাতে একবার আল্লাহ্র জন্য সিজদা চালু হ'লে পাশেই রক্ষিত দেব-দেবীর সম্মুখে কেউ আর মাথা নীচু করবে না। তাদের অসীলায় কেউ আর মুক্তি চাইবে না এবং সেখানে কেউ আর নযর-নেয়ায দেবে না। অথচ অসীলা পূজার এই শিরকের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে তাদের অর্থবল, জনবল, সামাজিক সম্মান সবকিছু। বর্তমান যুগের কবরপূজারী ও ওরস ব্যবসায়ী মুসলমানদের অবস্থা সেযুগের আবু জাহ্লদের চাইতে ভিন্ন কিছুই নয়। একইভাবে ধর্মনিরপেক্ষ ও বস্তুবাদী নেতারা চাকুরী, ব্যবসা ও সামাজিক ক্ষেত্রে সুকৌশলে মুসলমান নর-নারীকে তাদের ব্যক্তিগত ধর্ম পালনে বাধার সৃষ্টি করে থাকে।

(খ) উপরোক্ত আয়াত সমূহ নাযিল হওয়ার পর আবু জাহ্ল মনে মনে ভীত হ'লেও বাইরে ঠাট বজায় রেখেই চলল। একদিন সে কুরায়েশ নেতাদের সামনে বলে বসল যে, লাত ও উয্যার কসম! যদি মুহাম্মাদকে পুনরায় সেখানে ছালাতরত দেখি, তাহ'লে নিশ্চিতভাবেই আমি তার ঘাড়ের উপরে পা দিয়ে তার নাকমুখ মাটিতে আচ্ছামত থেৎলে দেব' *(মুসলিম)*। পরে একদিন সে রাসূলকে সেখানে ছালাতরত দেখল। তখন নেতারা তাকে তার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে উস্কে দিল। ফলে সে খুব আস্ফালন করে রাসূলের দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু না। হঠাৎ দেখা গেল যে, সে ভয়ে পিছিয়ে আসছে। আর দুই হাত শূন্যে উঁচু করে কি যেন এড়াতে চেষ্টা করছে'। পিছিয়ে এসে সে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, আমার ও তার মধ্যে একটা বিরাট অগ্নিকুণ্ড দেখলাম, যা আমার দিকে ধেয়ে আসছিল'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا 'সে যদি আমার কাছে পৌঁছত, তাহ'লে ফেরেশতারা তার এক একটা অঙ্গ ছিন্ন করে উঠিয়ে নিয়ে যেত'।[১]

(গ) ইবনু ইসহাকের অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, একদিন চরমপন্থী কুরায়েশ নেতাদের সামনে আবু জাহ্ল শপথ করে বলল, মুহাম্মাদকে পুনরায় ছালাত আদায় করতে দেখলে আমি তাকে এমনভাবে পাথর ছুঁড়ে মারব যে, তার মাথা চূর্ণ হয়ে যাবে'। আবু জাহ্ল পাথর নিয়ে ওঁৎ পেতে বসে রইল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যথারীতি এসে ছালাতে মগ্ন হলেন। কুরায়েশ নেতারাও জমা হ'ল আবু জাহ্লের ক্রিয়াকাণ্ড দেখার জন্য। রাসূল (ছাঃ) সিজদায় গেলে আবু জাহ্ল পাথর উঠিয়ে এগিয়ে গেল। কিন্তু কিছু দূর এগোতেই দ্রুত ভয়ে পিছিয়ে এল। এ সময় তার হাতের সাথে পাথরখণ্ডটা এমনভাবে চিমটি লেগে ছিল, সে তা ছাড়াতে পারছিল না। লোকেরা তার অবস্থা কি জিজ্ঞেস করলে সে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল, একটা ভয়ংকর উট আমাকে খেতে আসছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, জিব্রীল স্বয়ং উষ্ট্রের রূপ ধারণ করে তাকে ভয় দেখিয়েছিল। কাছে এলে তাকে ধরে নিত'।

(ঘ) আরেক দিনের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কা'বা চত্বরে ছালাত আদায় করছেন। এমন সময় দূরাচার ওক্ববা বিন আবু মু'আইত্ব এসে সিজদারত অবস্থায় রাসূলের ঘাড়ের উপর পা দিয়ে এমন জোরে পিষ্ট করে দেয় যে, তাঁর চোখ দু'টো ঠিকরে বেরিয়ে যাবার উপক্রম হয়। অনুরূপ আরেকদিন ছালাতরত অবস্থায় উক্ত ওক্ববা এসে তাঁর গলায় জোরে কাপড় পেঁচিয়ে ধরল, যাতে তিনি নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যান। জনৈক ব্যক্তি চিৎকার করে গিয়ে এ খবর দিলে আবু বকর (রাঃ) ছুটে এসে কাপড় খুলে দিলেন ও বদমায়েশ গুলিকে সরিয়ে দিলেন ও ধিক্কার দিয়ে বললেন, أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات 'তোমরা কি এমন একজন মানুষকে হত্যা করছ, যিনি বলেন আমার প্রভু আল্লাহ। অথচ তিনি স্পষ্ট প্রমাণ সমূহ নিয়ে তোমাদের কাছে আগমন করেছেন? এ সময় তারা রাসূলকে ছেড়ে আবুবকরকে বেদম প্রহার করে'।[২]

---

১. *মুসলিম হা/৬৯৯৬*।
২. *বুখারী, হা/৬৩৭৮; ৪৮১৫*।

রাসূলের জীবনের অত্র ঘটনায় তার প্রিয় আবুবকরের উপরোক্ত বক্তব্য অন্যূন দু'হাযার বছর পূর্বে মূসা (আঃ)-কে হত্যার পরিকল্পনাকারীদের সম্মুখে তাঁর জনৈক গোপন ভক্ত যে কথা বলেছিল, তার কুরআনী বর্ণনার সাথে শব্দে শব্দে মিলে যায়। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيْمَانَهُ أَتَقْتُلُوْنَ رَجُلاً أَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَّبِّكُمْ-

'ফেরাউন গোত্রের জনৈক মুমিন ব্যক্তি, যে তার ঈমান গোপন রাখত, লোকদের বলল, তোমরা কি এমন একজন লোককে হত্যা করবে, যে বলে যে, আমার পালনকর্তা আল্লাহ এবং তিনি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে স্পষ্ট প্রমাণাদি সহকারে আগমন করেছেন' *(গাফের/মুমিন ৪০/২৮)*।

(ঙ) শিস দেওয়া ও তালি বাজানো : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন কা'বায় গিয়ে ছালাত আদায় করতেন, তখন কাফের নেতারা তাদের লোকজন নিয়ে কা'বা গৃহে আসত। অতঃপর ইবাদতের নাম করে তারা সেখানে জোরে জোরে তালি বাজাত ও শিস্ দিত। যাতে রাসূলের ছালাত ও ইবাদতে বিঘ্ন ঘটানো যায়। এ বিষয়টি উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَّتَصْدِيَةً فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ 'আর কা'বার নিকটে তাদের ইবাদত বলতে শিস দেওয়া ও তালি বাজানো ছাড়া আর কিছুই ছিল না। অতএব (ক্বিয়ামতের দিন তাদের বলা হবে) তোমরা নিজেদের কুফরীর আযাবের স্বাদ আস্বাদন কর' *(আনফাল ৮/৩৫)*।

(চ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এতদ্ব্যতীত আবু জাহ্ল অন্যান্যদেরকে প্ররোচিত করেছিল যে, মুহাম্মাদ যখন কুরআন তেলাওয়াত করে তখন তোমরা হৈ-হুল্লোড় ও হট্টগোল করবে, যাতে কেউ তার তেলাওয়াত শুনতে না পায়। এ প্রসঙ্গে আয়াত নাযিল হয়-

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لاَ تَسْمَعُوْا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ- فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَاباً شَدِيْداً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-

'আর কাফেররা বলে যে, তোমরা এ কুরআন শুনোনা এবং এর তেলাওয়াত কালে হট্টগোল কর, যাতে তোমরা জয়ী হও'। 'আমরা অবশ্যই কাফিরদের কঠিন আযাব আস্বাদন করাব এবং আমরা অবশ্যই তাদের কাজের হীনতম বদলা নেব' *(হামীম সাজদাহ ৪১/২৬-২৭)*।

আজকাল মসজিদে ছালাতের সময় বা রামাযানে সাহারীর পূর্বে যারা জোরে জোরে রেডিও ও ক্যাসেট বাজায়, কিংবা মাইকবাজি করে ও হট্টগোল করে, তারা সবাই সেদিনের মক্কার কাফেরদের অনুসরণ করে এবং তাদের শাস্তিও অনুরূপ হবার সম্ভাবনা রয়েছে, যেরূপ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। একইভাবে হোটেলে ও বাজারে ব্যস্ততার সময় মাইকে কুরআন তেলাওয়াতের ক্যাসেট চালানোও ঠিক নয়। কেননা কুরআন শোনার জন্য মনোযোগ দেওয়া শর্ত। অথচ ঐ সময় মনোযোগ দেওয়া যায় না।

১০. সত্যনবী হ'লে তাকে অমান্য করায় গযব নাযিল হয় না কেন বলে যুক্তি প্রদর্শন করা : নযর বিন হারিছ প্রমুখ কুরায়েশ নেতারা নও মুসলিমদের সম্মুখে এবং নিজেদের লোকদের সম্মুখে জোরে-শোরে একথা প্রচার করত যে, যদি মুহাম্মাদ সত্য নবী হ'তেন ও তার আনীত কুরআন সত্য কিতাব হয়ে থাকে, তাহ'লে তা অমান্য করার অপরাধে আমাদের উপরে গযব নাযিল হয় না কেন? বস্তুতঃ তাদের এসব কথা দ্বারা দুর্বলদের মন আরও দুর্বল হয়ে যেত এবং ইসলাম গ্রহণ করা হ'তে মানুষ পিছিয়ে যেত। তাদের এই দাবী ও তার জওয়াবে আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ- وَإِذْ قَالُوْا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ- وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ-

'যখন তাদের নিকটে আমাদের আয়াত সমূহ পাঠ করা হয়, তখন তারা (তাচ্ছিল্যের সাথে) বলে, আমরা শুনেছি, ইচ্ছা করলে আমরাও এরূপ বলতে পারি। এসব তো পূর্ববর্তীদের উপকথা ভিন্ন কিছুই নয়'। 'এতদ্ব্যতীত যখন তারা বলতে আরম্ভ করে যে, হে আল্লাহ! যদি এটাই তোমার নিকট থেকে আগত সত্য দ্বীন হয়ে থাকে, তাহ'লে তুমি আমাদের উপরে আসমান থেকে প্রস্তর বর্ষণ কর কিংবা আমাদের উপরে বেদনাদায়ক আযাব নাযিল কর'। 'অথচ আল্লাহ কখনোই তাদের উপরে আযাব নাযিল করবেন না, যতক্ষণ আপনি তাদের মধ্যে অবস্থান করবেন। তাছাড়া তারা (দুর্বল মুসলমানেরা) যতক্ষণ ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে, আল্লাহ কখনো তাদের উপরে আযাব দিবেন না' *(আনফাল ৮/৩১-৩৩)*।

আয়াত তিনটির মর্মকথা

উপরোক্ত তিনটি আয়াতের মধ্যে প্রথম আয়াতে কাফেররা

'কুরআনকে পুরাকালের ইতিকথা এবং ইচ্ছা করলে আমরাও এরূপ বলতে পারি' বলে দম্ভ প্রকাশ করেছে। অথচ ঐ নেতারা নিজেরাই গোপনে রাতের অন্ধকারে বাইরে দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদের ছালাতে রাসূলের সুমধুর তেলাওয়াত শুনত। আর ফিরে যাওয়ার সময় মন্তব্য করত ليس هذا كلام البشر 'এটা কখনোই মানুষের কালাম নয়'। আবু সুফিয়ান, নযর বিন হারেছ, আখনাস বিন শুরায়েক্ব, এমনকি আবু জাহলের মত নেতারাও একে অপরকে না জানিয়ে গোপনে একাজ করত। কিন্তু যখন তারা তাদের জনগণের সামনে যেত, তখন তাদের মন্তব্য পাল্টে যেত। কারণ তখন দুনিয়াবী স্বার্থ তাদেরকে সত্য ভাষণ থেকে ফিরিয়ে রাখত। একই অবস্থা আজকালকের মুসলিম-অমুসলিম নেতাদের। যারা সবাই একবাক্যে রাসূল ও কুরআনের সত্যতাকে স্বীকার করেছে। কিন্তু বাস্তবে তা মানতে রাযী হয় না স্রেফ দুনিয়াবী স্বার্থের কারণে।

দ্বিতীয় আয়াতে কাফের নেতাদের আরেকটি কৌশল বর্ণিত হয়েছে যে, মুহাম্মাদ সত্যনবী হ'লে তাকে অমান্য করার কারণে আমাদের উপরে গযব নাযিল হয় না কেন? অথচ তারা ভালভাবেই জানত যে, আল্লাহ তার বান্দাকে বুঝবার ও তওবা করার অবকাশ দিয়ে থাকেন। প্রতিটি অপরাধের কারণে যখন-তখন গযব নাযিল করে তাকে ধ্বংস করেন না। যেমন আল্লাহ ফেরাঊনের মত দুরাচারকেও অন্যূন বিশ বছরের মত সময় দিয়েছিলেন এবং ৮/৯ প্রকার গযব নাযিল করেও যখন সে তওবা করেনি, তখন তাকে সদলবলে ডুবিয়ে মারেন। মক্কার কাফিররাও ভেবেছিল যেহেতু গযব নাযিল হচ্ছে না, অতএব আমরা ঠিক পথে আছি। মুহাম্মাদ বেদ্বীন হয়ে গেছে। সে আমাদের জামা'আতের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করেছে। বস্তুতঃ যুগে যুগে কায়েমী স্বার্থবাদী রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতারা নিজেদেরকে সঠিক এবং সংস্কারপন্থী নেতাদের পথভ্রষ্ট বলে দাবী করেছে। মূসার বিরুদ্ধে ফেরাঊন তার লোকদের একই কথা বলে বুঝিয়েছিল যে, وَمَا أَهْدِيْكُمْ إِلاَّ سَبِيْلَ الرَّشَادِ 'আমি তোমাদেরকে সর্বদা মঙ্গলের পথ দেখিয়ে থাকি' *(মুমিন/গাফের ৪০/২৯)*। আর মূসা (আঃ) সম্পর্কে সে বলল, وَإِنِّيْ لَأَظُنُّهُ كَاذِباً 'আমি তাকে মিথ্যাবাদী মনে করি' *(মুমিন/গাফের ৪০/৩৭)*। সে ধর্ম রক্ষা ও দেশে শান্তি রক্ষার দোহাই দিয়ে তাকে হত্যা করার অজুহাত দেখিয়ে বলল, ذَرُوْنِي أَقْتُلْ مُوْسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ أَوْ أَنْ يُّظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ 'তোমরা আমাকে ছাড়, আমি মূসাকে হত্যা করব। ডাকুক, সে তার রবকে। আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের দ্বীনকে পরিবর্তন করে দেবে এবং সে দেশময় বিপর্যয় সৃষ্টি করবে' *(মুমিন/গাফের ৪০/২৬)*।

মক্কার নেতারা একই কথা বলেছিল। তারা রাসূলকে 'ছাবেঈ' (صابئ) অর্থাৎ বিধর্মী, ও 'কাযযাব' (كذّاب) অর্থাৎ 'মহা মিথ্যাবাদী' এবং 'সমাজে বিভক্তি সৃষ্টিকারী' বলেছিল।[৩] আর সেকারণ তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। বর্তমান যুগে ইসলামের শত্রুরা দ্বীনের সত্যিকারের সেবকদের বিরুদ্ধে একই অপবাদ ও একই কৌশল অবলম্বন করেছে। তারাও আল্লাহ্র গযব সঙ্গে সঙ্গে নাযিল না হওয়াকে তাদের সত্যতার পক্ষে দলীল হিসাবে পেশ করে এবং সমাজ সংস্কারক দ্বীনদার ব্যক্তির অত্যাচারিত হওয়াকে তার অসত্য হওয়ার প্রমাণ হিসাবে যুক্তি পেশ করে থাকে।

তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ কাফেরদের কথার জওয়াবে বলেন, যতক্ষণ হে মুহাম্মাদ! আপনি তাদের মধ্যে অবস্থান করবেন অথবা আপনার হিজরতের পরেও যতদিন মক্কার দুর্বল ঈমানদারগণ আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে, ততদিন আল্লাহ কখনোই তাদের উপর গযব নাযিল করবেন না। কারণ একজন নবী ও ঈমানদারের মূল্য সমস্ত আরববাসী এমনকি সারা পৃথিবীর সমান নয়। এ কারণেই হাদীছে এসেছে, لاتقوم الساعة حتى لايقال فى الأرض: الله الله 'অতদিন ক্বিয়ামত হবে না, যতদিন পৃথিবীতে একজন আল্লাহ বলার মত (প্রকৃত তাওহীদপন্থী ঈমানদার) লোক বেঁচে থাকবে'।[৪] বস্তুতঃ ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে তাদের উপরে সে আযাবই নাযিল হয়েছিল। কেননা যে দুনিয়ার লোভে তারা ইসলামকে সত্য জেনেও তার বিরোধিতায় জীবনপাত করেছিল, সেই দুনিয়াবী নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব সবই তাদের ধূলিসাৎ হয়ে যায় মক্কা বিজয়ের দিন এবং যেদিন তারা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ইসলাম কবুল করতে বাধ্য হয়। নিজেদের জীবদ্দশায় এরূপ মর্মান্তিক ছন্দপতন প্রত্যক্ষ করা তাদের জন্য সবচেয়ে বড় দুনিয়াবী গযব নয় কি? বরং আসমান থেকে প্রস্তর বর্ষণে নিহত হওয়ার চাইতে এটিই ছিল কুরায়েশ নেতাদের জন্য আরও বড় গযব। যুগে যুগে সত্য এভাবেই বিজয়ী হয়েছে। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

১১. রাস্তায় ছেলে-ছোকরাদের লেলিয়ে দেওয়া :

উপরে বর্ণিত অত্যাচার সমূহের সাথে যোগ হ'ল একটি নিষ্ঠুরতম অত্যাচার। সেটি হ'ল নেতাদের কারসাজিতে

৩. *আর-রাহীক্ব পৃঃ ৮২, ৯৭*।
৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫১৬*।

ছেলে-ছোকরাদের অত্যাচার। যেহেতু ছোট ছেলেদের সাত খুন মাফ। তাই নেতারা তাদের কাজে লাগালো। আধুনিক পরিভাষায় নেতারা হ'ল গডফাদার এবং ছোকরারা হ'ল টিন এজার সন্ত্রাসী।

আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) যখন রাস্তায় বেরোতেন, তখনই আগে থেকে ওঁৎ পেতে থাকা ছোকরার দল ছুটে আসত। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ওদের সালাম দিতেন। ওরা পাল্টা গালি দিত। তিনি ওদের উপদেশ দিতেন। ওরা তখন হি হি করে অট্টহাস্য করত। এভাবে কোন এক পর্যায়ে যখন ওরা রাসূলের দিকে ঢিল ছুঁড়ে মারা শুরু করত, তখন রাসূল (ছাঃ) আবু সুফিয়ানের গৃহে আশ্রয় নিতেন। তখন ছোকরারা চলে যেত। আবু সুফিয়ান বাহ্যিক সৌজন্য বজায় রাখতেন। সম্ভবতঃ এরই প্রতিদান স্বরূপ মক্কা বিজয়ের রাতে সুফিয়ান গোপন অভিযানে এসে ধরা পড়লে রাসূল (ছাঃ) তাকে মাফ করে দেন এবং ঘোষণা দেন, 'যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের গৃহে আশ্রয় নিবে, সে ব্যক্তি নিরাপদ থাকবে'।[৫]

শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ- ৯.

১. সত্য প্রতিষ্ঠায় মূল নেতাকেই আদর্শ হিসাবে সম্মুখে এগিয়ে আসতে হয়।

২. সংস্কারক ব্যক্তি উচ্চ বংশের ও সৎকর্মশীল নেককার পিতা-মাতার সন্তান হয়ে থাকেন।

৩. সংস্কারক নিজ ব্যক্তি জীবনে তর্কাতীতভাবে সৎ হন।

৪. সংস্কারক ব্যক্তি কখনোই বিলাসী হন না।

৫. সংস্কারের প্রধান বিষয় হ'ল মানুষের ব্যক্তিগত আক্বীদা ও আমল।

৬. জাহেলিয়াতের সঙ্গে আপোষ করে কখনোই তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

৭. সংস্কার প্রচেষ্টা শুরু হ'লেই তার বিরোধিতা অপরিহার্য হবে।

৮. ইসলামী সংস্কারের বিরুদ্ধে সমাজে প্রধান বিরোধী হবে স্বার্থান্ধ ধর্মনেতা ও সমাজ নেতারা।

৯. যাবতীয় গীবত-তোহমত ও অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করার জন্য সংস্কারককে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে।

১০. সংস্কারককে পুরোপুরি মানবহিতৈষী হতে হবে।

১১. স্রেফ আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে ময়দানে নামতে হবে।

১২. আল্লাহ প্রেরিত অহীর বিধান সার্বিকভাবে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই কেবল মানবতার প্রকৃত কল্যাণ সম্ভব- দৃঢ়ভাবে এ বিশ্বাস পোষণ করতে হবে।

১৩. নেতাকে অবশ্যই নৈশ ইবাদতে অভ্যস্ত হ'তে হবে এবং ফরয ও সুন্নাত সমূহ পালনে আন্তরিক হ'তে হবে।

১৪. নেতাকে যাবতীয় দুনিয়াবী লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে থাকতে হবে।

১৫. সকল কাজে সর্বদা স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি তালাশ করতে হবে।

ছাহাবীগণের উপরে অত্যাচার :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরে মানসিক ও দৈহিক অত্যাচারের কিছু ছিঁটেফোটা আমরা ইতিপূর্বে অবলোকন করেছি। এক্ষণে আমরা তাঁর সাথীদের উপরে অত্যাচারের কিছু নমুনা পেশ করব। উল্লেখ্য যে, মুসলমানদের উপরে কাফিরদের এই অত্যাচারের কোন ধরাবাঁধা নিয়ম ছিল না কিংবা উঁচু-নীচু ভেদাভেদ ছিল না। তবে স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী সচ্ছল ও উঁচু স্তরের লোকদের চাইতে গরীব ও ক্রীতদাস শ্রেণীর মুসলমানদের উপরে অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রা ছিল অবর্ণনীয়। তবে আমরা বলব যে, আধুনিক যুগে সভ্যতাগর্বী রাশিয়া-আমেরিকা ও তাদের পদলেহী অন্যান্য দেশের সরকার সমূহ তাদের স্বদেশী ও স্বজাতি এবং স্বধর্মীয় রাজনৈতিক বিরোধীদের কিংবা সন্দেহভাজন নিরপরাধ নাগরিকদের উপরে যে ধরনের লোমহর্ষক ও অমানবিক পুলিশী নির্যাতন সমূহ করে থাকে, যা দেখে বা পাঠ করে খোদ শয়তানও লজ্জা পায়। নিম্নে উদাহরণ স্বরূপ জাহেলী যুগের নির্যাতনের কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করা হ'ল।-

(১) মদীনায় প্রেরিত ইসলামের প্রথম দাঈ **মুছ'আব বিন উমায়ের (রাঃ)** ইসলাম কবুল করেছেন, এ সংবাদ জানতে পেরে তার মা তার খানাপিনা বন্ধ করে দেন। অবশেষে বাড়ি থেকে বহিষ্কার করেন। বিলাস-ব্যসনে লালিত-পালিত এই তরুণ অবশেষে ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হয়ে অস্থি-চর্মসার ও কংকাল সর্বস্ব হয়ে পড়েছিলেন। ইনি ওহোদের যুদ্ধে শহীদ হন।

(২) ইসলামের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মুওয়াযযিন **বেলাল বিন রাবাহ (রাঃ)** কুরায়েশ নেতা উমাইয়া বিন খালাফের হাবশী ক্রীতদাস ছিলেন। ইসলাম কবুল করার অপরাধে তাকে তার মনিব নানাবিধ নির্যাতন করে। তার হাত-পা বেঁধে পিটিয়ে রক্তাক্ত করে প্রখর রৌদ্রে উত্তপ্ত বালুকার উপর উপুড় করে পাথর চাপা দিয়ে ফেলে রাখা হ'ত। কখনো তার গলায় দড়ি বেঁধে গরু-ছাগলের মত ছেলে-ছোকরাদের দিয়ে পাহাড়ে ও প্রান্তরে টেনে-হিঁচড়ে নেওয়া হ'ত। যাতে

৫. *আর-রাহীক্ব পৃঃ ৪০১।*

তার গলার চামড়া রক্তাক্ত হয়ে যেত। খানা-পিনা বন্ধ রেখে ক্ষুৎ-পিপাসায় কষ্ট দেওয়া হ'ত। কখনো উত্তপ্ত কংকর-বালুর উপরে হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে বুকে পাথর চাপা দেওয়া হ'ত আর বলা হ'ত لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد 'মুহাম্মাদের দ্বীন পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তোকে আমৃত্যু এভাবেই পড়ে থাকতে হবে'। কিন্তু বেলাল শুধুই বলতেন 'আহাদ' 'আহাদ'। একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পাশ দিয়ে যাবার সময় এই দৃশ্য দেখে বললেন أحد ينجيك 'আহাদ' অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে মুক্তি দেবেন'। অতঃপর তিনি আবু বকরকে যেয়ে বললেন, يا أبا بكر إن بلالا يعذب في الله হে আবুবকর। বেলাল আল্লাহ্র পথে শাস্তি ভোগ করছে'। আবুবকর ইঙ্গিত বুঝলেন। অতঃপর উমাইয়ার দাবী অনুযায়ী নিজের কাফের গোলাম নিসতাস (نسطاس)-এর বিনিময়ে এবং একটি মূল্যবান চাদর ও দশটি উকিয়ার (স্বর্ণমুদ্রা) বিনিময়ে তাকে খরিদ করে মুক্ত করে দেন।[৬] তিনি ২০ হিজরী সনে ৬৩ বছর বয়সে দামেস্কে মৃত্যুবরণ করেন।

(৩) খাব্বাব ইবনুল আরিত বনু খোযা'আ গোত্রের জনৈকা মহিলার গোলাম ছিলেন। মুসলমান হওয়ার অপরাধে মুশরিক নেতারা তার উপরে লোমহর্ষক নির্যাতন চালায়। নানাবিধ অত্যাচারের মধ্যে সবচাইতে মর্মান্তিক ছিল এই যে, তাকে কাঠের জ্বলন্ত অঙ্গারের উপরে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে বুকের উপরে পাথর চাপা দেওয়া হয়েছিল। ফলে পিঠের চামড়া ও মাংস গলে অঙ্গার নিভে গিয়েছিল। ওমর ফারূক (রাঃ) স্বীয় খেলাফতকালে একদিন খাব্বাবের পিঠের কুঞ্চিত সাদা চামড়া দেখে ও তার উপরে অত্যাচারের কাহিনী শুনে কেঁদে বুক ভাসিয়েছিলেন। তিনি ১৯ হিজরীতে মদীনায় ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

(৪) ইয়াসির পরিবার : ইয়াসির বনু মাখযূমের ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি ও তার স্ত্রী ও পুত্র মুসলমান হন। ফলে তাদের উপরে যে ধরনের অমানুষিক নির্যাতন করা হয়েছিল, তা ভাষায় বর্ণনার যোগ্য নয়। আবু জাহ্লের নির্দেশে বনু মাখযূমের এই ক্রীতদাস মুসলিম পরিবারের উপরে নৃশংসতম শাস্তি নেমে আসে। তাদেরকে খোলা ময়দানে নিয়ে উত্তপ্ত বালুকার উপরে শুইয়ে রেখে নানাভাবে নির্যাতন করা হ'ত। একদিন চলার পথে তাদের এই আযাবের দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, صبرًا آل ياسر فإن موعدكم الجنة 'ধৈর্য ধর হে ইয়াসির পরিবার! তোমাদের ঠিকানা হ'ল জান্নাত'।[৭] ইয়াসিরের দুই পায়ে দু'টি রশি বেঁধে দু'দিকে দু'টি উটের পায়ে উক্ত রশির অন্য প্রান্ত বেঁধে দিয়ে উট দু'টিকে দু'দিকে জোরে হাঁকিয়ে নেওয়া হয়। তাতে জোরে হেঁচকা টানে ইয়াসিরের দেহ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায় এবং সেখানেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

অতঃপর পাষাণহৃদয় আবু জাহ্ল নিজ হাতে ইয়াসিরের স্ত্রী সুমাইয়ার গুপ্তাঙ্গে বর্শা বিদ্ধ করে তাকে হত্যা করে। তিনিই ছিলেন ইসলামে প্রথম মহিলা শহীদ। অতঃপর তাদের একমাত্র পুত্র আম্মারের উপরে শুরু হয় অবর্ণনীয় নির্যাতনের পালা। তাকে উত্তপ্ত কংকরময় বালুর উপরে হাত পা বেঁধে পাথর চাপা দিয়ে ফেলে রাখা অবস্থায় নির্যাতন করা হয়। একদিন আম্মারকে পানিতে চুবিয়ে আধামরা অবস্থায় উঠিয়ে বলা হ'ল, তুমি যতক্ষণ মুহাম্মাদকে গালি না দিবে এবং লাত-মানাত-উযযা দেব-দেবীর প্রশংসা না করবে, ততক্ষণ তোমাকে মুক্তি দেওয়া হবে না। অবশেষে বাধ্য হয়ে তিনি তাদের কথা মেনে নেন।

পরেই তিনি রাসূলের দরবারে গিয়ে কান্না-জড়িত কণ্ঠে সব ঘটনা খুলে বললেন ও আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়-

مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ–

'ঈমান আনার পরে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্র ক্রোধ এবং কঠিন শাস্তি। কিন্তু যাকে বাধ্য করা হয়, অথচ তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে (তার জন্য কোন চিন্তা নেই)' *(নাহল ১৬/১০৬)*। পরে হযরত আবুবকর (রাঃ) আম্মার বিন ইয়াসিরকে তার মনিবের কাছ থেকে খরিদ করে নিয়ে মুক্ত করে দেন। আম্মার ঐ সময় আবুবকর (রাঃ)-এর প্রশংসায় যে কবিতা বলেন, তার শুরু ছিল নিম্নরূপ :

جزى الله خيرا عن بلال وصحبه + عتيقا وأخزى فاكها وابا جهل

'আল্লাহ উত্তম পুরস্কার দান করুন আবুবকর (রাঃ)-কে বেলাল ও তার সাথীদের পক্ষ হ'তে এবং লাঞ্ছিত করুন আবু ফাকীহাহ ও আবু জাহ্লকে'।[৮]

---

৬. *কুরতুবী ২০/৭৯-৮০; হা/৬৩৫৮; তানতাভী ১৩/২০৪ তাফসীর সূরা লায়েল ১৯-২০ আয়াত।*

৭. *হাকেম ৩/৪৩২ পৃঃ, হা/৫৬৪৬; ত্বাবারাণী, আল-আওসাত্ব হা/৩৮৪৬; ইছাবা ২/৫১২।*

৮. *তাফসীরে তানতাভী ১৩/২০৪ পৃঃ; তাফসীরে কুরতুবী হা/৬৩৫৮, ২০/৭৯-৮০ (সেখানে কবিতা নেই)।*

(৫) হযরত ওছমানের মত ধনশালী ব্যক্তি যখন ইসলাম কবুল করেন, তখন তাঁর বদবখ্ত চাচা তাঁকে খেজুর পাতার চাটাইয়ে জড়িয়ে বেঁধে নীচ থেকে ধোঁয়া দিয়ে শাস্তি দেয়।

(৬) কোন কোন ছাহাবীকে উট বা গরুর কাঁচা চামড়ায় জড়িয়ে প্রখর রৌদ্র তাপের মধ্যে ফেলে রাখা হয়। কাউকে লোহার বর্ম পরিয়ে উত্তপ্ত পাথরের উপরে শুইয়ে রাখা হ'ত।

(৭) যানীরাহ, নাহদিয়াহ ও তার মেয়ে এবং উম্মে আবীস প্রমুখ ক্রীতদাসীরা মুসলমান হ'লে বর্বরতম নির্যাতনের শিকার হন। আবুবকর তাদেরকে খরিদ করে মুক্ত করে দেন। এভাবে কুরায়েশ নেতারা মুসলিম দাস-দাসী ও তাদের পরিবারের উপরে সর্বাধিক নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করত। আবুবকর (রাঃ) এইসব নির্যাতিত দাস-দাসীকে বহু মূল্যের বিনিময়ে তাদের নিষ্ঠুর মনিবদের নিকট থেকে খরিদ করে নিয়ে মুক্ত করে দিতেন।

(৮) খোদ আবুবকর (রাঃ)-কে একদিন ওৎবা বিন রাবী'আহ তার লোকজন নিয়ে একদিন হঠাৎ আক্রমণ করে বসে। মর্মান্তিক প্রহারে তাঁর চেহারা এমন ফুলে যায় যে, তাকে চেনাই যাচ্ছিল না। বানু তামীম তাকে অজ্ঞান অবস্থায় বাড়ী নিয়ে আসে। সন্ধ্যার পরে তাঁর জ্ঞান ফিরলে প্রথমে জিজ্ঞেস করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কেমন আছেন? শত চেষ্টায়ও তিনি কিছু খেলেন না! অবশেষে খাত্ত্বাব কন্যা উম্মে জামীল এসে গোপনে তাকে খবর দেন যে, রাসূল (ছাঃ) ভাল আছেন এবং এখন আরক্বামের গৃহে অবস্থান করছেন। তারপর রাত্রি অধিক হলে উম্মে জামীলের সাথে তিনি আরক্বামের গৃহে যান। সেখানে রাসূলকে দেখার পর কুশল জেনে নিয়ে পানাহার করেন।[৯]

(৯) আবু জাহ্লের অভ্যাস ছিল এই যে, যখন কোন অভিজাত বংশের লোক ইসলাম কবুল করতেন, তখন সে গিয়ে তাকে গালি-গালাজ করত ও তার ধন-সম্পদের ক্ষতি সাধন করবে বলে ভয় দেখাত। নিজ আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে গরীব ও দুর্বল কেউ মুসলমান হয়েছে জানতে পারলে তাকে ধরে নির্দয়ভাবে পিটাতো এবং অন্যকে মারার জন্য প্ররোচিত করত। এইভাবে সম্মানিত ব্যক্তিকে ইসলাম কবুলের অপরাধে অসম্মানিত করা মক্কার নেতাদের নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। আজকের সভ্য যুগেও যা চলছে বরং আরও জোরে-শোরে।

আরক্বামের গৃহে প্রচার কেন্দ্র (৫ম নববী বর্ষ)

মুসলমানগণ পাহাড়ের পাদদেশে ও বিভিন্ন গোপন স্থানে মিলিত হয়ে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করতেন এবং দ্বীনের তা'লীম নিতেন। একদিন কতিপয় মুশরিক এটা দেখে ফেলে এবং মুসলমানদের অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিতে দিতে তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াকক্বাছ (রাঃ) তাদেরকে পাল্টা আক্রমণ করে রক্তাক্ত করে ফেলেন। ফলে তারা পালিয়ে যায়। এ কারণেই হযরত সা'দকে أول من رمى بسهم في سبيل الله 'আল্লাহ্র রাস্তায় প্রথম বর্শা নিক্ষেপকারী' বলা হয়। এটি ছিল চতুর্থ নববী বর্ষের ঘটনা।

এই ঘটনার পরে ৫ম নববী বর্ষে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আরক্বাম বিন আবুল আরক্বামের বাড়িটিকে প্রশিক্ষণ ও প্রচার কেন্দ্র হিসাবে বেছে নেন। বাড়িটি ছিল ছাফা পাহাড়ের উপরে। যা ছিল অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এবং মুশরিকদের দৃষ্টির আড়ালে। কাফের নেতাদের সম্মেলনস্থল 'দারুন নাদওয়া' থেকে এটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন স্থানে। যদিও আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নিজে সর্বদা প্রকাশ্যে ছালাত আদায় করতেন।

শিক্ষণীয় বিষয়-১০ :

(১) তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের উপরে বিশ্বাস দৃঢ় থাকার কারণেই ছাহাবায়ে কেরাম লোমহর্ষক নির্যাতন সমূহ বরণ করে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন। অথচ নির্যাতনকারীরাও এসবে বিশ্বাসী ছিল বলে দাবী করত। প্রকৃত অর্থে তারা ছিল কপট বিশ্বাসী।

(২) প্রকৃত বিশ্বাসীদের মাধ্যমেই সমাজ বিপ্লব সাধিত হওয়া সম্ভব, কপট বিশ্বাসীদের মাধ্যমে নয়। তাদের দুনিয়াবী জৌলুস যতই থাক না কেন।

(৩) বিশ্বাসের পরিবর্তন ব্যতীত সমাজের কাংখিত পরিবর্তন সম্ভব নয়।

(৪) শুধু নেতা নয়, কর্মীদের নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও কুরবানীর মাধ্যমেই একটি মহতী আদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভ করে থাকে।

(৫) যুলুম প্রতিরোধের বৈধ কোন পথ খোলা না থাকলে দৃঢ়ভাবে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ্র রহমত কামনা করাই হ'ল মুক্তির একমাত্র পথ।

হাবশায় প্রথম হিজরত (রজব ৫ম বর্ষ)

চতুর্থ নববী বর্ষের মাঝামাঝি থেকে মুসলমানদের উপরে যে নির্যাতন শুরু হয় ৫ম নববী বর্ষের মাঝামাঝি নাগাদ তা চরম আকার ধারণ করে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই মযলূম মুসলমানদের রক্ষার জন্য উপায় খুঁজতে লাগলেন। তিনি অনেক আগে থেকেই পার্শ্ববর্তী হাবশার ন্যায়নিষ্ঠ খৃষ্টান রাজা আছহামা নাজ্জাশী (أصحمة النجاشي)-র প্রশংসা শুনে আসছিলেন যে, তার রাজ্যে মানুষ সুখে-শান্তিতে বসবাস করে। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে

৯. *ইবনু কাছীর, আল-বেদায়া ২/৩০ পৃঃ।*

স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালন করতে দেওয়া হয়। অতএব তিনি সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় পরামর্শ শেষে হাবশায় হিজরতের নির্দেশ দানের সিদ্ধান্ত নেন। সেমতে নবুঅতের পঞ্চম বর্ষের রজব মাসে হযরত ওছমান (রাঃ)-এর নেতৃত্বে ১২ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলার প্রথম দলটি রাতের অন্ধকারে অতি সঙ্গোপনে হাবশার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যায়। এই দলে রাসূলের কন্যা 'রুক্বাইয়া' ছিলেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط- 'তারা দু'জন ছিল ইবরাহীম ও লূত্ব-এর পরে আল্লাহর রাস্তায় হিজরতকারী প্রথম দল'। ভাগ্যক্রমে ঐ সময় লোহিত সাগরের বন্দর শো'আয়বাহ (ميناء شعيبة)-তে দু'টো ব্যবসায়ী জাহায নোঙর করা ছিল। ফলে তারা খুব সহজে তাতে সওয়ার হয়ে হাবশায় পৌঁছে যান। কুরায়েশ নেতারা পরে জানতে পেরে দ্রুত পিছু নিয়ে বন্দর পর্যন্ত গমন করে। কিন্তু তারা নাগাল পায়নি।

হাবশায় ২য় হিজরত (সম্ভবত : যুলক্বা'দাহ ৫ম বর্ষ)

হাবশার বাদশাহ কর্তৃক সদ্ব্যবহারের খবর শুনে কুরায়েশ নেতারা মুসলমানদের উপরে যুলুমের মাত্রা বাড়িয়ে দিল এবং কেউ যাতে আর হাবশায় যেতে না পারে, সেদিকে কড়া নযর রাখতে লাগল। কারণ এর ফলে তাদের দু'টি ক্ষতি ছিল। **এক-** বিদেশের মাটিতে কুরায়েশ নেতাদের যুলুমের খবর পৌঁছে গেলে তাদের ভাবমূর্তি বিনষ্ট হবে। **দুই-** সেখানে গিয়ে মুসলমানেরা সংঘবদ্ধ হয়ে শক্তি সঞ্চয় করার সুযোগ পাবে। যাই হোক তাদের অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি এবং কড়া নযরদারী সত্ত্বেও ৮২ বা ৮৩ জন পুরুষ এবং ১৮ বা ১৯ জন মহিলা দ্বিতীয়বারের মত হাবশায় হিজরত করতে সমর্থ হন।

আবু তালিবের নিকটে কুরায়েশ নেতাদের আগমন

(৬ষ্ঠ নববী বর্ষের মাঝামাঝি)

(১) কুরায়েশ নেতাগণ সম্মিলিতভাবে আবু তালিবের কাছে এলেন। এই দলে ছিলেন আবু সুফিয়ান ছাখর ইবনু হারব, ওৎবা ও শায়বাহ বিন রাবী'আহ, আবু জাহল আমর ইবনু হেশাম (যিনি 'আবুল হাকাম' উপনামে পরিচিত ছিলেন), অলীদ বিন মুগীরাহ, নুবাইহ ও মুনাব্বিহ বিন হাজ্জাজ ও 'আছ বিন ওয়ায়েল এবং আরও কয়েকজন। তারা এসে বললেন, إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفّه أحلامنا وضلَّل آباءنا- 'আপনার ভাতিজা আমাদের উপাস্যদের গালি দিয়েছে, আমাদের দ্বীনকে দোষারোপ করেছে, আমাদের জ্ঞানীদের বোকা ঠাউরেছে এবং আমাদের বাপ-দাদাদের পথভ্রষ্ট মনে করেছে।' এক্ষণে হয় আপনি তাকে বিরত রাখুন। অথবা আমাদের ও তার মাঝ থেকে সরে দাঁড়ান। কেননা আপনিও আমাদের ন্যায় তার আদর্শের বিরোধী। সেকারণ আমরা আপনাকে তার ব্যাপারে যথেষ্ট মনে করি'। ধৈর্যের সঙ্গে তাদের কথা শুনে আবু তালেব তাদেরকে নম্র ভাষায় বুঝিয়ে বিদায় করলেন।

২য় বার আগমন (৬ষ্ঠ নববী বর্ষ)

(২) মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং নির্যাতনের ভয়ে সকলে পার্শ্ববর্তী খৃষ্টান রাজ্য হাবশায় গিয়ে আশ্রয় নেওয়ায় নেতারা প্রমাদ গুনলেন। অতঃপর বিদেশে তাদের ভাবমূর্তি রক্ষার জন্য এবং হিজরতকারীদের ফিরিয়ে আনার জন্য আমর ইবনুল আছ ও আবু জাহলের বৈপিত্রেয় সহোদর ভাই আবদুল্লাহ বিন রাবী'আহকে নাজ্জাশীর দরবারে প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা নিরাশ হয়ে ফিরে আসেন। এভাবে তাদের কূটনৈতিক সফর সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হওয়ার ফলে এবং সেখান থেকে অপমানজনক বিদায়ের ফলে কুরায়েশ নেতাগণ তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। তারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মুহাম্মাদের দাওয়াত ও প্রচারাভিযানকে একেবারেই বন্ধ করে দিতে হবে অথবা তাকে হত্যা করে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে যেকোন কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার পথে সবচাইতে বড় বাধা হ'লেন তার চাচা বর্ষীয়ান ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় গোত্রনেতা আবু ত্বালিব। অবশেষে তারা সরাসরি আবু তালিবকেই এ ব্যাপারে শাঁসিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। ফলে নেতারা পুনরায় আবু তালেবের কাছে এলেন এবং বললেন, আমাদের মধ্যে বয়সে, সম্মানে ও পদমর্যাদায় আপনি বিশেষ স্থানের অধিকারী। আমরা চেয়েছিলাম যে, আপনি আপনার ভাতিজাকে বিরত রাখবেন। কিন্তু আপনি তাকে বিরত রাখেননি। আল্লাহ্র কসম! আমরা আর এ ব্যক্তির ব্যাপারে ধৈর্য রাখতে পারছি না। সে ব্যক্তি আমাদের বাপ-দাদাদের গালি দিচ্ছে, আমাদের জ্ঞানীদের বোকা বলছে, আমাদের উপাস্যদের দোষারোপ করছে।' এক্ষণে হয় আপনি তাকে বিরত রাখুন, নয়তো আমরা তাকে ও আপনাকে এ ব্যাপারে একই পর্যায়ে নামাবো। যতক্ষণ না আমাদের দু'পক্ষের একটি পক্ষ ধ্বংস হয়'।

গোত্র নেতাদের এই চূড়ান্ত হুমকি শুনে আবু তালেব দুশ্চিন্তায় পড়লেন। অতঃপর রাসূলকে ডেকে এনে বললেন يا ابن أخى! إن قومك قالوا لى كذا وكذا.. فلا تحملنى من الأمر ما لا أطيق 'হে আমার ভাতিজা! তোমার বংশের নেতারা আমার কাছে এসেছেন এবং এই এই কথা বলছেন।... অতএব তুমি আমার উপরে এমন বোঝা চাপিয়ো না, যা বহন করার ক্ষমতা আমার নেই'। চাচার

www.at-tahreek.com

এই কথা শুনে তিনি তাকে ছেড়ে যাচ্ছেন ধারণা করে সাময়িকভাবে বিহ্বল নবী আল্লাহ্‌র উপরে গভীর আস্থা রেখে বলে উঠলেন, لئن وضع الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر، ما تركته أبدا حتى يظهره الله أو أهلك فيــه– ‘হে চাচা! যদি আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্র এনে দেওয়া হয় তাওহীদের এই প্রচার বন্ধ করার বিনিময়ে, আমি তা কখনোই পরিত্যাগ করব না। যতক্ষণ না আল্লাহ এই দাওয়াতকে বিজয়ী করেন অথবা আমি তাতে ধ্বংস হয়ে যাই’। বলেই তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে চলে যেতে উদ্যত হলেন। পরম স্নেহের ভাতিজার এই অসহায় দৃশ্য দেখে বয়োবৃদ্ধ চাচা তাকে পিছন থেকে ডাকলেন। তিনি তার দিকে মুখ তুলে তাকাতেই চাচা বলে উঠলেন, إذهب يا ابن اخى وقل مــا شئت، والله لا اسلمك لشيئ أبدا– ‘যাও ভাতিজা! তুমি যা খুশী প্রচার কর। আল্লাহ্‌র কসম! কোন কিছুর বিনিময়ে আমি তোমাকে ওদের হাতে তুলে দেব না’। এই সময় তিনি কবিতার মাধ্যমে স্বীয় দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বললেন, والله لن يصلوا إليك بجمعهم + حتى اوســد فى التــراب دفينا– فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة + وأبشر و قــرّ بذاك منك عيونا– ‘আল্লাহ্‌র কসম! তারা কখনোই তাদের সম্মিলিত শক্তি নিয়ে তোমার কাছে পৌঁছতে পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি মাটিতে সমাহিত হব’। ‘অতএব তুমি তোমার কাজ প্রকাশ্যে চালিয়ে যাও। তোমার উপরে কোন বাধা আসবে না। এর বিনিময়ে তুমি খুশী হও এবং তোমার থেকে চক্ষু সমূহ শীতল হৌক’।

আবু তালিবের এই কথা শুনে নেতারা বিফল মনোরথ হয়ে চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুশীতে বুক বাঁধলেন।

লোভনীয় প্রস্তাব : কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে তারা রাসূলকে লোভ দেখানোর ফাঁদে আটকানোর চিন্তা করেন। সে মোতাবেক তারা মক্কার ধনীশ্রেষ্ঠ ওৎবা বিন রাবী‘আহকে সরাসরি রাসূলের কাছে কয়েকটি প্রস্তাব দিয়ে পাঠান। একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কা‘বা চত্বরে একাকী বসেছিলেন। তখন কুরায়েশ নেতাদের অনুমতি নিয়ে ওৎবা তাঁর কাছে গিয়ে বসলেন এবং বললেন, হে ভাতিজা! তোমার এই নতুন দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্য যদি সম্পদ উপার্জন হয়, তাহ’লে তুমি বললে আমরা তোমাকে আরবের সেরা ধনী বানিয়ে দেব। আর যদি তোমার উদ্দেশ্য নেতৃত্ব লাভ হয়, তাহ’লে আমরা সবাই মিলে তোমাকে আমাদের নেতা বানিয়ে দেব। আর যদি আরবের বাদশাহ হ’তে চাও, তাহ’লে আমরা তোমাকে বাদশাহ বানিয়ে দেব। এমনকি তুমি যদি সুন্দরী স্ত্রী কামনা কর, তবে আমরা তোমার জন্য আরবের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী স্ত্রীর ব্যবস্থা করে দেব। আর যদি মনে কর, তোমার মাথার চিকিৎসা প্রয়োজন, তাহ’লে আমরাই তোমার জন্য সারা আরবের সেরা চিকিৎসককে এনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করব। আমাদের একটাই মাত্র দাবী, তুমি তোমার ঐ নতুন দ্বীনের দাওয়াত পরিত্যাগ কর।

জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমার সম্পর্কে আপনি যেসব কথা বললেন, এগুলির একটিও সত্য নয়। আমার মাল-ইযযত-হুকুমত, সুন্দরী স্ত্রী বা নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব কিছুই প্রয়োজন নেই। আমার মাথার চিকিৎসারও কোন প্রয়োজন নেই। আপনার প্রস্তাবসমূহের জওয়াবে আমি কেবল কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলি পেশ করতে চাই।

অতঃপর তাকে তিনি ৫৪ আয়াত বিশিষ্ট সূরা ফুছছিলাত/হা-মীম সাজদাহ পাঠ করে শুনাতে লাগলেন। কুরআন শুনতে শুনতে ওৎবা মন্ত্রমুগ্ধের মত হয়ে গেলেন। এক বর্ণনায় এসেছে, যখন তিনি ১৩তম আয়াত পাঠ করলেন, তখন ওৎবা ভয়ে রাসূলের মুখের উপরে হাত রেখে গযব নাযিলের ভয়ে বলে উঠলেন, أنشــدك الله والرحم আল্লাহ্‌র দোহাই! তুমি তোমার সম্প্রদায়ের উপরে রহম কর’। অতঃপর ৩৮তম আয়াতের পর রাসূল সিজদা করলেন এবং উঠে বললেন, قد سمعت يا ابا الوليــد مــا سمعت فأنــت وذاك ‘আবুল ওয়ালীদ আপনি তো সবকিছু শুনলেন। এখন আপনার যা বিবেচনা হয় করুন’। এরপর ওৎবা উঠে গেলেন।

কুরায়েশ নেতারা সাগ্রহে ওৎবার কাছে জমা হ’লে তিনি বললেন, নেতারা শুনুন! আমি মুহাম্মাদের মুখ থেকে এমন বাণী শুনে এসেছি, যা কোন কাহিনী নয়, কবিতা নয় বা জাদুমন্ত্র নয়। সে এক অলৌকিক বাণী। আপনারা আমার কথা শুনুন! মুহাম্মাদকে বাধা দিবেন না। তাকে তার পথে ছেড়ে দিন’। লোকেরা হতবাক হয়ে বলে উঠলো سحرك والله يــا ابــا الوليــد بلســانه ‘আল্লাহ্‌র কসম হে আবুল ওয়ালীদ! মুহাম্মাদ তার কথা দিয়ে তোমাকে জাদু করে ফেলেছে।’

পুনরায় আবু তালিব সমীপে নেতাগণ

(৬ষ্ঠ নববী বর্ষে)

(৩) হুমকিতে ও লোভনীয় প্রস্তাবে কোন কাজ না হওয়ায় ক্ষুব্ধ নেতারা অল্প দিনের মধ্যে পুনরায় তার কাছে এক অভিনব প্রস্তাব নিয়ে গেলেন। তারা ওয়ালীদ বিন মুগীরাহ্‌র

www.at-tahreek.com

পুত্র ওমারাহ (عُمارة بن الوليد)-কে সাথে নিয়ে গেলেন এবং আবু তালিবকে বললেন, হে আবু তালিব! এই ছেলেটি হ'ল কুরায়েশদের সবচেয়ে সুন্দর ও ধীমান যুবক। আপনি একে পুত্ররূপে গ্রহণ করুন এবং মুহাম্মাদকে আমাদের হাতে সোপর্দ করুন'। কেননা هذا الذى خالف دينك ودين آبائك وفرّق جماعة قومك وسفّه احلامهم فنقتله– 'মুহাম্মাদ আপনার দ্বীন ও আপনার বাপ-দাদার দ্বীনের বিরোধিতা করেছে এবং আপনার সম্প্রদায়ের জামা'আতী ঐক্য বিনষ্ট করেছে এবং তাদের জ্ঞানীদেরকে বোকা বলেছে। অতএব আমরা তাকে হত্যা করব'। একজনের বদলে একজন হিসাবে এই ছেলেটিকে এনেছি মুহাম্মাদের বিনিময়ে আপনাকে দেবার জন্য।' একথা শুনে ক্রুদ্ধ আবু তালেব রাগতঃস্বরে বলে উঠলেন, 'আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা কতবড় জঘন্য কথা আমাকে বলেছ। তোমরা তোমাদের ছেলেকে দিচ্ছ, যাতে আমি তাকে খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করি। আর আমার সন্তানকে তোমাদের হাতে তুলে দেব যাতে তোমরা তাকে হত্যা করতে পার? هذا والله ما لايكون أبدا... إفعلوا ما شئتم– আল্লাহ্‌র কসম! তা কখনোই হবার নয়। ...যাও তোমরা যা খুশী করতে পার'।

(৪) আবু তালেবের কাছ থেকে নিরাশ হওয়ার পর গোত্রনেতারা বসে আবু তালেবের গোত্র বনু হাশেম ও বনু আব্দুল মুত্ত্বালিবের সঙ্গে বয়কটের সিদ্ধান্ত নেন এবং ৭ম নববী বর্ষের ১লা মুহাররম হ'তে একটানা তিন বছর উক্ত বয়কট অব্যাহত থাকে। বয়কট শেষে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) পুনরায় স্বাভাবিকভাবে তাওহীদের দাওয়াত চালিয়ে যেতে থাকেন। এ সময় একদিন যখন তিনি কা'বা ত্বাওয়াফ করছিলেন, তখন অলীদ বিন মুগীরাহ, 'আছ বিন ওয়ায়েল, আসওয়াদ বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব, উমাইয়া ইবনে খালাফ প্রমুখ মক্কার বিশিষ্ট নেতৃবর্গ এসে সরাসরি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রস্তাব দেন يا محمد! هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد فنشترك نحن وأنت فى الأمر– 'এসো আমরা ইবাদত করি, যার তুমি ইবাদত কর এবং তুমি ইবাদত কর, যার আমরা ইবাদত করি। তাতে আমরা ও তুমি আমাদের উপাসনার কাজে অংশীদার হব'। যদি দেখা যায় যে, তোমার মা'বূদ আমাদের মা'বূদের চেয়ে উত্তম, তাহ'লে আমরা তার থেকে উত্তমটুকু গ্রহণ করব। আর যদি দেখা যায় যে, আমাদের মা'বূদ তোমার মা'বূদ থেকে উত্তম, তাহ'লে তুমি তার থেকে উত্তমটুকু গ্রহণ করবে'। তখন আল্লাহ সূরা কাফেরূণ নাযিল করেন।[১০]

(৫) শেষ বারের আগমন (১০ম নববী বর্ষে) : হুমকি, লোভনীয় প্রস্তাব ও বয়কট কোনটাতে কাজ না হওয়ায় এবং ইতিমধ্যে হামযাহ ও ওমরের ইসলাম গ্রহণ করায় এবং আবু তালিবের স্বাস্থ্যহানির খবর শুনে মক্কার নেতারা শেষবারের মত তাঁর সাথে সাক্ষাতের সিদ্ধান্ত নেন। সেমতে আবু জাহল, আবু সুফিয়ান, উমাইয়া বিন খালাফ, ওৎবা ও শায়বা বিন রাবী'আহ সহ প্রায় ২৫ জন নেতা আবু তালেবের কাছে আসেন এবং বলেন, হে আবু তালেব! আপনি যে মর্যাদার আসনে আছেন, তা আপনি জানেন। আপনার বর্তমান অবস্থাও আপনি বুঝতে পারছেন। আমরা আপনার জীবনাশংকা করছি। এমতাবস্থায় আপনি ভালভাবে জানেন যা আমাদের ও আপনার ভাতিজার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। এক্ষণে আপনি তাকে ডাকুন এবং উভয় পক্ষে অঙ্গীকার নিন যে, সে আমাদের ও আমাদের দ্বীন থেকে বিরত থাকবে এবং আমরাও তার থেকে বিরত থাকব। তখন আবু তালেব রাসূল (ছাঃ)-কে ডাকালেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাদের সম্মুখে এসে বললেন, نعم كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم– 'হাঁ, একটি কলেমার ওয়াদা আপনারা আমাকে দিন। তাতে আপনারা আরবের বাদশাহী পাবেন এবং অনারবরা আপনাদের অনুগত হবে'। আবু জাহল খুশী হয়ে বলে উঠল, তোমার পিতার কসম, এমন হলে একটা কেন দশটা কলেমা পাঠ করতে রাযী আছি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন قولوا لآ إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه– 'আপনারা বলুন, 'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং এতদ্ব্যতীত যাদের পূজা করেন, সব পরিত্যাগ করুন'। তখন সবাই দু'হাতে তালি বাজিয়ে বলে উঠলো أجعل الآلهة إلهًا واحدًا؟ إنّ أمرك لعجب 'সব উপাস্য বাদ দিয়ে তুমি একজন উপাস্য চাও? নিশ্চয়ই তোমার এ কাজ বড়ই বিস্ময়কর!' অতঃপর তারা একথা বলতে বলতে চলে গেল যে, انطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه– 'চলো! তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার ধর্মের উপরে চলতে থাক, যতক্ষণ না আল্লাহ তোমাদের ও তার মধ্যে একটা ফায়ছালা করেন'। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ সূরা ছোয়াদের ১ হতে ৭ আয়াত সমূহ নাযিল করেন-

ص– وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ– بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ– كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِم مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَّلَاتَ حِيْنَ

১০. *সীরাতে ইবনে হিশাম* ১/৩৬২।

مَنَاصٍ- وَعَجِبُوْا أَنْ جَاءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُوْنَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ- أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ- وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ- مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ-

(১) ছোয়াদ- শপথ উপদেশপূর্ণ কুরআনের (২) বরং কাফের দল অহমিকা ও হঠকারিতায় লিপ্ত (৩) তাদের পূর্বেকার বহু জনগোষ্ঠীকে আমরা ধ্বংস করেছি। তারা আর্তনাদ করেছে। কিন্তু নিস্কৃতি লাভের উপায় তাদের ছিল না (৪) তারা বিস্ময়বোধ করে যে, তাদের কাছে তাদেরই মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী আগমন করেছেন। আর কাফেররা বলে এতো একজন জাদুকর ও মহা মিথ্যাবাদী (৫) সে কি বহু উপাস্যের বদলে একজন উপাস্যকে সাব্যস্ত করে? নিশ্চয় এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার (৬) তাদের নেতারা একথা বলে চলে যায় যে, তোমরা তোমাদের উপাস্যদের পূজায় দৃঢ় থাকো। নিশ্চয়ই (মুহাম্মাদের) এ বক্তব্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত (৭) আমরা তো আমাদের সাবেক ধর্মে এ ধরনের কোন কথা শুনিনি। এটা মনগড়া উক্তি ভিন্ন কিছুই নয়'।

(৬) মৃত্যুকালে আগমন (১০ নববী বর্ষে) : শেষবার নেতারা এসেছিলেন আবু তালিবের মৃত্যুকালে, যেন তিনি তাওহীদের কালেমা পাঠ না করেন ও বাপ-দাদাদের ধর্মে শিরকের উপর মৃত্যুবরণ করেন, সেটা নিশ্চিত করার জন্য। বস্তুত একাজে তারা সফল হয়েছিলেন। রাসূলের শত আকুতি উপেক্ষা করে সেদিন আবু তালেব আবু জাহলের কথায় সায় দিয়ে শিরকের উপর মৃত্যুবরণ করেন। যথাস্থানে তার আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ।

শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ- ১২ :

(১) দুনিয়াপূজারী নেতারা নির্লোভ সংস্কারকদের নিজেদের মত করে ভাবতে চায়। তারা একে ক্ষমতা ও নেতৃত্ব হাছিলের আন্দোলন বলে ধারণা করে। যেমন তারা রাসূলের দাওয়াত সম্পর্কে মন্তব্য করেছিল- 'নিশ্চয়ই মুহাম্মাদের এ দাওয়াত বিশেষ কোন উদ্দেশ্য প্রণোদিত' *(ছোয়াদ ৬)*। আর সেকারণ তারা লোভনীয় প্রস্তাব সমূহের ডালি নিয়ে সংস্কারকের সম্মুখে হাযির হয়। যাতে তার ফাঁদে পড়ে সংস্কার কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায় অথবা তাতে ভাটা পড়ে। নবীর জীবনে যেমন এটি ঘটেছে, নবীর সনিষ্ঠ অনুসারী সংস্কারকদের জীবনেও যুগে যুগে এটা ঘটেছে ও ঘটবে।

(২) বাতিলপন্থী নেতারা হক-এর দাওয়াতের যথার্থতা স্বীকার করে। তারা কুরআনকে সত্য কিতাব হিসাবে মানে। কিন্তু দুনিয়াবী স্বার্থ তাদেরকে অন্ধ করে রাখে। যেমন বিশেষভাবে ওৎবা বিন রাবী'আহ্‌র ক্ষেত্রে দেখা গেছে।

(৩) কায়েমী স্বার্থবাদী নেতারা সংস্কারকের বিরুদ্ধে প্রধানত: ২টি অভিযোগ দাঁড় করিয়ে থাকে। **এক-** পিতৃধর্ম ও রেওয়াজের বিরোধিতা এবং **দুই-** সমাজে বিভক্তি সৃষ্টি করা। যেমন কুরায়েশ নেতারা এসে আবু তালেবের নিকটে রাসূলের বিরুদ্ধে উক্ত অভিযোগ করেছিল।

(৪) আদর্শিক সম্পর্কের বাইরেও রক্ত সম্পর্ক যে অনেক সময় সত্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে, রাসূলের প্রতি বনু হাশেম ও বনু আব্দুল মুত্ত্বালিবের অকপট সমর্থন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

(৫) নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাসের মাধ্যমে দুনিয়া জয় করা সম্ভব, তার ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারিত হয়েছিল রাসূলের পবিত্র যবানে আবু জাহলদের সম্মুখে ১০ম নববী বর্ষের মাঝামাঝি সময়ে এবং তার সফল বাস্তবায়ন ঘটে তার ১১ বছর পরে ৮ম হিজরীর রামাযান মাসে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে। অতঃপর খলীফাদের যুগে আরব-আজমের সর্বত্র ইসলামী খেলাফতের একচ্ছত্র বিজয় সাধনের মাধ্যমে।

(৬) তাওহীদের কালেমা চির বিজয়ী শক্তি। তা কখনোই পরাজিত হয় না। প্রয়োজন কেবল সাহসী নেতার ও সাহসী অনুসারীর।

[ক্রমশঃ]

বিদেশে আত-তাহরীকের জন্য যোগাযোগ

সঊদী আরব:

*** রিয়াদ :**

(১) আবুল কালাম আযাদ- ০৫৬৫৬২২৪৮৯
(২) মির্জা সিরাজুল ইসলাম- ০৫০৮৭৮৪৯৫৪
(৩) মুহাম্মাদ সোহরাব হোসাইন- ০৫৫৯৯-৩৩০৯৭

*** আল-খাবজী :**

তোফাযযল হোসাইন- ০৫০৭৩০২৩৩৬
- ০৫৫৭৩৫৫৯৫২

*** দাম্মাম :**

(১) আব্দুল খালেক- ০৫৬১৬৯৮২২২
(২) যহীরুল ইসলাম- ০৫৬৮১৪৭৪২৫

*** আল-খাবরা, আল-কাসীম :**

হাফেয আখতার মাদানী- ০৫৪২১৬১৩৭৫

সিঙ্গাপুর :

(১) মোয়ায্যিম- ৮২৬১৯৮৩৯
(২) মানছূর রহমান- ৮১৯৪৬৮৩৯
(৩) আব্দুল হালীম- ৮১৬৪১৯৭১

ইসলামে ভ্রাতৃত্ব

-ড.এ.এস.এম.আযীযুল্লাহ

(৪র্থ কিস্তি)

(ঙ) পারস্পরিক সহযোগিতা প্রদান : মুসলমানরা পরস্পরের মান-ইয্যতের নিরাপত্তা বিধান, দুঃখ-কষ্টে অংশগ্রহণ, গঠনমূলক সমালোচনা, উপদেশ-নছীহত, একত্রে বসবাস সহ সার্বিক বিষয়ে পরস্পরের সহযোগী হবে এটাই স্বাভাবিক। আর এ ধরনের পরিবেশ তৈরীতে ভ্রাতৃত্বের কোন বিকল্প নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَاللهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ. 'আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত কোন বান্দার সাহায্য করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকে'।[১]

এছাড়াও দুনিয়াবী ক্ষণস্থায়ী জীবনে স্বার্থপরতার মূলোৎপাটন, সর্বদা ভোগের বিপরীতে ত্যাগের মনোভাব তৈরী করার মধ্য দিয়ে পরকালীন জীবনে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের পথ সুগম করাই ইসলামী ভ্রাতৃত্বের মূল উদ্দেশ্য।

উল্লিখিত উদ্দেশ্য হাছিলের লক্ষ্যে মুমিনের পারস্পরিক সম্পর্ক তথা ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধির বিষয়ে মহান আল্লাহ এবং নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) মুসলিম সমাজকে উদ্বুদ্ধ করে গেছেন। নিম্নে তার যৎসামান্য উপস্থাপন করা হ'ল।

নো'মান বিন বাশীর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بَالسَّهَرِ وَالْحُمَّى. 'তুমি ঈমানদারদেরকে তাদের পারস্পরিক সহানুভূতি, বন্ধুত্ব ও দয়া-অনুগ্রহের ক্ষেত্রে একটি দেহের ন্যায় দেখবে। যখন দেহের কোন অঙ্গ অসুস্থ হয়, তখন সমস্ত শরীর তজ্জন্য বিনিদ্র ও জ্বরে আক্রান্ত হয়'।[২] অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

اَلْمُؤْمِنُوْنَ كَرَجُلٍ وَّاحِدٍ إِنِ اشْتَكَى عَيْنُهُ اِشْتَكَى كُلُّهُ وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اِشْتَكَى كُلُّهُ.

নো'মান বিন বাশীর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সকল মুমিন এক ব্যক্তির মত। যদি তার চক্ষু অসুস্থ হয়, তখন তার সর্বাঙ্গ অসুস্থ হয়ে পড়ে। আর যদি তার মাথায় ব্যথা হয়, তখন তার সমস্ত দেহই ব্যথিত হয়'।[৩]

আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেছেন, اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. 'একজন মুমিন আর একজন মুমিনের জন্য এক গৃহের মত, যার একাংশ অপরাংশকে সুদৃঢ় রাখে। অতঃপর তিনি এক হাতের অঙ্গুলিগুলি অপর হাতের অঙ্গুলির মধ্যে প্রবিষ্ট করালেন'।[৪]

উল্লিখিত তিনটি হাদীছে মুমিনের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সুদৃঢ় অবস্থানের স্পষ্ট বর্ণনা ফুটে উঠেছে। দেহের প্রতিটি অঙ্গের স্বতন্ত্র অবস্থান ও কর্মপরিধি থাকলেও বিপদে যেমন পরস্পরের প্রতি সহমর্মী-সমব্যাথী, তেমনি বর্ণে, বংশে, কর্মক্ষেত্রে বা ভৌগলিক অবস্থানগত পার্থক্য থাকলেও সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে বিশ্বের সকল মুসলমান একটি অখণ্ড শরীরের মত। মুসলমানদের পারস্পরিক সহযোগিতার কথা হাদীছে বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنْصُرُهُ مَظْلُوْمًا، فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ، فَذَالِكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ. 'তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর, চাই সে অত্যাচারী হোক বা অত্যাচারিত হোক। তখন এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অত্যাচারিতকে তো সাহায্য করব; কিন্তু অত্যাচারীকে কিভাবে সাহায্য করব? তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তাকে অত্যাচার করা থেকে বিরত রাখবে। এটিই তাকে তোমার সাহায্য করার নামান্তর'।[৫]

পারস্পরিক সহযোগিতার পুরস্কার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন,

اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَيَظْلِمُهُ، وَلاَيُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِيْ حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُّسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার উপর যুলুম করবে না এবং তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিবে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অভাব মোচনে সাহায্য করবে,

১. *মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪ 'ইলম' অধ্যায়।*
২. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হা/৪৯৫৩ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'সৃষ্টির প্রতি দয়া-অনুগ্রহ' অনুচ্ছেদ।*
৩. *মুসলিম, মিশকাত, হা/ ৪৯৫৪।*
৪. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, হা/৪৯৫৫।*
৫. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, হা/৪৯৫৭।*

আল্লাহ তা'আলা তার অভাব মোচনে সাহায্য করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহের কোন একটি বড় বিপদ দূর করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবে, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবেন'।[৬]

অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَيَظْلِمُهُ، وَلاَيَخْذُلُهُ، وَلاَيَحْقِرُهُ، اَلتَّقْوَى هَهُنَا وَيُشِيْرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ بِحَسْبِ امْرِءٍ مِّنَ الشَّرِّ أَنْ يَّحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ : دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ.

'এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। কাজেই সে তার উপর যুলুম করবে না, তাকে লজ্জিত করবে না এবং তাকে হীন মনে করবে না। 'তাক্বওয়া' (আল্লাহভীতি) এখানে একথা বলে তিনি তিনবার নিজের বক্ষের দিকে ইংগিত করলেন। তিনি আরো বলেন, কোন ব্যক্তির মন্দ কাজ করার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে নিজের কোন মুসলমান ভাইকে হেয় জ্ঞান করে। বস্তুতঃ একজন মুসলমানের সব কিছুই অপর মুসলমানের জন্য হারাম। তার জান, মাল ও ইয্যত'।[৭]

(চ) পারস্পরিক কল্যাণ কামনা : ইসলামী ভ্রাতৃত্বের আর একটি উদ্দেশ্য হ'ল পারস্পরিক কল্যাণ কামনা করা। পারস্পরিক কল্যাণ কামনার বিষয়ে নবী করীম (ছাঃ) বলেন, اَلدِّيْنُ اَلنَّصِيْحَةُ 'দ্বীন হচ্ছে কল্যাণ কামনা'।[৮] বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করে তিনি কথাটি তিন বার উল্লেখ করেন।

জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَوةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَوةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাতে ছালাত আদায়, যাকাত প্রদান এবং প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ কামনা করার অঙ্গীকার করে বায়'আত করলাম'।[৯]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, حَقُّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتٌّ 'একজন মুমিনের উপরে আরেক মুমিনের ছয়টি কর্তব্য রয়েছে'। তন্মধ্যে একটি হ'ল وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ 'যখন সে তোমার কাছে পরামর্শ চাইবে, তখন তুমি তাকে (কল্যাণকর) উপদেশ দিবে'।[১০]

অন্য একটি প্রসিদ্ধ হাদীছে বলা হয়েছে, এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের ছয়টি হক রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হ'ল, وَيُنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ 'এবং উপস্থিত বা অনুপস্থিত উভয় অবস্থায় তার কল্যাণ কামনা করবে'।[১১]

মানুষ তার দ্বীনী ভাইয়ের কল্যাণ কামনায় সর্বদা উদগ্রীব থাকবে। তারই মঙ্গল সাধনে সর্বোতভাবে চেষ্টা অব্যাহত রাখবে। তার কোন ক্ষতি হোক এমন কোন বিষয় তার দ্বারা সংঘটিত হবে না। অথচ সমাজে দেখা যায়, এক শ্রেণীর মানুষ তার দ্বীনী ভাইয়ের কল্যাণ কামনার পরিবর্তে তার ক্ষতি করার জন্য সর্বদা সময়, শ্রম, মেধা ও বুদ্ধি অপচয় করে থাকে। প্রতিনিয়ত নানা কূটকৌশল ও চক্রান্তের জাল বিস্তার করে। একটি কৌশল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'লে নতুন ফন্দী আটে। বাহ্যিকভাবে তারা মানুষের কাছে ভাল হ'লেও প্রকৃতপক্ষে তারা নিকৃষ্ট প্রকৃতির লোক। এ জাতীয় লোককে আল্লাহ পসন্দ করেন না; বরং তিনি প্রকৃতি 'মুহসিন' বান্দাকে পসন্দ করেন' *(বাক্বারাহ ১৯৫)*।

আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিষয় ছাড়াও আরো অনেক বিষয় আছে যার মাধ্যমে পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পাবে, সম্পর্ক অটুট থাকবে, সাথে সাথে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধির উপায় :

ইসলামী শরী'আতে মুমিনের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধির বিভিন্ন নিয়ামকের বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে সেসব কর্ম ও আচরণ গ্রহণ ও অনুসরণ করলে পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় ও স্থায়ী হয়, বন্ধুত্ব ও হৃদ্যতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং এর ফলে দু'টি হৃদয় শিশাঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঘনিষ্ঠতর ও মযবুত হয়। এক্ষেত্রে শরী'আতের কিছু আহকাম আছে আবশ্যকীয় এবং কিছু আছে ইচ্ছাধীন। তবে পারস্পরিক ভালবাসা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক বিকশিত ও ফুলে-ফলে সুশোভিত করার জন্য উভয়েরই গুরুত্ব অনস্বীকার্য। নিম্নে ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধির কতিপয় নিয়ামক সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল।-

(ক) সালাম প্রদান : মুমিন জীবনে সালামের গুরুত্ব অপরিসীম। আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করে তাঁর উপর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রথম যে নির্দেশ প্রদান করা হয়, তা

৬. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, হা/৪৯৫৮।*
৭. *মুসলিম, মিশকাত, হা/৪৯৫৯।*
৮. *মুসলিম, মিশকাত, হা/৪৯৬৬।*
৯. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, হা/৪৯৬৭।*
১০. *মুসলিম, হা/২১৬২; ইবনু হিব্বান, হা/২৪২।*
১১. *নাসাঈ, 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'সালাম' অনুচ্ছেদ, হা/৪৪২৫; মিশকাত হা/৪৬৩০।*

হ'ল ফেরেশতাদের উদ্দেশ্যে সালাম প্রদান।[১২] সালামের বহুমুখী দিক রয়েছে। যেমন সালামের ফযীলত, সালাম প্রদানকারী অহঙ্কার হ'তে মুক্ত, সালাম প্রদান করা হক্ব, সালাম না দেওয়া কৃপণতা ইত্যাদি। এছাড়াও এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'ল, সালাম প্রদানের মাধ্যমে পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। কারণ সালামের অর্থই হ'ল দ্বীনী ভাইয়ের প্রতি শান্তি, রহমত ও বরকত প্রার্থনা করা। সালামের মাধ্যমে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি প্রসঙ্গে নিম্নের হাদীছটি প্রণিধানযোগ্য।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَتَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوْا، وَلاَتُؤْمِنُوْا حَتَّى تَحَابُّوْا، أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ. 'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা ঈমান গ্রহণ করবে। আর তোমরা ঈমানদার হিসাবে গণ্য হবে না, যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন কথা বলে দিব না যা তোমাদের পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধি করবে? (আর তা হচ্ছে) তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রচলন করবে'।[১৩]

নবী করীম (ছাঃ) যখন রাস্তায় চলতেন, তখন নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে যার সঙ্গেই তাঁর দেখা হ'ত, তাকে তিনি সালাম দিতেন। আমাদেরকেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণে মুসলিম নারী-পুরুষ শিশু-বৃদ্ধ সকলকে সালাম প্রদান করতে হবে। এতে সকলের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে, পারস্পরিক হৃদ্যতা বৃদ্ধি পাবে। তবে সালামের আদান-প্রদান যখন সঠিক অনুভূতি নিয়ে করা হবে অর্থাৎ এক ভাই অপর ভাইকে শান্তির জন্য দো'আ করবে এবং এর মাধ্যমে তার হৃদয়ে ভালবাসা ও শুভ কামনার সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ ঘটবে, কেবল তখনই সালামের মাধ্যমে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি পাবে। অন্যথা প্রচলিত অভ্যাসের বশবর্তী হয়ে শুধু মুখে তোতা পাখির মত দু'টি আরবী শব্দ নিঃসৃত হ'লে সালামের হক্ব আদায় হ'তে পারে, কিন্তু তাতে পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

(খ) মুছাফাহা করা : সালামের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয় হ'ল মুছাফাহা। যার অর্থ পরস্পর হাত মিলানো বা করমর্দন করা। কদমবুচি বা পদচুম্বন ইসলামী শরী'আতে বৈধ না হ'লেও মুছাফাহা এবং মু'আনাকা তথা কোলাকুলি বৈধ। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ : قُلْتُ لِأَنَسٍ : أَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِيْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ؟ قَالَ نَعَمْ.

কাতাদা (রাঃ) বলেন, আমি আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণের মধ্যে মুছাফাহার প্রচলন ছিল কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, ছিল'।[১৪] মুসলমানদের পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ হ'লে সালাম বিনিময়ের পর হৃদয়ের গভীরে আন্তরিকতার যে প্রগাঢ় আবেগ নিহিত থাকে, সেই প্রেরণা থেকেই আপোসে করমর্দন করে থাকে। এর মাধ্যমে যেমন বন্ধুত্ব সুসংহত হয়, তেমনি উভয়ের গোনাহ মাফ হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ مُّسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ غُفِرَلَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَّتَفَرَّقَا. 'যখন দু'জন মুসলমানের পরস্পর সাক্ষাৎ হয় এবং তারা মুছাফাহা করে, পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদের উভয়ের গোনাহ মাফ করে দেওয়া যায়'।[১৫] তাই পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃত গোনাহ হ'তে পরিত্রাণ লাভের সহজ ও সুন্দর মাধ্যম হিসাবে মুমিন জীবনে বেশী বেশী সালাম ও মুছাফাহার প্রচলন করা উচিত।

(গ) হাদিয়া প্রদান : হাদিয়া প্রদান ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধির একটি অন্যতম নিয়ামক। প্রকৃতপক্ষে ভাল কথা বলা, উৎকৃষ্ট আচরণ করা, সৎ পরামর্শ প্রদান ইত্যাদিও এক ধরনের হাদিয়া। এর মাধ্যমে একজন মানুষ অতি সহজেই অন্যের হৃদয়কে আকৃষ্ট করে তার সাথে যোগসূত্র রচনা করতে পারে। তেমনি বস্তুগত হাদিয়ার মাধ্যমে মানুষের পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি ও বন্ধুত্ব বৃদ্ধি পায়। হাদিয়া প্রদানে উৎসাহিত করে রাসূল (ছাঃ) যেমন উপদেশ দিয়েছেন, তেমনি হাদিয়া প্রদানের উপকারিতাও বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

تَهَادُوْا تَحَابُّوْا 'তোমরা একে অপরকে হাদিয়া পাঠাও, এর দ্বারা পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে'।[১৬] আনাস (রাঃ) বলতেন, يَا بَنِيَّ! تَبَاذَلُوْا بَيْنَكُمْ، فَإِنَّهُ أَوَدُّ لِمَا بَيْنَكُمْ 'হে বৎসগণ! তোমরা একে অপরের জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয় করবে, এতে তোমাদের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হবে'।[১৭] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে যেমন তাঁর সঙ্গী-সাথীদের হাদিয়া দিতেন, তেমনি ছাহাবীগণও তাঁকে ও অন্য ছাহাবীদেরকে হাদিয়া প্রদান করতেন।

১২. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬২৮।*
১৩. *মুসলিম, 'সালাম' অধ্যায়, মিশকাত, হা/৪৬৩১।*
১৪. *বুখারী, মিশকাত, 'মুছাফাহা' অধ্যায়, হা/৪৬৭৭।*
১৫. *আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত, ঐ অধ্যায়, হা/৪৬৭৯ হাদীছ ছহীহ।*
১৬. *আল-আদাবুল মুফরাদ, হা/৫৯৪; ইরওয়াউল গালীল হা/১৬০১, সনদ হাসান।*
১৭. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫৯৫, সনদ ছহীহ, 'হাদিয়া গ্রহণ করা' অনুচ্ছেদ।*

(ঘ) হাসিমুখে কথা বলা : হাসিমুখে কথা বলার মাধ্যমে অতি সহজেই অন্যের মন জয় করা সম্ভব। তাছাড়া কর্কষভাষী বা কঠিন হৃদয়ের মানুষকে কেউ পসন্দ করে না। মহান আল্লাহ বলেন, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ. 'আল্লাহর অনুগ্রহে তুমি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হয়েছিলে। যদি তুমি রূঢ় ও কঠিন হৃদয়ের লোক হ'তে, তবে তোমার নিকট থেকে তারা দূরে সরে যেত' *(আলে ইমরান ১৫৯)*। অনুরূপভাবে মিষ্টি হেসে কথা বলাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাদাক্বা হিসাবে উল্লেখ করেছেন।[১৮] তাছাড়া ভাল ও সুন্দর কথা পরকালে জাহান্নামের শাস্তি থেকে আত্মরক্ষায় সহায়ক হিসাবে ভূমিকা পালন করবে। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন,

اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ.

'জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষা কর। যদিও তা অর্ধেক খেজুরের বিনিময়েও হয়। যে তাও দান করতে অক্ষম, সে লোকজনকে ভাল ও সুন্দর কথা দ্বারা জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষা করবে'।[১৯] অন্যত্র তিনি আরো বলেন, وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ. 'ভাল কথাও ছাদাক্বা হিসাবে গণ্য হবে'।[২০] অপর হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَتَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيْقٍ.

আবু যর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বলেছেন, 'ভাল কাজের কোনটাকেই তুচ্ছ মনে করবে না। যদিও তা তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎও হয়'।[২১]

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীছের আলোকে একথা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, পরকালে পাপ মুক্তির অসীলা হিসাবে হাসিমুখে কথা বলার গুরুত্ব অপরিসীম। সাথে সাথে দুনিয়াবী জীবনে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধিতেও হাসিমুখ ও কোমল আচরণের বিকল্প নেই।

[চলবে]

১৮. *তিরমিযী; মিশকাত হা/১৯১১ 'ছাদাক্বার ফযীলত' অনুচ্ছেদ।*
১৯. *বুখারী ও মুসলিম, বঙ্গানুবাদ রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/৬৯৪।*
২০. *বুখারী ও মুসলিম, বঙ্গানুবাদ রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/৬৯৫; মিশকাত হা/১৮৯৬।*
২১. *মুসলিম, বঙ্গানুবাদ রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/৬৯৬; মিশকাত হা/১৮৯৪।*

সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ

৫৫/বি, পুরানা পল্টন (11th Floor), জিপিও বক্স ৯৪০, ঢাকা-১০০০, ফোন # ৭১৬১৬৯৩

রচনা প্রতিযোগিতা

সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ নিম্নবর্ণিত বিষয়ের উপর ৫ম বার্ষিক রচনা প্রতিযোগিতা আহ্বান করছে। প্রত্যেক গ্রুপে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীকে সার্টিফিকেটসহ যথাক্রমে নগদ ১৫,০০০/-, ১০,০০০/- ও ৭,০০০/- টাকা করে সম্মানী প্রদান করা হবে।

গ্রুপ	গ্রুপ পরিচিতি	রচনার বিষয়	শব্দ সংখ্যা
১ম	দাখিল, এসএসসি ও কওমী মাদরাসার সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থী	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অর্থনৈতিক জীবন	১৫০০-২০০০
২য়	কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও সমমানের মাদরাসা পর্যায়ের শিক্ষার্থী	কুরআন-সুন্নাহর আলোকে যাকাত ব্যবস্থাপনা ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	২৫০০-৩০০০
৩য়	বয়স ও পেশা উন্মুক্ত	বাংলাদেশের দারিদ্র্য সমস্যার কারণ ও তার ইসলামী প্রতিকার	৩৫০০-৪০০০

নিয়মাবলী ঃ

১. রচনা অ৪ সাইজের কাগজের অপর পার্শ্ব খালি রেখে এক পার্শ্বে সুস্পষ্ট হস্তাক্ষরে বা কম্পিউটার কম্পোজকৃত হতে হবে।
২. রচনা বাংলা ভাষায় হতে হবে। উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদসহ মূল ভাষার ব্যবহার করতে হবে এবং বিস্তারিত তথ্যসূত্র উল্লেখ করতে হবে।
৩. পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনার স্বত্ব সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ডের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। প্রয়োজনে বোর্ড তা মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করবে।
৪. প্রতিযোগী শিক্ষার্থী হলে পরিচয়পত্রের ফটোকপি অথবা প্রতিষ্ঠান/বিভাগীয় প্রধানের প্রত্যয়নপত্র সংযুক্ত করতে হবে।
৫. রচনার সাথে ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গিন ছবি এবং সংক্ষিপ্ত বায়োডাটা (নাম, পিতার নাম, মাতার নাম, জন্ম তারিখ, শিক্ষাগত যোগ্যতা, স্থায়ী ও বর্তমান/যোগাযোগের ঠিকানা, তারিখসহ স্বাক্ষর) প্রদান করতে হবে।
৬. রচনার সাথে এই মর্মে অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে যে, "এই রচনা লেখকের নিজস্ব। রচনাটি অন্য কোনও রচনার অবিকল নকল বা হুবহু অনুবাদ নয়।"
৭. একজন প্রতিযোগী একাধিক বিষয়ে অবতীর্ণ হতে পারবেন না।
৮. বিচারকমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত ও ফলাফলই চূড়ান্ত বিবেচিত হবে। দাখিলকৃত রচনা ও অন্যান্য ডকুমেন্ট অফেরতযোগ্য। রচনার ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়।
৯. রচনা আগামী ৩০ নভেম্বর ২০১০ ঈসায়ী তারিখের মধ্যে 'সেক্রেটারি জেনারেল, সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড, ৫৫/বি পুরানা পল্টন (11th Floor), জিপিও বক্স ৯৪০, ঢাকা-১০০০' বরাবর পৌঁছাতে হবে।

-সেক্রেটারি জেনারেল

ঈদুল আযহা : গুরুত্ব ও তাৎপর্য

*ড. মুহাম্মাদ আজিবার রহমান**

আদি পিতা আদম (আঃ)-এর দুই পুত্র কাবীল ও হাবীলের দেওয়া কুরবানী থেকেই কুরবানীর ইতিহাসের গোড়াপত্তন হয়েছে। তারপর থেকে বিগত সকল উম্মতের উপর এটা জারী ছিল। আমাদের উপর যে কুরবানীর নিয়ম নির্ধারিত হয়েছে, তা মূলতঃ ইবরাহীম (আঃ) কর্তৃক শিশু পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র রাহে কুরবানী দেওয়ার অনুসরণে 'সুন্নাতে ইবরাহীমী' হিসাবে চালু হয়েছে।[১] মক্কা নগরীর জনমানবহীন 'মিনা' প্রান্তরে আল্লাহ্‌র দুই আত্মনিবেদিত বান্দা ইবরাহীম ও ইসমাঈল আল্লাহ্‌র কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মাধ্যমে তুলনাহীন ত্যাগের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, বর্ষপরম্পরায় তারই স্মৃতিচারণ হচ্ছে 'ঈদুল আযহা' বা কুরবানীর ঈদ। আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণের প্রকৃষ্ট নমুনা এই কুরবানীতে প্রতীয়মান।

পবিত্র কুরআনে কুরবানীর বদলে 'কুরবান' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। হাদীছেও 'কুরবানী' শব্দটি ব্যবহৃত না হয়ে এর পরিবর্তে 'উযহিয়াহ' ও 'যাহিয়া' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আর এজন্যই কুরবানীর ঈদকে 'ঈদুল আযহা' বলা হয়।[২] আরবী 'কুরবান' শব্দটি ফারসী বা উর্দূতে 'কুরবানী' রূপে পরিচিত হয়েছে, যার অর্থ 'নৈকট্য'। আর পারিভাষিক অর্থে 'কুরবানী' ঐ মাধ্যমকে বলা হয়, যার দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাছিল হয়।[৩] প্রচলিত অর্থে ঈদুল আযহার দিন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে শারঈ তরীকায় যে পশু যবহ করা হয়, তাকে 'কুরবানী' বলা হয়'। সকালে রক্তিম সূর্য উপরে ওঠার সময়ে 'কুরবানী' করা হয় বলে এই দিনটিকে 'ইয়াওমুল আযহা' বলা হয়ে থাকে।[৪] কুরবানী মুসলমানদের জন্য একটি ধর্মীয় ইবাদত। যিলহজ্জ মাসের ১০ থেকে ১২ তারিখের মধ্যে এই ইবাদত পালন করতে হয়। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা ঈদুল আযহার গুরুত্ব, তাৎপর্য ও শিক্ষার উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

গুরুত্ব :

ঈদুল আযহার গুরুত্ব অপরিসীম। কুরআন-হাদীছে এ ব্যাপারে যথেষ্ট তাকীদ দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّنْ شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ– 'আর কুরবানীর পশু সমূহকে আমরা তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছি। এর মধ্যে তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে' *(হজ্জ ৩৬)*। আল্লাহ আরও বলেন, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ– وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِيْنَ– 'আর আমরা তাঁর (ইসমাঈলের) পরিবর্তে যবহ করার জন্য দিলাম একটি মহান কুরবানী। আমরা এটিকে পরবর্তীদের মধ্যে রেখে দিলাম' *(ছাফফাত ১০৭-১০৮)*। আল্লাহ বলেন, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ 'তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর' *(কাওছার ২)*। কাফির-মুশরিকরা তাদের দেব-দেবী ও বিভিন্ন কবর ও বেদীতে পূজা দেয় এবং মূর্তির উদ্দেশ্যে কুরবানী করে থাকে। তার প্রতিবাদ স্বরূপ মুসলমানকে আল্লাহ্‌র জন্য ছালাত আদায়ের ও তাঁর উদ্দেশ্যে কুরবানী করার হুকুম দেওয়া হয়েছে।

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةً وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا 'সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়'।[৫] এটি ইসলামের একটি 'মহান নিদর্শন' যা 'সুন্নাতে ইবরাহীম' হিসাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে মদীনায় প্রতি বছর আদায় করেছেন এবং ছাহাবীগণও নিয়মিতভাবে কুরবানী করেছেন। অতঃপর অবিরত ধারায় মুসলিম উম্মাহ্‌র সামর্থ্যবানদের মধ্যে এটি চালু আছে। এটি কিতাব ও সুন্নাহ এবং ইজমায়ে উম্মত দ্বারা সুপ্রমাণিত।[৬]

তাৎপর্য :

ঈদুল আযহা ইবরাহীম (আঃ), বিবি হাজেরা ও ইসমাঈলের পরম ত্যাগের স্মৃতি বিজড়িত উৎসব। ইবরাহীম (আঃ)-কে আল-কুরআনে মুসলিম জাতির পিতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে *(হজ্জ ৭৮)*। এ পরিবারটি বিশ্ব মুসলিমের জন্য ত্যাগের মহত্তম আদর্শ। তাই ঈদুল আযহার দিন সমগ্র মুসলিম জাতি ইবরাহীমী সুন্নাত পালনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের প্রাণপণ চেষ্টা করে। কুরবানীর স্মৃতিবাহী যিলহজ্জ মাসে হজ্জ উপলক্ষে সমগ্র পৃথিবী থেকে লাখ লাখ মুসলমান সমবেত হয় ইবরাহীম (আঃ)-এর স্মৃতি বিজড়িত মক্কা-মদীনায়। তাঁরা ইবরাহীমী আদর্শে আদর্শবান হওয়ার জন্য জীবনের সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করেন। হজ্জ মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের এক অনন্য উদাহরণ। যা প্রতি বছরই আমাদেরকে তাওহীদী প্রেরণায় উজ্জীবিত করে। আমরা নিবিড়ভাবে অনুভব করি বিশ্ব

* *প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী ক্যাম্পাস।*

১. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা (রাজশাহী : হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৫ম সংস্করণ, ২০০৯), পৃঃ ৮-৯।*

২. *আইনুল বারী আলিয়াবী, কুরবানী ও আইনী বিবরণী (কলকাতা : স্বাদেশী লেজার প্রিন্টিং, ১৯৯৪), পৃঃ ১১-১২।*

৩. *মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, পৃঃ ৪।*

৪. *ঐ, পৃঃ ৪।*

৫. *ইবনু মাজাহ, আলবানী-ছহীহ ইবনু মাজাহ, হা/২৫৩২।*

৬. *মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, পৃঃ ৫।*

মুসলিম ভ্রাতৃত্ব। ঈদের উৎসব একটি সামাজিক উৎসব, সমষ্টিগতভাবে আনন্দের অধিকারগত উৎসব। ঈদুল আযহা উৎসবের একটি অঙ্গ হচ্ছে কুরবানী। কুরবানী হ'ল চিত্তশুদ্ধির এবং পবিত্রতার মাধ্যম। এটি সামাজিক রীতি হ'লেও আল্লাহ্‌র জন্যই এ রীতি প্রবর্তিত হয়েছে। তিনিই একমাত্র বিধাতা প্রতিমুহূর্তেই যার করুণা লাভের জন্য মানুষ প্রত্যাশী। আমাদের বিত্ত, সংসার এবং সমাজ তাঁর উদ্দেশ্যেই নিবেদিত এবং কুরবানী হচ্ছে সেই নিবেদনের একটি প্রতীক।

মানুষ কুরবানীর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে ধন্য হ'তে চায়। আল্লাহ্‌র জন্য মানুষ তার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস ত্যাগ করতে রাযী আছে কি-না সেটাই পরীক্ষার বিষয়। কুরবানী আমাদেরকে সেই পরীক্ষার কথাই বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়। ইবরাহীম (আঃ)-এর কাছে আল্লাহ্‌র পরীক্ষাও ছিল তাই। আমাদেরকে এখন আর পুত্র কুরবানী দেওয়ার মত কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হ'তে হয় না। একটি 'মুসিন্নাহ'[৭] হালাল পশু কুরবানী করেই আমরা সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারি।

কুরবানীর ঈদ প্রসঙ্গে স্বভাবতই একটি প্রশ্ন এসে যায়। আমরা কি শুধু কুরবানীর সময়েই গরীব-দুঃখী মানুষ আহার করানোর কথা ভাবব? আর বছরের বাকি দিনগুলো কি তাদেরকে ভুলে থাকব? না, অবশ্যই না। কুরবানী একটি প্রতীকী ব্যাপার। আল্লাহ্‌র জন্য আত্মত্যাগের একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। সারা বছরই আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের প্রত্যাশায় নিজ সম্পদ অন্য মানুষের কল্যাণে ত্যাগ করতে হবে। এই ত্যাগের মনোভাব যদি গড়ে ওঠে। তবে বুঝতে হবে, কুরবানীর ঈদ স্বার্থক হয়েছে, কুরবানী স্বার্থক হয়েছে। নইলে এটি নামমাত্র একটি ভোগবাদী অনুষ্ঠানই থেকে যাবে চিরকাল। আল-কুরআনে আল্লাহ বারবার ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের উপার্জিত হালাল মালের কিছু অংশ এবং আমি যা তোমাদের জন্য যমীন হ'তে বের করেছি তার অংশ ব্যয় কর' *(বাক্বারাহ ২৬৭)*। আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ মানবতার সেবায় ব্যয় করতে হবে। দরিদ্র মানুষের সহযোগিতায় সরকারের পাশাপাশি সকল বিত্তশালী লোককে এগিয়ে আসতে হবে। সারা বছর, সারা জীবন সাধ্যমত আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের কথা বিবেচনা করে মানুষকে সাহায্য করতে হবে। চিত্ত আর বিত্তের মিল ঘটানোর জন্যই আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বারবার মানুষকে আহ্বান করেছেন।

ঈদুল আযহার লক্ষ্য হচ্ছে সকলের সাথে সদ্ভাব, আন্তরিকতা এবং বিনয়-নম্র আচরণ করা। মুসলমানদের জীবনে এই সুযোগ সৃষ্টি হয় বছরে মাত্র দু'বার। ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা একই কাতারে দাঁড়িয়ে পায়ে পা এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দুই রাক'আত ছালাত আদায়ের মাধ্যমে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ভুলে যায়। পরস্পরে কুশল বিনিময় করে আনন্দ ভাগাভাগি করে নেয়, জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যময় এবং আন্তরিক মহানুভবতায় পরিপূর্ণ করে। মূলতঃ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে দৈন্য, হতাশা তা দূরীকরণের জন্য ঈদুল আযহার সৃষ্টি হয়েছে। যারা অসুখী এবং দরিদ্র তাদের জীবনে সুখের প্রলেপ দেওয়া এবং দারিদ্র্যের কষাঘাত দূর করা সামর্থ্যবান মুসলমানদের কর্তব্য।

মানবপুত্রের কোন সৎ কর্মই আল্লাহ্‌র কাছে কুরবানীর দিনে রক্ত প্রবাহিত করার চাইতে অধিকতর প্রিয় নয়। ক্বিয়ামতের দিনে কুরবানীর পশুর শিং, লোম আর ক্ষুর সমূহ নিয়ে হাজির করা হবে। কুরবানীর রক্ত মাটি স্পর্শ করার পূর্বেই আল্লাহ্‌র কাছে তার ছওয়াব গ্রাহ্য হয়ে যায়।[৮] আল্লাহ্‌র কাছে কুরবানীর ছওয়াব গ্রাহ্য হওয়ার তাৎপর্য কি? যে অকুণ্ঠ ঈমান আর ত্যাগের মহিমায় উদ্দীপ্ত হয়ে ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ) স্বীয় প্রাণাধিক পুত্রের স্কন্ধে ছুরি উত্তোলিত করেছিলেন, কুরবানীর পশুর গলায় ছুরি দেওয়ার সময়ে ইবরাহীমের মানস সন্তানদের হৃদয়তন্ত্রী সেই ঈমান ও ত্যাগের সুরে যদি অনুরণিত না হয়ে উঠে, তাদের দেহ আর মনের পরতে পরতে আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণের আকুল আগ্রহ যদি উদ্বেলিত না হয়, তাহ'লে তাদের এই কুরবানীর উৎসব গোশতখুরীর পর্বেই পর্যবসিত হবে।[৯] আল্লাহ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কুরবানীদাতাদের সাবধান করে দিয়েছেন, 'কুরবানীর পশুর রক্ত, গোশত কোন কিছুই আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে না, পৌঁছে কেবল তোমাদের তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি' *(হজ্জ ৩৭)*। অর্থাৎ কুরবানীদাতা যেন আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত হয়ে তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই কুরবানী করে। পরিশেষে বলতে চাই, আল্লাহ্‌র রাহে জীবন উৎসর্গ করার জাযবা সৃষ্টি করা, ইবরাহীমের পুত্র কুরবানীর ন্যায় ত্যাগ-পূত আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে স্মরণ করা ও তাঁর বড়ত্ব প্রকাশ করাই কুরবানী প্রকৃত তাৎপর্য।

শিক্ষা :

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায় বলতে হয়, 'তোরা ভোগের পাত্র ফেলরে ছুঁড়ে, ত্যাগের তরে হৃদয় বাঁধ'। মানুষ আল্লাহ্‌র জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করবে, এই শিক্ষাই ইবরাহীম (আঃ) আমাদের জন্য রেখে গেছেন। মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) আমাদের জন্য ঐ ত্যাগের আনুষ্ঠানিক অনুসরণকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। আর ঈদুল আযহার মূল আহ্বান হ'ল সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র প্রতি

৭. *দুধের দাঁত ভেঙ্গে যে পশুর আসল দাঁত উঠেছে, তাকেই 'মুসিন্নাহ' বলা হয়।*

৮. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত-আলবানী, হা/১৪৭০।*

৯. *আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী, ঈদে কুরবান (ঢাকা : আল-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউজ, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৯৫), পৃঃ ২৮।*

একনিষ্ঠ আনুগত্য প্রকাশ করা। সকল দিক হ'তে মুখ ফিরিয়ে এক আল্লাহ্র দিকে রুজু হওয়া। সম্পদের মোহ, ভোগ-বিলাসের আকর্ষণ, সন্তানের স্নেহ, স্ত্রীর মুহাব্বত সবকিছুর ঊর্ধ্বে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি প্রতি আত্মসমর্পণ করে দেওয়াই হ'ল ঈদুল আযহার মূল শিক্ষা। স্বামী, স্ত্রী ও শিশুপুত্রের গভীর আত্মবিশ্বাস, অতলান্তিক ঈমানী প্রেরণা, আল্লাহ্র প্রতি নিশ্চিন্ত নির্ভরতা ও অবশেষে আল্লাহকে খুশী করার জন্য তাঁর হুকুম মোতাবেক জীবনের সর্বাধিক প্রিয় একমাত্র সন্তানকে নিজ হাতে যবহ করার কঠিনতম পরীক্ষায় উত্তরণ-এসবই ছিল আল্লাহ্র প্রতি অটুট আনুগত্য, গভীর আল্লাহভীতি এবং নিজের তাওহীদ ও তাকওয়ার সর্বোচ্চ পরাকাষ্ঠা। ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্র হুকুমে পুত্র কুরবানী করেছিলেন। মূলতঃ তিনি এর দ্বারা পুত্রের মুহাব্বতকে কুরবানী করেছিলেন। আল্লাহ্র ভালোবাসার চাইতে যে পুত্রের ভালোবাসা বড় নয়, এটিই প্রমাণিত হয়েছে তাঁর আচরণে। আল্লাহ এটাই চেয়েছিলেন। আর এটাই হ'ল প্রকৃত তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি। ইবরাহীম (আঃ) তাঁর প্রিয়পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-কে কুরবানী করে এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, যাতে অনাগত ভবিষ্যতের অগণিত মানুষ আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণের বাস্তব শিক্ষা লাভ করতে পারে। প্রতি বছর যিলহজ্জ মাসে মুসলিম জাতি পশু কুরবানীর মাধ্যমে ইবরাহীম (আঃ)-এর স্মৃতি স্মরণ করে এবং পশু কুরবানীর সাথে সাথে নিজেদের পশুবৃত্তিকে কুরবানী দিয়ে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে। ইসমাঈল নবীন বয়সেই বিশ্ববাসীকে আত্মসমর্পণের এক বাস্তব ও জ্বলন্ত শিক্ষা প্রদান করেন। মূলতঃ আল্লাহ্র রাহে নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়ার নামই হ'ল আত্মসমর্পণ। পিতা-পুত্র আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণের যে অনুপম আদর্শ স্থাপন করে গেছেন, তা যেমন অতুলনীয়, তেমনি চির অনুকরণীয়। আজকে ইবরাহীমী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পশু কুরবানীর সাথে সাথে আমাদের দৃপ্ত শপথ নিতে হবে যে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জান, মালসহ যেকোন ত্যাগ স্বীকার করতে আমরা প্রস্তুত আছি। আর এটিই হ'ল কুরবানীর শিক্ষা। এই স্বর্ণোজ্জ্বল আদর্শ যুগে যুগে বিশ্ববাসীকে বারবার এই পরম সত্যটিকেই হৃদয়ঙ্গম করাতে চেয়েছে যে, আল্লাহই একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক, তাঁর ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনই প্রকৃত মুমিনের কাজ এবং তাতেই নিহিত রয়েছে অশেষ কল্যাণ ও প্রকৃত সফলতা। ইবরাহীম (আঃ) সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করেছিলেন, হয়েছিলেন স্বয়ং আল্লাহ ঘোষিত মানবজাতির ইমাম। তিনি মানবজাতির আদর্শ। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা যারা আল্লাহ ও পরকালের ভয় কর তাদের জন্যে ইবরাহীম ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ' *(মুমতাহিনা ৪-৬)*।

আদম (আঃ)-এর সময় থেকেই চলে আসা কুরবানীর প্রথা পরবর্তীকালের সকল নবী-রাসূল, তাঁদের উম্মত আল্লাহ্র নামে, কেবল তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী করে গেছেন। এ কুরবানী কেবল পশু কুরবানী নয়। নিজের পশুত্ব, নিজের ক্ষুদ্রতা, নীচতা, স্বার্থপরতা, হীনতা, দীনতা, আমিত্ব ও অহংকার ত্যাগের কুরবানী। নিজের ছালাত, কুরবানী, জীবন-মরণ ও বিষয়-আশয় সব কিছুই কেবল আল্লাহ্র নামে, শুধু তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য চূড়ান্তভাবে নিয়োগ ও ত্যাগের মানস এবং বাস্তবে সেসব আমল করাই হচ্ছে প্রকৃত কুরবানী। এই কুরবানীর পশু যবেহ থেকে শুরু করে নিজের পশুত্ব যবেহ বা বিসর্জন এবং জিহাদ-কিতালের মাধ্যমে আল্লাহ্র রাস্তায় শাহাদতবরণ পর্যন্ত সম্প্রসারিত। এই কুরবানী মানুষের তামান্না, নিয়ত, প্রস্তুতি, গভীরতম প্রতিশ্রুতি থেকে আরম্ভ করে তার চূড়ান্ত বাস্তবায়ন পর্যন্ত সম্প্রসারিত। ঈদুল আযহার সময়, হজ্জ পালনকালে মুসলিমের পশু কুরবানী উপরোক্ত সমগ্র জীবন ও সম্পদের কুরবানীর তাওহীদী নির্দেশের অঙ্গীভূত এবং তা একই সঙ্গে আল-কুরআনে আল্লাহ কর্তৃক ঘোষিত মানব জাতির ইমাম ইবরাহীম (আঃ)-এর পুত্র কুরবানীর চরম পরীক্ষা প্রদান ও আদর্শ চেতনার প্রতীকী রূপ।

মুসলিম পরিবারের প্রতিটি মানুষেরই একমাত্র আদর্শ হবে আল্লাহ্র হুকুমের কাছে মাথা নত না করা। বরং আল্লাহ্র হুকুমের কাছে আত্মসমর্পণ করাই হবে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহীম (আঃ) এ শিক্ষাই দিয়ে গেছেন তাঁর সন্তানদের। জনৈক উর্দূ কবি বলেন, 'যদি আমাদের মাঝে ফের ইবরাহীমের ঈমান পয়দা হয়, তাহ'লে অগ্নির মাঝে ফের ফুলবাগানের নমুনা সৃষ্টি হ'তে পারে'। সুতরাং ইবরাহীমী ঈমান ও ইসমাঈলী আত্মত্যাগের উত্থান যদি আবার জাগ্রত হয়, তবে আধুনিক জাহেলিয়াতের গাঢ় তমিশ্রা ভেদ করে পুনরায় মানবতার বিজয় নিশান উড্ডীন হবে। সমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরে আসবে। তাই কুরবানীর পশুর গলায় ছুরি দেওয়ার পূর্বে নিজেদের মধ্যে লুক্কায়িত পশুত্বের গলায় ছুরি দিতে হবে। মহান আল্লাহ্র দরবারে আত্মসমর্পণকারী ও আত্মত্যাগী হ'তে হবে। তাকওয়া ও আল্লাহভীতি অর্জনের মাধ্যমে প্রকৃত মুমিন বা মুত্তাকী হ'তে হবে। আমাদের ছালাত, কুরবানী, জীবন-মরণ সবকিছু আল্লাহ্র জন্যই উৎসর্গ হৌক, ঈদুল আযহায় বিধাতার নিকট এই থাকুক প্রার্থনা। সবশেষে কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর 'কুরবানী' কবিতার কয়েকটি চরণ উল্লেখ করে প্রবন্ধের ইতি টানছি।

ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন
ঐ খুনের খুঁটিতে কল্যাণকেতু লক্ষ্য ঐ তোরণ
আজি আল্লাহ্র নামে জান কোরবানে
ঈদের পূত বোধন।
ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন॥

সত্য ও মিথ্যার মিশ্রণ

*রফীক আহমাদ**

সত্য অর্থ খাঁটি, সঠিক, নির্ভুল, বাস্তব, যথার্থ, প্রকৃত, আসল ইত্যাদি। অপরদিকে মিথ্যা অর্থ অসত্য, ভুল, অবাস্তব, অযথার্থ, অমুলক, কল্পিত, নিষ্ফল, অনর্থক ইত্যাদি। অর্থাৎ সত্যের বিপরীত রূপ হ'ল মিথ্যা। সুতরাং সত্য ও মিথ্যার কাজ সম্পূর্ণ ভিন্ন বা পৃথক এবং এ দু'টি বিপরীতধর্মী বিষয়। আবার এ দু'টির সংমিশ্রণ বা সংযোজন বিশুদ্ধ কোন কিছুর উদ্ভব করতে সক্ষম নয়। তাই ইসলামে সত্য ও মিথ্যার সংমিশ্রণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

এ নশ্বর জগতে জীবন যাপনে সত্য-মিথ্যার ন্যায় আরও বহু বিপরীতধর্মী বিষয় বিদ্যমান, তন্মধ্যে কয়েকটি হ'ল, ধর্ম-অধর্ম, ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ, ন্যায়-অন্যায়, সুবিচার-অবিচার, কল্যাণ-অকল্যাণ, শান্তি-অশান্তি, জন্ম-মৃত্যু, আকাশ-পাতাল, হাসি-কান্না, আলো-অন্ধকার, উত্তম-অধম, সম্ভব-অসম্ভব, উত্তীর্ণ-অনুত্তীর্ণ, কৃতকার্য-অকৃতকার্য ইত্যাদি। তবে মানব জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য এবং আধ্যাত্মিক বিজয় অর্জনের প্রক্রিয়ায় সত্য ও মিথ্যার ভূমিকা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সর্বোপরি ধর্মীয় জীবন-যাপনে সত্যের কোন বিকল্প নেই। তবুও অলৌকিক উপায়েই সত্যের বিপরীতে মিথ্যা জন্ম লাভ করেছে। মহাজ্ঞানী মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানব প্রতিনিধিকে সত্য ও মিথ্যা নির্ণয় করার জ্ঞান-বুদ্ধির পক্ষে বিপক্ষে অসংখ্য বাণী অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ هَـٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَـٰهٍ إِلاَّ اللهُ وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ– 'নিঃসন্দেহে এটাই হ'ল সত্য ভাষণ। এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ, তিনিই হ'লেন পরাক্রমশালী মহাপ্রাজ্ঞ' *(আলে ইমরান ৬২)*।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ– 'এটাই প্রমাণ যে, আল্লাহই সত্য এবং আল্লাহ ব্যতীত তারা যাদের পূজা করে সব মিথ্যা। আল্লাহ সর্বোচ্চ মহান' *(লোক্বমান ৩০)*।

একই ভাবার্থে পুনরায় আল্লাহ প্রত্যাদেশ করেন,

ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ–

'আল্লাহই সত্য, আর তাঁর পরিবর্তে তারা যাকে ডাকে, তা অসত্য এবং আল্লাহই সবার উচ্চে, মহান' *(হজ্জ ৬২)*।

আলোচ্য বিষয়ের প্রমাণে ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে মহান আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْ جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ–

'যারা সত্য নিয়ে আগমন করেছে এবং সত্যকে সত্য মেনে নিয়েছে তারাই তো আল্লাহভীরু' *(যুমার ৩৩)*।

সত্যের অনুকূলে মহান আল্লাহ আরও বলেন,

وَيُحِقُّ اللهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ–

'আল্লাহ সত্যকে সত্যে পরিণত করেন স্বীয় নির্দেশে, যদিও পাপীদের তা মনঃপূত নয়' *(ইউনুস ৮২)*।

নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী ও বহির্ভূত দৃশ্য অদৃশ্য সবার উপরে আল্লাহ সত্য, তাঁর উপরে কেউ নেই। এই মহা সত্যের আলোচনায় উপরের আয়াতগুলো উপস্থাপিত হ'ল। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, সত্যের মূলে কুঠারাঘাত করার জন্যই মিথ্যার উদ্ভব হয়েছে এবং মিথ্যার কর্ণধার হিসাবে শয়তানের আবেদন নিবেদন অনুমোদিত হয়েছে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে। শয়তানের এই আবেদন ছিল, মূলতঃ কৃত্রিমভাবে অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন হয়ে মানব জাতিকে সত্যের পথে বাধাগ্রস্ত করা, যা মানব জাতির অজ্ঞাত নয়। বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যতের মালিক মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ তা'আলা উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করার মহাব্যবস্থাকল্পেই তাঁর প্রতি অবিচল থাকার জন্য বিভিন্নভাবে নির্দেশ প্রদান করেন।

এক ও অদ্বিতীয় মহাপবিত্র সত্তা আল্লাহকে অকৃত্রিমভাবে সর্বান্তকরণে সত্যরূপে গ্রহণ করা, পক্ষান্তরে এই সুন্দরতম ধারণাকে শয়তানের প্ররোচনায় সন্দেহ বা মিথ্যায় রূপান্তরিত করার চক্রান্ত হ'তে মুক্তির প্রয়াসেই সত্য-মিথ্যা অভিযানের অবতারণা।

সত্যের মধ্যে মিথ্যার অনুপ্রবেশ, বিশেষ করে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে মিথ্যা চিন্তা বা মিথ্যা রচনার কথা একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির পক্ষে কল্পনা করাও সম্পূর্ণ অসম্ভব। অথচ শয়তান এরূপ গর্হিত ও অবিশ্বাস্য কাজেও সুযোগমত কোন কোন বান্দার মধ্যে ইন্ধন যুগিয়ে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّـهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ–

'যে আল্লাহ্‌র প্রতি অপবাদ (মিথ্যা) আরোপ করে অথবা তাঁর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে, তার চাইতে বড়

* *শিক্ষক (অবঃ), বিরামপুর, দিনাজপুর।*

www.at-tahreek.com

যালেম কে? নিশ্চয়ই যালেমরা সফলকাম হবে না' *(আন'আম ২১)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ-

'অতঃপর আল্লাহ্র প্রতি যারা মিথ্যা আরোপ করেছে, তারাই যালেম, সীমালংঘনকারী' *(আলে ইমরান ৯৪)*।

তিনি আরো বলেন,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِيْنَ- وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ-

'যে আল্লাহ্র সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে অথবা তার কাছে সত্য আসার পর তাকে অস্বীকার করে, তার কি স্মরণ করা উচিত নয় যে, জাহান্নামই সে সব কাফেরের আশ্রয়স্থল হবে। যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎ কর্মপরায়ণদের সাথে আছেন' *(আনকাবূত ৬৮-৬৯)*।

সত্যকে নিয়ে প্রতারণার প্রেক্ষাপটে, মিথ্যাবাদীদের উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِيْنَ- أَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُوْنَا سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ-

'আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নিবেন মিথ্যুকদেরকে। যারা মন্দ কাজ করে, তারা কি মনে করে যে, তারা আমার হাত থেকে বেঁচে যাবে? তাদের ফায়ছালা খুবই মন্দ' *(আনকাবূত ৩-৪)*।

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য প্রয়োজন অনুপাতে জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক-বিবেচনা দান করেছেন। এই জ্ঞানের দ্বারা যারা আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করেছে, তারা অবশ্যই আল্লাহ্র আশ্রয় লাভ করেছে। শয়তান শত চেষ্টা দ্বারাও এদের কোন ক্ষতি করতে পারে না, এটা প্রমাণিত। পক্ষান্তরে যারা এই জ্ঞানের দ্বারা অনধিকার চর্চায় মত্ত হয়েছে, শয়তান সেখানেই একটা সুন্দর আশ্রয় ও সুযোগ লাভ করেছে। অতঃপর চিত্তাকর্ষক ও লোভনীয় বস্তু সামগ্রী দ্বারা তাদের হৃদয় জয় করে, আল্লাহ্র পথে অগ্রসর হওয়া স্তব্ধ করে দেয়। মানব জীবনে সমস্ত পাপকর্মের জন্মদাতা শয়তান কোন ব্যক্তিকে বিভিন্ন পাপে আচ্ছাদিত করেও পুরোপুরি স্বস্তি পায় না, যতক্ষণ না তাকে আল্লাহ্র চরম অসন্তুষ্টির পাপ শিরকে লিপ্ত করতে পারে। কারণ শিরকে লিপ্ত হওয়ার অর্থই আল্লাহদ্রোহীতায় লিপ্ত হওয়া। এক পর্যায়ে এরা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রটনাও করে এবং আল্লাহ্র নিদর্শনকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। মহাজ্ঞানী আল্লাহ এদেরকে সীমালংঘনকারী ও শ্রেষ্ঠ যালেম বলে ঘোষণা দিয়ে উপরোক্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেছেন।

উক্ত কাফের, যালেম ও অপবাদকারীদেরকে সংশোধন করার সুযোগ হিসাবে যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের আগমন ঘটেছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই আল্লাহ ও নবী-রাসূল উভয়কেই প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহদ্রোহীই থেকে যায়। এদের সম্পর্কে সর্বজ্ঞানী আল্লাহ তাঁর মহাসত্য কিতাবে প্রত্যাদেশ করেন যে,

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَّسُوْلُهَا كَذَّبُوْهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضاً وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيْثَ فَبُعْداً لِّقَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُوْنَ-

'এরপর আমি একাদিক্রমে রাসূল প্রেরণ করেছি। যখনই কোন উম্মতের কাছে তাঁর রাসূল আগমন করেছেন, তখনই তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছে। অতঃপর আমি তাদের একের পর এক ধ্বংস করেছি এবং তাদেরকে কাহিনীর বিষয়ে পরিণত করেছি। সুতরাং ধ্বংস হোক অবিশ্বাসীরা' *(মুমিনূন ৪৪)*।

একই মর্মার্থে অন্যত্র মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীব (ছাঃ)-কে বলেন,

قُلْ أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِيْنُ-

'বলুন, আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী এবং তোমাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী। তোমরা যদি তাঁর আনুগত্য কর, তবে সৎপথ পাবে। রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টরূপে পৌঁছে দেয়া' *(নূর ৫৪)*।

অতঃপর মিথ্যাবাদী বান্দাদের সম্বোধন করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِيْ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ- وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللهِ

www.at-tahreek.com

وُجُوْهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ-

'হ্যাঁ, তোমার কাছে আমার নির্দেশ এসেছিল। অতঃপর তুমি তাকে মিথ্যা বলেছিলে, অহংকার করেছিলে এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলে। যারা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, ক্বিয়ামতের দিন আপনি তাদের মুখ কালো দেখবেন। অহংকারীদের আবাসস্থল জাহান্নাম নয় কি?' *(যুমার ৫৯-৬০)*।

একই বিষয়ে পুনরায় বর্ণিত হয়েছে,

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيْزٌ- لاَ يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ- مَا يُقَالُ لَكَ إِلاَّ مَا قَدْ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ وَذُوْ عِقَابٍ أَلِيْمٍ-

'নিশ্চয়ই যারা কুরআন আসার পর তা অস্বীকার করে, তাদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনার অভাব রয়েছে। এটা অবশ্যই এক সম্মানিত গ্রন্থ। এতে মিথ্যার প্রভাব নেই, সামনের দিক থেকেও নেই এবং পিছন দিক থেকেও নেই। এটা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। আপনাকে তো তাই বলা হয়, যা বলা হ'ত পূর্ববর্তী রাসূলগণকে। নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তার কাছে রয়েছে ক্ষমা এবং রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি' *(হা-মীম-সাজদাহ ৪১-৪৩)*।

মিথ্যাবাদীদের উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ আরও বলেন,

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُوْنَ-

'যারা আমার নিদর্শনাবলীকে (আয়াত সমূহকে) মিথ্যা বলে, তাদেরকে তাদের নাফারমানীর কারণে আযাব স্পর্শ করবে' *(আন'আম ৪৯)*।

মানব সৃষ্টির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে অনায়াসেই দৃষ্টিগোচর হবে যে, সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্ব নিয়েই মানুষ প্রথম হ'তেই দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। অতঃপর জন্ম-মৃত্যুর ন্যায় প্রতিটি মানুষের মধ্যে সত্য ও মিথ্যার জন্ম-মৃত্যু ঘটছে আবহমানকাল ধরে। জন্ম-মৃত্যু মহাক্ষমতার মালিক আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত সত্য। মিথ্যা কখনও এই মহাসত্যের অবমাননা করতে পারবে না। তবে সন্দেহের ধূম্রজাল এঁকে আচ্ছন্ন করে রাখার ব্যাপক কৌশল অবলম্বন করতে পারে মাত্র। যেমন মিথ্যাবাদীদের ধারণা, মৃত্যুর পর তাদের কোন অস্তিত্ব থাকবে না বা পুনরুত্থিত হবে না এবং ক্বিয়ামতও হবে না। এ ধারণার বশবর্তী হয়েই মিথ্যাবাদীরা আল্লাহ ও রাসূলদের অবিশ্বাস ও অস্বীকার করেছে। কিন্তু মিথ্যাবাদীরা যদি তাদের গোড়ার ইতিহাসে ফিরে তাকায় তবে মৃত্যুর পরের চাইতেও তা কঠিন দেখবে। অর্থাৎ মৃত্যুর পরেও কিছু উপাদান থাকে, কিন্তু জন্মের পূর্বে তার কিছুই থাকে না, সামান্য ঘৃণিত পদার্থের সূত্র ধরে কত সুন্দর মানুষের আবির্ভাব হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর অসীম সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞানের দ্বারা মানব সৃষ্টি করেন, অতঃপর তুচ্ছ মানবের কাছেই অস্বীকৃতি ও অবিশ্বাসের প্রত্যুত্তর লাভ করেন। মহা ধৈর্যশীল আল্লাহ তা'আলা সীমালংঘনকারী এই সব সম্প্রদায়কে কখনও রেহাই দিবেন না। এদের কাউকে ইহজগতেই পাকড়াও করেছেন এবং পরজগতেও পাকড়াও করবেন। আর কিছু সংখ্যককে ইহজগতে সুখভোগের সুযোগ দিয়েছেন, কিন্তু মৃত্যুর মুহূর্ত হ'তেই সাংঘাতিকভাবে পাকড়াও করবেন, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

পৃথিবীর শেষ অধ্যায়ে মানব জাতির নৈতিক পরিবর্তনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখার জন্যই পবিত্র কুরআনের ধারক ও বাহক মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আবির্ভাব হয়েছিল। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে ভরপুর মানব সমাজের অনেকেই তাঁকে মিথ্যাবাদী হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। তাদের ভ্রম সংশোধনের জন্যে আল্লাহ তা'আলা পুনঃপুনঃ প্রত্যাদেশ বাণী প্রেরণ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ- وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ إِنْ يَتَّبِعُوْنَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُوْنَ-

'আপনার প্রতিপালকের বাক্য পূর্ণ সত্য ও সুষম। তাঁর বাক্যের কোন পরিবর্তনকারী নেই। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। আর যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে নেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিপথগামী করে দিবে। তারা শুধু অলীক কল্পনার অনুসরণ করে এবং সম্পূর্ণ অনুমান ভিত্তিক কথাবার্তা বলে থাকে' *(আন'আম ১১৫-১১৬)*।

রাসূল (ছাঃ)-এর সম্পর্কে বাণী হ'ল,

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَكَاذِبُوْنَ-

'মুনাফিকরা আপনার কাছে এসে বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ জানেন যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহ্র রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী' *(মুনাফিকূন ১)*।

সূরা ইউনুস-এর ১০৮ নং আয়াতে সর্বজ্ঞ আল্লাহ তাঁর প্রিয়

হাবীব (ছাঃ)-কে প্রত্যাদেশ করেন,

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ-

'বলুন, হে মানবকূল! সত্য তোমাদের কাছে পৌঁছে গেছে তোমাদের পরওয়ারদেগারের তরফ থেকে। এখন যে কেউ পথে আসে সে পথপ্রাপ্ত হয় স্বীয় মঙ্গলের জন্য। আর যে বিভ্রান্ত ঘুরতে থাকে, সে স্বীয় অমঙ্গলের জন্য বিভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরতে থাকবে। অনন্তর আমি তোমাদের উপর অধিকারী নই' *(ইউনুস ১০৮)*।

একইভাবে অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ-

'হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক' *(তওবাহ ১১৯)*। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَنَذِيْراً-

'আমি সত্যসহ এ কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং সত্যসহ এটা অবতীর্ণ হয়েছে। আমি তো আপনাকে শুধু সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শক করেই প্রেরণ করেছি' *(বনী ইসরাঈল ১০৫)*।

মানুষ হ'ল প্রেমময় আল্লাহ্‌র ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ শ্রেষ্ঠ জ্ঞান সম্পন্ন প্রাণী। তাই মানুষ বার বার ভুল করলে বা অন্যায় করলেও আল্লাহ তাকে সংশোধন করতে চান, ভাল করতে চান। এজন্যে উত্তম ব্যবহারের প্রতীক হিসাবে মহানবী (ছাঃ)-কে নবুওয়াত দিয়ে তাদের কাছে প্রেরণ করেন। মহানবী (ছাঃ) তাঁর অসাধারণ মানবত্ব দ্বারা আল্লাহ্‌র অমীয় বাণী নিয়ে লোকদের মাঝে আল্লাহ্‌র প্রেমের বাণী, হেদায়াতের বাণী, ভীতির বাণীসহ পবিত্র সত্যময় ইসলামের বাণী প্রচার করতে থাকেন। উপরের আয়াতগুলোতে আল্লাহ্‌র প্রসংশিত বাণী সম্বলিত পবিত্র কুরআনের সত্যতা এবং মহানবী (ছাঃ)-এর সত্যতার কথাও পুনঃ পুনঃ ঘোষিত হয়েছে। মিথ্যাকে দুর্বল হ'তে দুর্বলতর করে সত্যের জয়ধ্বনিকে মহাউন্নত করাই এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

এখানে সত্য ও অসত্যের প্রতিযোগিতায় সত্যের জয়যাত্রা তুলে ধরা হয়েছে এবং আল্লাহ ঘোষিত যে কোন বাক্যকে সকল সত্যের উর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌র বাণী অমর ও অপরিবর্তনীয় এবং তাঁর প্রিয় রাসূলের রাণীও তদ্রূপ বলে স্বীকৃত হয়েছে। মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় রাসূলকে পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের মিথ্যা বাণী মেনে নিতে নিষেধ করেছেন। এতদ্ব্যতীত প্রতারক ও মিথ্যুক মুনাফেকদের মিথ্যাচারিতার কথাও অদৃশ্যের জ্ঞাতা আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর বিশ্ববাসীর প্রতি সত্যের আহ্বান জানাবার জন্য বিশ্বনবীর উপর পুনঃ পুনঃ প্রত্যাদেশ আসতে থাকে। এক পর্যায়ে সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রতি ভীতি সঞ্চারের উদ্দেশ্যে মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলা প্রত্যাদেশ করেন,

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ لَهُمْ قُلُوْبٌ لاَّ يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُوْنَ بِهَا أُوْلَـئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ-

'আর আমি সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য বহু জিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে, কিন্তু তার দ্বারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না, তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হ'ল গাফেল, শৈথিল্যপরায়ণ' *(আ'রাফ ১৭৯)*।

একই বিষয় অন্য জায়গায় আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ-

'আমার এ উক্তি অবধারিত সত্য যে, আমি জিন ও মানব সকলকে দিয়ে অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করব' *(সিজদাহ ১৩)*।

মানব সম্প্রদায়ের উপর ভীতি প্রদর্শন মূলক সর্বশেষ বাণী দ্বারা মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহাক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে মানব ও জিন জাতিকে সত্যের অবমাননার জন্য জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সংবাদ পরিবেশন করেন। উপরের আয়াত দু'টির প্রথমটিতে অভিযোগের সুরে বলেন, মানুষের মনুষ্য উপযোগী অন্তর আছে, বিবেক আছে, চোখ আছে, কান আছে, কিন্তু এগুলো তারা কাজে না লাগিয়ে চতুষ্পদ জন্তুর মত আচরণ করে। শেষোক্ত আয়াতে আল্লাহ তাঁর বাণীকে অবধারিত সত্য বলে ঘোষণা দিয়ে মানুষ ও জিন জাতির দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

পূর্বে উল্লেখ করেছি, আল্লাহ্‌র মহাসত্য বাণী 'অমর ও অপরিবর্তিত। নিম্নোক্ত আয়াতেও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'আমার উক্তি অবধারিত সত্য' *(সাজদা ১৩)*। সুতরাং সত্যকে অস্বীকার, অবিশ্বাস ও অবমাননার

জন্যই মানব জাতিকে তাদের শেষ পরিণতির কথা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। বস্তুতঃ সমগ্র কুরআনে আল্লাহ্র আদেশ, নির্দেশ, ঘোষণা ইত্যাদির শতভাগই মহাসত্যের অন্তর্ভুক্ত। আর সকল সত্যের অধিকাংশই আল্লাহ্র ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতির মধ্যে গণ্য। এ ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতিকেও আল্লাহ অব্যর্থ সত্য বলে আয়াত অবতীর্ণ করেন। মহান আল্লাহ বলেন,

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لاَ يُوْقِنُوْنَ-

'আপনি ছবর করুন! আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। যারা বিশ্বাসী নয়, তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে' *(রূম ৬০)*।

পরবর্তী সূরা লোক্বমানে আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْماً لَّا يَجْزِيْ وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئاً إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَـــقٌّ فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُوْرُ-

'হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর এবং ভয় কর এমন এক দিবসকে, যখন পিতা পুত্রের কোন কাজে আসবে না এবং পুত্রও তার পিতার কোন উপকার করতে পারবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। অতএব পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয় এবং আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারক শয়তান যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে' *(লোক্বমান ৩৩)*।

উপরের আলোচনার ধারাবাহিকতায় সত্য ও মিথ্যার যে পার্থক্য সূচিত হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করা খুবই কঠিন। কারণ সত্য হ'ল বাস্তব (দৃশ্য), আর মিথ্যা হ'ল অবাস্তব (অদৃশ্য)। বাস্তব ও অবাস্তবের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং সত্য ও মিথ্যার মধ্যেও কোন সম্পর্ক নেই। আবার সত্য ও মিথ্যার মধ্যে আপোষ হওয়ারও কোন সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যার সংমিশ্রণ দ্বারা কোন নতুনত্বের সম্ভাবনাও বাতিল বলে গণ্য। পার্থিব জগতে সত্য ও মিথ্যার যে মিশ্রণ অব্যাহত আছে, তা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির বিষয় নয়, এটা শুধু মুনাফিক বা অবিশ্বাসীদের অভিজ্ঞতার ফলাফল মাত্র। আসলে ইহজগতে সত্য ও মিথ্যার ন্যায় বহু সমস্যা সংকুল বিষয় আছে, যেগুলোর একত্রীকরণ বা সংমিশ্রণ অবিশ্বাস, অকল্পনীয় ও অবর্ণনীয়। উদাহরণতঃ খাদ্যের ও অখাদ্যের মিশ্রণ, পানীয় ও অপানীয়র মিশ্রণ, আগুন ও পানির মিশ্রণ, পূর্ণাঙ্গ ও অপূর্ণাঙ্গ (পঙ্গু)-র মিশ্রণ, প্রাচ্য ও প্রতিচ্যের মিশ্রণ, আকাশ ও পাতালের মিশ্রণ সুগন্ধ ও দুর্গন্ধের মিশ্রণ যেমন অসম্ভব, ঠিক সত্য ও মিথ্যাকে মিশ্রিত করাও তদ্রূপ অসম্ভব, অকল্পনীয় ও অবর্ণনীয়। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ-

'তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না এবং জানা সত্ত্বেও সত্যকে গোপন করো না' *(বাক্বারাহ ৪২)*।

আলোচ্য সূরায় সত্যের অনুকূলে পুনরায় প্রত্যাদেশ হয়েছে যে, الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَــرِيْنَ 'বাস্তব সত্য সেটাই যা আপনার পালনকর্তা বলেন। কাজেই আপনি সন্দিহান হবেন না' *(বাক্বারাহ ১৪৭)*।

সত্যের অনুকূলে পুনরায় বর্ণিত হয়েছে,

قُل لاَّ يَسْتَوِي الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ فَاتَّقُواْ اللَّهَ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ-

'বলেদিন অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্রের প্রাচুর্য আপনাকে বিস্মিত করে। অতএব হে বুদ্ধিমানগণ! আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা মুক্তি পাও' *(মায়েদাহ ১০০)*।

সাধারণভাবে আজ আমরা সত্য ও মিথ্যা বলতে যা জানি বা বুঝি, তা মানুষের চিরাচরিত অভ্যাস মাত্র। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর অসীম জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ, বিশ্বশ্রেষ্ঠ মহা সম্মানিত মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এবং কুরআনের নির্দেশিত পবিত্র ইসলাম ধর্ম সত্যের এক মহাপ্রতীক। তাছাড়া 'সত্য' দ্বীন ইসলামের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এখানে মিথ্যা অনুপ্রবেশের কোন অবকাশ নেই, তবে কৃত্রিম কৌশল অবলম্বন করার সুযোগ রয়েছে- যা নিঃসন্দেহে ইসলাম ধর্মের পরিপন্থী। এমতাবস্থায় ইসলামের শ্রেষ্ঠ সত্য ও তথ্যের উৎস কুরআনের সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে। এজন্যে করুণাময় ও দয়াশীল আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে আগামী সত্য দিনের উপর পবিত্রতা রক্ষার তাওফীক দান করুন।- আমীন!

প্রচলিত অর্থে আহলেহাদীছ কোন মাযহাবের নাম নয়; ইহা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম

ইসলামে যাচাই-বাছাই

*যহূর বিন ওছমান**

পার্থিব জীবনে আমরা যেকোন কাজই করি, তা জেনে বুঝে, যাচাই-বাছাই করে সম্পাদন করি। একজন পাগল মানুষকেও যদি জ্বলন্ত আগুনে ঝাপ দিতে বলা হয়, তাহ'লে সেও আগুনে ঝাপিয়ে পড়বে না। কারণ আগুনে পড়লে পুড়ে যাবে, মরে যাবে, এ জ্ঞান তার আছে। সুতরাং দুনিয়াবী জীবনে মানুষ যেহেতু যাচাই-বাছাই করে কাজ করে, সেহেতু পরকালীন জীবনে, অনন্তকাল যেখানে থাকতে হবে, যে জীবনের কোন শেষ নেই, সে জীবনের পাথেয় তথা নেকী অর্জন করতে হ'লে, যাচাই-বাছাই করে আমল করা অতীব যরূরী।

মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوْا أَنْ تُصِيْبُوْا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ– 'হে মুমিনগণ! যদি ফাসেক বা পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন খবর আনয়ন করে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না কর এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও' *(হুজুরাত ৬)*।

আল্লাহ তা'আলা সাধারণ খবরের ব্যাপারে যেহেতু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছেন, যাতে অজ্ঞতাবশত: কোন কাজ করে অবশেষে লজ্জিত হ'তে না হয়। সুতরাং যে আমলের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে, আল্লাহ্‌র রহমত, সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভ করবে সেই আমল অবশ্যই যাচাই সাপেক্ষে হওয়া আবশ্যক। অন্যথা রাসূলের সুন্নাত পরিপন্থী আমলের কারণে মুক্তির পরিবর্তে বন্দীত্ব এবং জান্নাতের বদলে জাহান্নামই জুটবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা সুন্নাত বিরোধী আমল ইবাদত বলে গণ্য হয় না, সেটা হয় বিদ'আত। আর বিদ'আতের পরিণতি জাহান্নাম।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মূসা (আঃ)-এর উম্মত ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। তন্মধ্যে একটি মাত্র দল জান্নাতে যাবে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, সে জান্নাতী দল কোন্‌টি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি ও আমার ছাহাবীগণ যে মত ও পথের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি, সেই মত ও পথের উপর যারা প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তারাই জান্নাতী দল' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৭১)*।

উপরোক্ত হাদীছ মতে দল যেহেতু অনেক হবে, যেহেতু সবদলের আহ্বান, ঈমান, আমল, আক্বীদা কখনই এক হ'তে পারে না। বরং তা হবে ভিন্ন ভিন্ন। অতএব খাঁটি ইসলাম মানতে চাইলে সত্য-মিথ্যা যাচাই-বাছাই করা প্রয়োজন।

আমাদের দেশে একদল মুসলিম আছেন, যাদের দাবী হ'ল সূদ-ঘুষ, মদ, জুয়াতে দেশ ভরে গেছে, তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেই, আর ওরা এসেছে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ডালা নিয়ে। ঐসব ছহীহ হাদীছ রেখে শুধু কুরআন মান। দেশে কুরআনের রাজ কায়েম হ'লে সব ঠিক হয়ে যাবে। তাই তারা তাদের কর্মসূচীর নাম দিয়েছে 'ইক্বামতে দ্বীন'। আর দ্বীন প্রচারের অনুষ্ঠানের নামকরণ করে থাকেন 'তাফসীর মাহফীল'। অথচ ঐ তাফসীর মাহফীলে শতকরা ৮০ ভাগ মিথ্যা-বানোয়াট, মনগড়া কথা বলা হয়।

দেশে আর একটি দাওয়াতী দল আছে, তাদের নিকট কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কথা বলাই মুশকিল। কারণ মুরুব্বীদের সাথে নাকি আদবের সাথে কথা বলতে হয়। তাদের দাওয়াত যাচাই-বাছাই না করে গ্রহণ করলে কোন কথা নেই। কিন্তু ভুল ধরিয়ে দিয়ে সঠিকটা পেশ করলেই আদবের প্রশ্ন উঠে। তখন তারা রেগে গিয়ে বলেন, রাখুন আপনার কুরআন-হাদীছ! অত যাচাই-বাছাই করতে গেলে শেষে কম্বলের খোঁজই থাকবে না। অর্থাৎ কম্বলের পশম বাছাই করতে গেলে শেষে কম্বল থাকবে না। ইসলামের প্রথম ও প্রধান ইবাদত ছালাত, সেটা যাচাই-বাছাই করে রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত পেশ করলে তারা বলেন, কত মানুষ যে ছালাতই পড়ে না? তার খোঁজ-খবর নেই, আপনি আসছেন রাসূলের ছালাত শিখাতে? যে যেমনভাবে পারে পড়ুক না, এতে কিছু আসে যায় না। শুধু কুরআন-হাদীছ মানলেই চলবে না।

আর একদল আছেন, যাদের দাবী হ'ল, কাগজে লেখা কুরআন-হাদীছ নাকি সরাসরি মানা যাবে না। কারণ এগুলো মানুষের হাতে লেখা; এতে নাকি যথেষ্ট ভুল-ভ্রান্তির অবকাশ রয়েছে। এছাড়া রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে নাকি এ রকম সংকলিত কুরআন-হাদীছের কিতাব ছিল না। মোটকথা তারা তাদের অনুসারীদের বুঝিয়ে থাকেন যে, কুরআনের আয়াতগুলো সরাসরি আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর কলবে নাযিল হয়েছে। তিনি তাঁর কলব থেকে ছাহাবীদের ফয়েয দিয়েছেন আর সেজন্য ছাহাবীরা সোনার মানুষে পরিণত হয়েছিলেন। অতএব রাসূল (ছাঃ)-এর তরীকায় তারা তাদের ভক্ত মুরীদদের রূহানী ফয়েয দ্বারা আলোকিত করে চলেছেন। ফলে তাদের মুরীদদের ছালাত না পড়লেও চলে। তাদের

** শিক্ষক, আউলিয়াপুকুর ফাযিল মাদরাসা, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।*

রূহানী শিক্ষা নাকি স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মক্তব-মাদরাসায় পাওয়া যাবে না। তাই তারা তাদের খানকা, মাযার ও দরগা সমূহকে রূহানী শিক্ষা কেন্দ্র বানিয়ে নিয়েছে। মূলতঃ ঐসব জায়গায় আর কিছু না হ'লেও গাজা-কলকে টানা, মিথ্যা বলা, অশ্লীলতা ও পীরের পায়ে সিজদা করা ইত্যাদি কবীরা গোনাহ ও শিরকী কাজ পুরো মাত্রায় শিক্ষা দেয়া হয়। অথচ ঐসব মতের লোকেরা কেউই সঠিক বিষয়টি যাচাই-বাছাইয়ের ধার ধারে না।

দুনিয়ার জীবনে বসবাসের প্রয়োজনে এক শতক জমি ক্রয় করতে গিয়ে আগে আমরা ভালভাবে যাচাই করি, জমির দলীলপত্র ঠিক আছে কি-না? জমির দাগ নম্বর, খাজনা-খতিয়ান সব ঠিকঠাক আছে কি-না। মোটকথা সবকিছু যাচাই-বাছাই করে জমি খরিদ করা হয়। কিন্তু সামান্য মূল্যের জমির চাইতে লক্ষ-কোটি, এমনকি যে আমলের মূল্য নির্ধারণ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, সে মহামূল্যবান আমলের বেলায় আমাদের গুরুত্ব থাকবে না কেন? বাপ-দাদা, ইমাম, আলেম, মুরুব্বী যে যেভাবে করেছে আমরা তারই অনুসরণ করছি। প্রশ্ন করলে জবাব আসে, আগের লোকেরা কি সবাই ভুলের উপর ছিল?

বন্ধুগণ! পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ হাদীছবিদ ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব ছহীহ মুসলিমে রাসূল (ছাঃ)-এর ছহীহ হাদীছগুলোকে লিপিবদ্ধ করার পূর্বে কিতাবের মুকাদ্দমায় পবিত্র কুরআনের সূরা হুজুরাতের ৬নং আয়াত পেশ করেছেন সত্য-মিথ্যা নির্ণয়ের মাপকাঠি হিসাবে। শুধু তাই নয়, ইমাম মুসলিম মহান আল্লাহ্র নির্দেশ মোতাবেক এবং তাঁর ওস্তায ইমাম বুখারীর নীতিমালা অনুযায়ী শুধুমাত্র রাসূল (ছাঃ)-এর কথাগুলোকে যাচাই-বাছাই করে তারপর ছহীহ মুসলিম গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। এ মহৎ কাজের জন্য আল্লাহ তাঁকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। কিন্তু আমাদের চরম দুর্ভাগ্য যে, আমরা সত্যপন্থীগণের অনুসরণ না করে নিজেদের মুসলিম দাবী করছি। ধিক আমাদের মুসলমানিত্বে। শুধু বাংলাদেশে নয়, পৃথিবীতে যত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী বা শিক্ষার্থীদের মেধা যাচাই-বাছাইয়ের পরীক্ষা দিতে হয়। ভাল-মন্দ নির্ণয়ের জন্যই এই পরীক্ষার ব্যবস্থা। অথচ আখেরাতের ভাল ফসল সৎ আমল পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করেই তা সম্পাদন করতে হবে, এটাও কি হয়? পৃথিবীর অন্য দেশের মুসলিমদের বেলায় না হ'লেও আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিমদের বেলায় তাই হয়।

তিন বন্ধু বাজারের গেছেন বাজার করতে। একজনের নিকট টাকা নেই, হয়তো বাকীতে ক্রয় করবে। আর একজন নগদ টাকা পকেটে নিয়ে গেছেন। অন্য জন জাল টাকা নিয়ে গেছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে নগদ টাকাওয়ালা টাটকা জিনিস অবশ্যই ক্রয় করবে। যার টাকা নেই সে বাকীতে পেলে প্রয়োজনীয় দ্রব্য খরিদ করবে, না পেলে খালি হাতে বাড়ি ফিরে যাবে। কিন্তু যার নিকট জাল টাকা রয়েছে, তিনি ক্রয় করতে গিয়ে যদি ধরা পড়েন, তাহ'লে ক্রয় করা তো দূরের কথা জেলখানার ভাত জুটবে, এতে সন্দেহ নেই। এখন তিন বন্ধুর বাজার কি একই রকম হবে? কখনই না। আখেরাতের বাজারে এমন অবস্থা কি আমাদের হ'তে পারে না? অবশ্যই পারে। তাহ'লে আসুন না, সবাই আমাদের আমলগুলো কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে যাচাই-বাছাই করে নেই।

ছোট বেলায় মুরুব্বীদের নিকট থেকে বিভিন্ন রকম গল্প শুনতাম, যা আজও মনে আছে। এক গৃহস্থ কয়েক বিঘা জমিতে ধান চাষ করেছে। আগের দিনে আউস ধানের ক্ষেত নিড়ানী দেওয়া খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। যাহোক গৃহস্থের চোখে ঘুম নেই, কিভাবে এতগুলো জমি নিড়ানী দিবে? ভোর হ'লেই বেরিয়ে যায় ক্ষেত দেখতে। প্রতিদিন নিজে এবং দু'একজন কৃষাণ নিয়ে কিছু জমি ইতিমধ্যে নিড়ানী দিয়েছে। কিন্তু বাড়ির পাশে এক বিঘা জমিতে যে ঘাস জন্মেছে, বিশ-পঁচিশটা কৃষাণ দিয়েও তা নিড়ানী দেওয়া সম্ভব নয়? এ নিয়ে তার ভীষণ চিন্তা। ফলে সকাল-বিকাল তিনি ঐ জমিতে যান, আর দেখেন ঘাসের পরিমাণ এত বেশী যে জমিতে ধান প্রায় দেখাই যায় না। ইতিমধ্যে সারস পাখি ঐ জমিতে বাসা বেঁধেছে। পাখির ধারণা যে, এই ক্ষেতের মালিক হয়তো আর ক্ষেতে কাজ করতে আসবে না। একদিন যায়, দুইদিন যায়, এক সময় পাখি তার বাসায় ডিম পাড়ে। একদিন ভোর বেলা গৃহস্থ গিয়ে ঘাস ও ফসল দেখে সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলল যে, আগামী কাল থেকে এ জমিতে সে নিড়ানীর কাজ করবে। এদিকে পাখি গৃহস্থের মনোভাব বুঝতে পেরে ভাবল হায়! আমার ডিমগুলোর কি উপায় হবে? তাই মনে মনে বুদ্ধি আটলো। পাখিটি উড়তে উড়তে গৃহস্থের মাথার উপরে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করছে আর বলছে, 'নিড়ানী দিলেও ক্ষেত, নিড়ানী না দিলেও ক্ষেত'। গৃহস্থ পাখির মুখে বারবার এ বুলি শুনে বোকার মত ভাবল, পাখি যখন বলছে তখন এ জমিটা আপাতত থাক। অন্য জমিগুলো নিড়ানী শেষে সময় পেলে পরে দেখা যাবে।

এভাবে প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ দিন কেটে গেল। ওদিকে চালাক পাখি ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফুটিয়ে নিয়ে অন্য জায়গায় কেটে পড়েছে। তারপর গৃহস্থ অন্য জমির কাজ শেষে ঐ জমি নিড়ানী দিতে এলো। কিন্তু জমিতে যে ঘাস হয়েছে তা আর নিড়ানী দেয়া সম্ভব হ'ল না। কারণ ঘাসের

মাঝে ধান হারিয়ে গেছে। যে একটু আধটু আছে তাতে ফসল হওয়ার আশা নেই। গৃহস্থ মনে মনে চিন্তা করছিল, পাখির বুলি শুনে কি ভুলই না হয়ে গেল। সময় থাকতে যদি ক্ষেতে নিড়ানী দিতাম তাহ'লে কিছু ফসল পাওয়া যেত। আফসোস! ওদিকে চালাক পাখি গৃহস্থকে দেখে দূর থেকে এসে তার মাথার উপর উড়ে উড়ে বলছে, 'নিড়ানী দিলে ক্ষেত, না দিলে ঘাস', 'নিড়ানী দিলে ক্ষেত, না দিলে ঘাস।

সম্মানিত পাঠকগণ! গল্পটিতে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। যারা বলেন যে, অতসব যাচাই-বাছাই করতে গেলে ইসলাম চলবে না, বেশী বাছাই করতে গেলে শেষে কম্বলের পশমও থাকবে না, এরকম আক্বীদা সম্পন্ন ভাইদের বলতে চাই! ক্বিয়ামতের মাঠের ফসল, অথচ বিনা যাচাই-বাছাইয়ে আমল করবেন? আবার যারা ঠাট্টা-বিদ্রুপের সুরে বলেন, কিসের আবার ছহীহ হাদীছ? হাদীছ আবার যঈফ হয় নাকি? হাদীছ তো হাদীছই, তাদেরকে আমরা বলব, ছহীহ হাদীছের দুশমনদের তৈরী করা লক্ষ লক্ষ জাল হাদীছগুলো সবই কি হাদীছ? আর ঐ জাল হাদীছগুলো মেনে নিয়ে যদি আমল করা হয়, তবে কি আমাদের অবস্থা ঐ বোকা গৃহস্থের মত হবে না? অতএব কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক 'আমলে ছালেহ' না করলে ভেজাল আমলে জাহান্নামে যেতে হবে।

মানব সমাজে আর একটি স্বভাব হচ্ছে জন্মগত দিক থেকে মানুষ বাপ-দাদার অনুকরণ প্রিয়। তারা দলীল-প্রমাণের পরিবর্তে বাপ-দাদা ও পূর্বসূরিদের অনুসরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। যদিও ঐসব পূর্বসূরিরা ভুল করে গিয়ে থাকেন। কারণ বাপ-দাদার প্রতি বিশ্বাস তাদের অগাধ। তাই বলতে হয় 'বিশ্বাস যেখানে অন্ধ, দলীল সেখানে অচল'।

হাদীছ যঈফ হয়েছে তো কি হয়েছে? ওটা কি হাদীছ নয়? বড় বড় ফিক্বাহবিদ আলেমগণ রায় দিয়েছে দশটি যঈফ হাদীছ কোন বিষয়ের প্রতি রায় দিলে বিষয়টি ছহীহ হয়। যঈফ হাদীছ যদি গ্রহণযোগ্য না হবে তাহ'লে ওগুলো হাদীছের কিতাবে লেখা হ'ল কেন? মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সন্দেহ থেকে বেঁচে থাক' *(হুজুরাত ১২)*। যঈফ হাদীছ অর্থ সন্দেহ যুক্ত হাদীছ, যঈফ অর্থ দুর্বল। যঈফ হাদীছ যাচাই-বাছাইয়ের পর অনেক সময় তা মিথ্যা বা জাল হিসাবেও প্রমাণিত হয়। যারা দাবী করেন যে, দশটি যঈফ হাদীছ কোন বিষয়ের প্রতি রায় দিলে তা ছহীহ হয়ে যায়, তাদের নিকট আমার প্রশ্ন- দশটি কানা চোখ একত্রিত করলে কি একটি ভাল চোখ হয়ে যাবে?

ইসলাম কি এতই জোড়াতালি দেওয়া ধর্ম যে, ভাঙ্গা-মচকা, খোড়া-ভঙ্গুর জোড়াতালি দিয়ে ফৎওয়া দান করতে হবে? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের রায় কি এতই অপ্রতুল? মূলতঃ ওদের অন্তরে মরিচা পড়েছে, ওরা সত্য গ্রহণ করতে রাযী নয়। তাই ওরা নানা অযুহাত পেশ করে সত্য এড়িয়ে যেতে চায়। এটাও ঠিক, ওটাও ঠিক, অর্থাৎ কুরআন ও ছহীহ হাদীছ যারা মানে তারাও হক পথে আছে, আর যারা যঈফ ও জাল হাদীছের উপর আমল করেন তারাও ঠিক। এ নিয়ে ফেৎনা-ফাসাদ করা ঠিক নয়। যেখানে যা চলছে, সেখানে তাই চলতে দাও। বেশী বাড়াবাড়ি ঠিক নয়। এ যে কত বড় গোমরাহী তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। মহান আল্লাহ এই অন্ধ অনুসারীদের অন্ধ বিশ্বাস কিভাবে পরিবর্তন করবেন তিনিই ভাল জানেন। অতএব আসুন! আমরা আমাদের আখেরাতের সম্বল, পাথেয়গুলো কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে যাচাই-বাছাই করে সম্মুখপানে এগিয়ে যাই, নইলে ক্ষতি আমাদের অনিবার্য। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন!

সেবা হোমিও ফার্মেসী

এখানে বিনা অপারেশনে অর্শ্ব-গেজ, ভগন্দর, পিত্ত ও মূত্র পাথরী এবং একশিরা, টনসিল, পলিপাস যত্ন সহকারে চিকিৎসা করা হয়। এছাড়াও গ্যাস্ট্রিক * ফোটায় ফোটায় প্রসাব * ঘন ঘন প্রসাব * জন্ডিস * প্যারালাইসিস * এপেন্ডিসাইটিস * হার্টের রোগ * হাপানী * ব্রেইন টিউমার * ধ্বজভঙ্গ * ঘন ঘন স্বপ্নদোষ * যৌন শক্তি কমে যাওয়া * প্রসাবে জ্বালা-পোড়া * রক্ত প্রসাব হওয়া * হস্ত মৈথুনের প্রবল ইচ্ছা * অনিয়মিত ঋতুস্রাব * অতিরিক্ত ঋতুস্রাব * অল্প ঋতুস্রাব * সাদা স্রাব * সিপিলিস * গনোরিয়া * হার্নিয়া * নালী ঘা বা ফিশ্চুলা * সাইনোসাইটিস * টনসিল প্রদাহ * টিউমার * দাঁতে পোকা ধরা * বাতজ্বর* দাউদ * একজিমা * বিখাউজ * মেছতা * ছুলি * শ্বেতী * ব্রণ * পুরাতন আমাশয় * বাত-বেদনা * স্মরণ শক্তি কমে যাওয়া প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা করা হয়।

সেবা নিন সুস্থ থাকুন

৩৫ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

চেম্বার

সেবা হোমিও ফার্মেসী	নিজ বাসভবন
কেশরহাট, মোহনপুর, রাজশাহী। আলহাজ্জ ডাঃ আব্দুস সালাম (H.M.B.A) রোগী দেখার সময়ঃ শনি ও বুধবার- সকাল ৮-টা থেকে সন্ধ্যা ৭-টা। অন্যদিন বেলা ৩-টা থেকে সন্ধ্যা ৭-টা।	গোছাহাট, মোহনপুর, রাজশাহী। রুগী দেখার সময়ঃ শনি ও বুধবার ব্যতীত প্রতিদিন সকাল হতে ২-টা পর্যন্ত। মোবাইলঃ ০১৭১৩-৭০৪৬২৫ বাসাঃ ০১৭১২-০৬৫১৩৬।

হোমিও ঔষধ সেবন করুন, আজীবন সুস্থ থাকুন

সাময়িক প্রসঙ্গ

ঢাকার যানজটে জাতি দিশেহারা : কারণ ও প্রতিকারের উপায়

*-শামসুল আলম**

দেশের প্রাণকেন্দ্র ও সর্ববৃহৎ তিলোত্তমা মহানগরী ঢাকার যানজট পরিস্থিতি এমন ভয়াবহতার ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত হচ্ছে যে, একান্ত বাধ্য না হ'লে কোন সুস্থ বিবেকমান মানুষ এখন আর ঢাকায় যেতে চাচ্ছে না। সেদিনের সবুজে ঘেরা গাছ-গাছালী আর পাখ-পাখালির সুমধুর কলকাকলিতে মুখর, মসজিদের শহর ও প্রাচীন বাংলার ইতিহাস-ঐতিহ্যের ধারক, মোগল-বৃটিশদের রেখে যাওয়া স্মৃতিবিজড়িত মন জুড়ানো নয়নকাড়া সব ইমারত, কীর্তির স্মারক, অধুনা নির্মিত সুরম্য অট্টালিকা সব মিলে স্বপ্নের নগরী ঢাকা আজ আর সুস্থ-সুন্দর পরিবেশে ঘুরে-ফিরে দেখার জন্য নয়; মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় হেসে খেলে বেড়ানোর জন্য নয়। সারা ঢাকা ছেয়ে আছে শুধু মানুষ আর গাড়ীতে! আর বেড়ানোর জন্য দু'একটি জায়গা বা পার্ক অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনীয় স্থান থাকলেও সেগুলো আজ তরুণ-তরুণীদের কুৎসিত অভিসারের এক নির্লজ্জ বাজারে পরিণত হয়েছে। প্রকাশ্যে এসব পার্ক অথবা শিক্ষাঙ্গনে ছেলে-মেয়েদের অবাধ মেলা-মেশা আর বেলেল্লাপনার দৃশ্য চোখে পড়লে সেখানে পরিবার-পরিজনকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়াটা নিতান্ত গর্হিত বলে মনে হবে। বেড়ানো বা কাজে-কর্মের জন্য যেটাই হোক না কেন সব কিছুকেই ম্লান করে দিয়েছে রাজধানীর অস্বস্তিকর যানজট। এই যানজটের কারণে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তপ্ত রাস্তার ওপর গাড়ীর মধ্যে যাত্রীদের দুর্ভোগের অন্ত নেই। একদিকে ভিড়ের চাপ অন্যদিকে গরমে দীর্ঘক্ষণ অবস্থানের কারণে বৃদ্ধ নারী-শিশুর আর্তনাদ বিলাসী ঢাকার বাতাসকে করে তুলছে ভারী; অসুস্থ হয়ে পড়ছে হাযার হাযার মানুষ; এ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে মারা যাচ্ছে কত শত মানুষ তার হিসাব নেই। ফায়ার সার্ভিসের গাড়ী যথাসময়ে এগুতে পারছে না দুর্ঘটনাস্থলে। আগুনে পুড়ছে কত শত ঘরবাড়ি তার ইয়ত্তা নেই। কত খাদ্যজাত দ্রব্য পঁচে যাচ্ছে তার দিকে কারও লক্ষ্য নেই। মানুষের কর্মশক্তি হারিয়ে যাচ্ছে। এসব বিষয় এখন পত্র-পত্রিকা, ইলেকট্রনিক মিডিয়া সহ দেশের সর্বস্তরের মানুষের মুখে মুখে সমুচ্চারিত হতাশারবাণী। শুধু তাই নয়, সুবিবেচক ও বিজ্ঞমণ্ডলীসহ গোটা দেশবাসীর প্রশ্নঃ যানজটের এই ভয়াবহ পরিস্থিতির পরিণতি কি? এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার কারণইবা কি? এটা কি একদিনে সৃষ্টি হয়েছে? শত চেষ্টা করেও এর প্রতিকারে আজ কেন কর্তৃপক্ষ হিমসিম খাচ্ছে? কেন আজ এ বেসামাল অবস্থা? যানজটের কারণে নগরবাসীর কষ্ট-দুর্ভোগের পাশাপাশি পৃথিবীর সবচেয়ে গরীব এ দেশটির বিভিন্ন ক্ষতিসহ যে অর্থনৈতিক অপচয় হচ্ছে তার হিসাব কে দিবে? এমনি তো দেশে সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি, ঘুষ, দুর্নীতি-অনিয়ম, গ্যাস-বিদ্যুতের চুরি-অপচয় প্রভৃতির কারণে বছরে প্রায় ১ লাখ ৫০ হাযার কোটি টাকার ক্ষতি হচ্ছে। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে কেবল বৈদেশিক (ঋণ অনুদান) সহযোগিতার মধ্যে প্রায় ২ লাখ কোটি টাকার দুর্নীতি-অপচয় হয়েছে (২০০৫ সালের তথ্যমতে)। এখন নতুন মাত্রায় যুক্ত হয়েছে 'টাইম এন্ড ফুয়েলিং'-এর কৃত্রিম সিস্টেমলস। এ লস বা ক্ষতি কেবল ঢাকার নব্যসৃষ্ট যানজটের কালো থাবার কারণে। এর জন্য দিনে কোটি কোটি টাকা নষ্ট হচ্ছে। ভুক্তভোগী জনগণ ও সরকার বাহাদুর সকলে নির্বিকার চিত্তে তা প্রত্যক্ষ করছে।

ঢাকা নগরীর ২ কোটি লোকের মধ্যে প্রায় ১ কোটি লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। বসতবাড়ীর হিসাবে দেখা যাবে, ঘর নেই এমন মানুষের সংখ্যা প্রায় ৪০ লাখ। এরা রাস্তা, স্টেশন অথবা সরকারী কোন জায়গার ওপর বসবাস করছে। এরা দখল করে আছে নগরীর বহু জায়গা। এতে নষ্ট হচ্ছে সুস্থ পরিবেশ, বেড়ে যাচ্ছে অপরাধের মাত্রা। পুরানো ঢাকাসহ অধিকাংশ ঢাকার বসতবাড়ী নির্মিত হয়েছে অপরিকল্পিতভাবে ঠাসা-ঠাসি করে, যেখানে সুস্থ-সুন্দর পরিবেশে নিরাপদে বসবাসের পরিবেশ বলতে কিছু নেই। এর সাথে যোগ হয়েছে বৈধ/অবৈধ বহুতল ভবন নির্মাণ প্রতিযোগিতা। পুরাতন, অযোগ্য ভবন তো আছে। যার কারণে ভূ-বিশেষজ্ঞগণ বলছেন ৭.৫০ রিখটার স্কেলে ভূমিকম্প হ'লে ঢাকাতে কেবল এক রাতে ৯০ হাযার লোক প্রাণ হারাবে। দিনে হ'লে মারা যাবে ৭০ হাযার লোক, ধ্বংস হবে অর্ধেকের বেশী ঘরবাড়ী। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে ঢাকা শহরের ওপর শুধু যানবাহনের চাপ নয়। জনগণের অবস্থান ও তাদের বসতবাড়ী ও অফিস-আদালতের চাপও রয়েছে, যা পরবর্তীতে যানজট সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাই সুস্পষ্টভাবে বলা যায়, ঢাকা মহানগরীর যানজটের কারণ নানাবিধ। নিম্নে যানজটের বিভিন্ন দিক, অর্থনৈতিক প্রভাব, কারণ ও প্রতিকারের প্রস্তাবনা আলোচনা করা হ'ল :

যানজটের সাথে সংশ্লিষ্ট গাড়ীর বহর :

বিআরটিএ-এর সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী রাজধানীতে সব ধরনের গাড়ীর মোট রেজিষ্ট্রেশন দেয়া হয়েছে ৫ লাখ ৫০ হাযারেরও বেশী। এর মধ্যে প্রাইভেট কার জাতীয় গাড়ীর

** ফুলসারা, চৌগাছা, যশোর।*

www.at-tahreek.com

সংখ্যা ২ লাখ ৫ হাযার। কিন্তু বাস-মিনিবাসের সংখ্যা মাত্র ১৬ হাযার (অননুমোদিত)। রেজিষ্ট্রেশন বহির্ভূত যানবাহন চলছে ১ লাখের বেশী। বৈধ রিক্সার সংখ্যা ৮৫ হাযার, অথচ চলছে ৫ লাখের বেশী। এছাড়া প্রতিদিন গড়ে ৫০ হাযার বিভিন্ন ধরনের যানবাহন বিনা বাধায় ঢাকায় প্রবেশ করছে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (ডিসিসি)-এর তথ্য মতে প্রতিদিন ঢাকায় যানবাহন চলাচলের উপযোগী রাস্তার পরিমাণ দুই হাযার ২শ' ৫০ কিলোমিটার। এর মধ্যে এক লেনের রাস্তা রয়েছে ৩শ' ৮৬ কি.মি., দুই লেনের রাস্তা ১ হাযার ৪শ' ৮ কি.মি., চার লেনের রাস্তা ৪৩৪ কি.মি.। এসব রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন প্রায় ৬ লাখ যানবাহন চলাচল করে। যা ধারণ ক্ষমতার চেয়ে ৯ গুণ বেশী বলে উল্লেখ করা হয়েছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জরিপে। বর্তমানে এই সংখ্যা আরও বেশী বলে ধারণা করছেন বিশেষজ্ঞরা। প্রতিদিন একটি বাসে গড়ে চলাচল করে ৪শ' যাত্রী। বাকী যাত্রী প্রাইভেটকার ও এই জাতীয় যানবাহনে চলাচল করে। স্বাভাবিকভাবে একটি গাড়ীর সর্বোচ্চ গতিসীমা ৩০ কি.মি.। সেখানে যানজটের কারণে সর্বোচ্চ ১৪ কি.মি. যেতে পারে। সবকিছু ঘটছে অধিক যানবাহনের কারণে, যা কিনা রাস্তার ধারণ ক্ষমতার বাইরে। এখন প্রশ্ন হচ্ছেঃ রাজধানীতে প্রায় ২ কোটি মানুষ প্রাইভেটকারে চড়বে, না বাস-মিনিবাসে উঠবে। সহজ উত্তর বড় গাড়ীতে উঠবে। অথচ প্রাইভেট গাড়ীর সংখ্যা অনুপাতে সাধারণ যাত্রী পরিবহনের সংখ্যা বাড়ানো হয়নি। সে অনুপাতে রাস্তাও বৃদ্ধি করা হয়নি। অথচ বাস্তবে দেখা যাচ্ছে নগরীতে এখনও হাযার হাযার ধনী পরিবার রয়েছে যাদের প্রত্যেক সদস্যদের জন্য কমপক্ষে ১টি করে প্রাইভেটকার বা কার জাতীয় গাড়ী রয়েছে। এগুলোর নিয়ন্ত্রণ করবে কে?

অর্থনৈতিক ক্ষতি : যানজটের কারণে মানুষের শারীরিক দুর্ভোগের যেমন অন্ত নেই, তেমনি এর কারণে যে অর্থনৈতিক অপচয়ের ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠেছে তা দেশের সচেতন নাগরিককে ভাবিয়ে তুলেছে। যেমন সিএনজি গাড়ীতে উত্তরা থেকে গুলিস্তান পৌঁছতে যেখানে এক ঘণ্টাও লাগার কথা না, সেখানে বর্তমানে ২ ঘণ্টার বেশী সময় লাগে যানজটের কারণে। এতে জ্বালানী প্রায় দ্বিগুণ খরচ হয়। এতে করে ১২ ঘণ্টা গাড়ী (সকাল ৮- রাত ৮টা) চালালে অর্ধেক সময় অর্থাৎ ৬ ঘণ্টা রাস্তায় যানজটে আটকে থাকতে হয়। উপার্জন অর্ধেক হয়ে যায়। অর্থাৎ খরচ বাদ দিয়ে চালকের যেখানে ১ হাযার টাকা পাওয়ার কথা, সেখানে তার গড়ে প্রতিদিনে ৫০০ টাকা আয় হয়। ২শ' টাকার গ্যাসে যেখানে স্বাভাবিকভাবে হয়ে যায়, সেখানে অতিরিক্ত প্রায় ২শ' টাকার গ্যাস পোড়াতে হয়। অর্থাৎ একটা সিএনজিতে অতিরিক্ত ব্যয়ে নষ্ট হচ্ছে ৬শ'-৭শ' টাকা। মাস হিসাবে নষ্ট হচ্ছে ২০ হাযার টাকা। এক বছরে ক্ষতি হচ্ছে ৭৩ হাযার টাকা। এভাবে একটা বড় বাসেরও একই সময় নষ্ট হচ্ছে এবং ব্যয়ও দ্বিগুণ হচ্ছে। ঐ হিসাবে একটা বাসের দিনে কমপক্ষে ১৩শ'-১৫শ' টাকা ক্ষতি হচ্ছে।

২০০৯ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী সব ধরনের গাড়ীর রেজিষ্ট্রেশন দেয়া হয়েছে ৫ লাখ ২৭ হাযার এবং জুন'১০ পর্যন্ত ধরা হ'লে রেজিঃভুক্ত মোট গাড়ীর সংখ্যা হবে প্রায় সাড়ে ৫ লাখ। এই সাড়ে পাঁচ লাখের মধ্যে যদি ২০ হাযার গাড়ী অব্যবহৃত ধরি তাহ'লেও হয় ৫ লাখ ৩০ হাযার। আমরা ছোট-বড় সব গাড়ীর সময়ের হিসাবে এবং অতিরিক্ত জ্বালানী খরচের হিসাব গড়ে কম করেও ৮শ টাকা ধরলে দিনে ৫ লাখ ৩০ হাযার গাড়ীর অতিরিক্ত খরচ বা অপচয় হচ্ছে (৫ লাখ ৩০ হাযার ×৮শ' টাকা) ৪২ কোটি ৪০ লাখ টাকা। এক বছরে এই অপচয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় (৪২ কোটি ৪০ লাখ টাকা × ৩৬৫) ১৫ হাযার ৪শ' ৭৬ লাখ কোটি টাকা।

সময়ের অপচয় : বিদেশীরা সময়কে টাকা মনে করে। কিন্তু আমরা ভাবি এর উল্টাটা। বাঙ্গালীরা কিভাবে তার সময় বাজে কাজে নষ্ট করবে তার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠে। গান-বাজনা, গল্প-আড্ডা, সিনেমা, দেশী-বিদেশীদের খেলা ধূলায় কত সময় নষ্ট করছে তার হিসাব না হয় বাদই দিলাম। শুধু আলোচ্য যানজটের কারণে ঢাকাবাসীর দেড় কোটির মধ্যে যদি ১ কোটি লোকের কর্মঘণ্টার হিসাব করি, তাতে দেখা যাচ্ছে দৈনিক ৮০ লাখ কর্মঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে। এখানে ন্যূনতম মাথাপিছু আয় ২শ' টাকা ধরা হ'লে ১ কোটি লোকের বার্ষিক আয় নষ্ট হচ্ছে ১৮শ' ২৫ কোটি টাকা। খাদ্যপণ্য আনা-নেয়া, পরিবেশ দূষণ, চিকিৎসা বাবদ প্রায় ১০ হাযার কোটি টাকা ক্ষতি হচ্ছে। সর্বমোট বার্ষিক ক্ষতির পরিমাণ ২০ হাযার ৪ শ' ৭৬ লাখ কোটি টাকা। একটি গরীব দেশের ক্ষতি যদি এই পরিমাণ হয় তাহ'লে সে জাতি কিভাবে, কখন অর্থনৈতিকভাবে মাথা তুলে দাঁড়াবে কেউ কি তা বলতে পারবেন?

এমসিসিআই সেমিনারের তথ্য : গত ২১ জুলাই'১০ তারিখে 'মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ' (এমসিসিআই) ভবনে 'ঢাকা শহরে যানজট ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এর প্রভাব : প্রতিকারের উপায়' শীর্ষক এক সেমিনারে বলা হয়, ১৯০৯ সালের সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৩ প্রকৌশলীর গবেষণায় দেখা গেছে, যানজটের কারণে বছরে ক্ষতি হয় ১৯ হাযার কোটি টাকা। যানজটের কারণে দেড় কোটি নগরবাসীর দৈনিক ৮০ লাখ

কর্মঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে।

সকাল ৮-টা থেকে রাত ৮-টা পর্যন্ত চলাচলকারী যানবাহনগুলো যানজটের কারণে সাড়ে ৭ ঘণ্টা থেমে থাকে। রাজধানীর প্রধান চারটি রাস্তায় যে যানজট হয় তার কারণে বছরে আর্থিক ক্ষতি হয় ৯ হাযার ৬শ' কোটি টাকা। ১৯৭৪ সালে ঢাকাতে লোক সংখ্যা ছিল মাত্র ২ লাখ। বর্তমানে প্রায় দুই কোটি। এদিকে প্রতিদিন ২০৩টি করে প্রাইভেটকারের অনুমোদন দিচ্ছে বিআরটিএ। এই লোক সংখ্যা ও গাড়ী বৃদ্ধির তুলনায় ঢাকা শহরের রাস্তা বাড়েনি। ঢাকার ৬ থেকে ৭ শতাংশ রাস্তা আছে। অথচ আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী যে কোন বড় শহরের মোট আয়তনের ২৫ থকে ৩০ শতাংশ রাস্তা থাকা দরকার। প্রতিদিন সকালে শুধু ধানমণ্ডি থেকে ২০-৩০ হাযার প্রাইভেটকার আসে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে। এক্ষেত্রে স্কুল বাস ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা দরকার।

সেমিনারে আরো বলা হয়, যানজটের কারণে ৪০ শতাংশ জ্বালানি নষ্ট হয়। গাড়ীর লুব্রিকেন্ট ও স্পেয়ার্স পার্টস খরচ বাড়ে ১০ শতাংশ। বাস, ট্যাক্সি, সিএনজি, অটোটেম্পু, প্রাইভেটকার, রিক্সা সহ অন্যান্য গাড়ীর কর্মঘণ্টা নষ্ট বাবদ ক্ষতি হয় প্রায় ১২ হাযার কোটি টাকা। শিল্প পণ্য আনা-নেয়ার ক্ষেত্রে ক্ষতি হয় ৪ হাযার কোটি টাকা, অতিরিক্ত সিএনজি গ্যাস খরচ হচ্ছে ৫৭৫ কোটি টাকার। দুর্ঘটনা বাবদ ব্যয় হয় ৫০ কোটি, পরিবেশগত ক্ষতি হয় ২ হাযার ২শ' কোটি এবং চিকিৎসা ব্যয় হয় ৭৩০ কোটি টাকা। এগুলো হ'ল প্রত্যক্ষ ক্ষতি। পরোক্ষ ক্ষতি রয়েছে বহুবিদ যার হিসাব করা কঠিন।

যানজটের কারণ : সবকিছু বিশ্লেষণ করে যেসব কারণে আজ ঢাকায় যানজটের এই ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা হ'ল-

(১) পরিকল্পিত নগরায়নের অভাব। স্বাধীনতাত্তোর আজকের ঢাকার জনসংখ্যা ও স্থাপনার পরিসংখ্যান করে কমপক্ষে ২শ' বছরের পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার ছিল। কিন্তু তা নেয়া হয়নি। যেখানে আমেরিকা, বৃটেন, জাপানের মত উন্নত দেশগুলো বড় শহর বা নগরায়নের ক্ষেত্রে ২/৩শ' বছরের মহাপরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে। সেখানে এদেশে সেই পরিকল্পনার অভাব রয়েছে।

(২) মহানগরের ক্ষুদ্রমেয়াদী পরিকল্পনা যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়া। এর কারণ রাজউকের প্রভাবশালী কিছু দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা ও কর্মচারী। এদেরকে মদদ দেয় কিছু দলীয় প্রভাবশালী মন্ত্রী, এমপি ও বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। ফলে যত্রতত্র ঘর-বাড়ী, শিল্প-কারখানা, গার্মেন্টস সহ বিভিন্ন স্থাপনার অনুমোদন এরা সহজে পেয়ে যায়। সম্প্রতি ভাঙ্গা 'র‍্যাংগস ভবন' ঘটনা এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

(৩) কোর্ট-কাচারি, সচিবালয়, টার্মিনাল, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মিল-কল-কারখানা সহ সকল অফিস-আদালত ঢাকার মূল পয়েন্টগুলোতে স্থাপন করা এবং পাশাপাশি আবাসিক ঘরবাড়ী স্থাপন করা। যার কারণে লাখ-লাখ কর্মজীবী, ছাত্র-শিক্ষক ও বিভিন্ন পেশার মানুষ এবং এর সাথে সারাদেশ থেকে অফিসের কাজে আগত মানুষের ভীড়ের চাপ সৃষ্টি হয়। এদের চলাচলের জন্য অবশ্যই পরিবহন ও থাকার জন্য বাসস্থান দরকার। এজন্য গাড়ীও বৃদ্ধি হচ্ছে, কিন্তু সেগুলো রাখার জায়গা নেই। ফলে যানজটের সৃষ্টি হয়।

(৪) দেশের গার্মেন্টস শিল্প, মিল-কল-কারখানা সহ সবকিছু ঢাকা কেন্দ্রিক গড়ে ওঠা। এজন্য গ্রাম ও শহরের মানুষকে এখানেই তাদের কর্মসংস্থানের সন্ধান করতে হচ্ছে।

(৫) দেশের সকল প্রান্ত থেকে বছরে প্রায় ৫ লাখ লোক রাজধানীতে আসে এবং এর সাথে যোগ হচ্ছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়া শেষ করা ছাত্রদের সংখ্যা। এই ছাত্র-ছাত্রী ও স্থায়ী অধিবাসীদের থেকে প্রতি বছর ৫ লাখ লোক বৃদ্ধি সহ সর্বমোট কমপক্ষে ১০ লাখ লোক বৃদ্ধি পাচ্ছে। এদের জন্য যেমন বাসস্থান, খাদ্য, বস্ত্র, পানি, বিদ্যুৎ প্রভৃতির দরকার, তেমনি প্রয়োজন এদের চলাচলের মাধ্যম এবং প্রয়োজনীয় জায়গা। অথচ শুধু বাহনই বাড়ছে কিন্তু জায়গা তেমন বাড়ছে না।

(৬) উন্নত দেশগুলোতে লোকসংখ্যা কম, আবার বড় বড় জনবহুল শহরে প্রশস্ত রাস্তাও রয়েছে এবং রয়েছে বিকল্প রাস্তা। মাটিতে, পানিতে বা ওপরে। কিন্তু ঢাকার রাস্তা সংকীর্ণ। পৃথক লেনের জন্য রাস্তা অথবা বৃদ্ধির জন্য কোন জায়গা নেই। আছে রাস্তার ধারে বৈধ-অবৈধভাবে গড়ে ওঠেছে বড় বড় ইমারত ও ঘর-বাড়ী।

(৭) রাজধানীর বিরাট একটা অংশ ফুটপাত মার্কেট এবং বস্তিবাসীদের দ্বারা দখলকৃত। অথচ বস্তিবাসীদের ঢাকা নগরীর মত বিলাসবহুল জায়গাতে থাকার তেমন প্রয়োজন নেই। হকার্সদেরও রাস্তার ওপর অবস্থান করা এবং পসরা সাজিয়ে বসা একেবারে অনৈতিক। এদের অবস্থান যানজট সৃষ্টির জন্য প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে দায়ী। কেয়ারটেকার সরকার এদের সরানোর ব্যাপারে বেশ তৎপর ছিল। কিন্তু দলীয় কোন সরকার তা করেন না।

(৮) রাজধানীতে যেভাবে গাড়ী বৃদ্ধি করা হচ্ছে সেভাবে

রাস্তা বৃদ্ধি হচ্ছে না এবং যা আছে তার অধিকাংশ সংকীর্ণ। গাড়ী পার্কিং এর জায়গাও নেই। ফলে যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে।

(৯) প্রাইভেটকার জাতীয় গাড়ীর চেয়ে পাবলিক সার্ভিসের বড় গাড়ীগুলো তুলনামূলক কম রেজিষ্ট্রেশন দেয়া। এর সাথে যোগ হচ্ছে ফিটনেসবিহীন গাড়ীর সংখ্যা। ঢাকাতে বর্তমানে এই সংখ্যা ৮০ হাযার ৬৮৫টি। এর মধ্যে ১৪ হাযার বাস-ট্রাক ২০/২৫ বছরের পুরনো। ঢাকা সহ সারা দেশে বাস-ট্রাকের সংখ্যা ১৩ লাখ। এর জন্য লাইসেন্সধারী চালক রয়েছে ৯ লাখ। বাকী ৪ লাখের লাইসেন্স ভুয়া। টাকা দিলে এ ভুয়া লাইসেন্স পাওয়া যায়। তাছাড়া ঢাকাতে প্রতিদিন ২শ'র অধিক ভুয়া লাইসেন্স দেয়া হচ্ছে।

(১০) ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা জোরদার হওয়ার পরিবর্তে দিন দিন তা আরো দুর্বল হয়ে পড়ছে। ট্রাফিকদের অদক্ষতা, দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণেও যানজটের সৃষ্টি হয়।

(১১) সবচেয়ে বড় কারণ হ'ল- দলীয় সরকারগুলোর রাজনৈতিক কমিটমেন্ট ও আন্তরিকতার অভাব। অতঃপর রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্বয়হীনতা ও সদিচ্ছার অভাব।

প্রতিকারের উপায় :

ভয়াবহ এ যানজট নিরসনে কতিপয় প্রস্তাবনা ও পরামর্শ নিম্নে পেশ করা হল।-

১. যানজট একদিনে সৃষ্টি হয়নি। বছরের পর বছর হতে মানবসৃষ্ট এই ভয়াবহ সংকটের কথা দলীয় কোন সরকার বাস্তবে আন্তরিকতার সাথে আমলে নেয়নি। যে কারণে ৪০ বছরের ব্যবধানে আজকের এই করুণ পরিণতি। আজ সংশ্লিষ্টরা চেষ্টা করেও যেন হালে পানি পাচ্ছেন না। এজন্য প্রয়োজন অবিলম্বে ২শ' বছরের এক মহাপরিকল্পনা হাতে নেয়া। যাকে দু'ভাগ করে প্রথম ১শ' বছরের জন্য গৃহীত পরিকল্পনাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে তা দ্রুত বাস্তবায়নের চেষ্টা করা, যাতে উপস্থিত সংকট কাটানোর জন্য যরূরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেয়া যায়। এক্ষেত্রে ১০ বছরের জন্য গৃহীত পরিকল্পনা পরবর্তী যে কোন দলীয় সরকার আসুক না কেন সেখান থেকে যেন আবার শুরু করতে পারে। একে বার্ষিক বাজেটে একনেকের আওতায় এনে এর জন্য পৃথক বরাদ্দ রাখা দরকার। এই মহাপরিকল্পনা ও প্রস্তাবনা বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে জাতীয় ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে হ'তে হবে এবং বিরোধী দলকে নিয়েই জাতীয় সংসদে তা পাশ করিয়ে আইনে পরিণত করতে হবে।

২. এই মহাপরিকল্পনার আওতায় প্রথমেই যে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করা দরকার, সেটা হ'ল ঢাকা নগরীর সীমানা নির্ধারণ। গাজীপুর, মুন্সীগঞ্জ, সাভার, নারায়ণগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইলের আংশিক ভূমি রাজউকের নিয়ন্ত্রণে ড্যাপের (Detail Area Plan-বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা) আওতায় আনতে হবে। ড্যাপের বর্তমান পরিকল্পনায় ৫৯০ বর্গমাইলের পরিবর্তে আরও বহুগুণ বৃদ্ধি করা। এটা ২শ' বছরের মহাপরিকল্পনার আওতায় আনতে হবে। সরকারী স্থাপনার জন্য এখনি ভূমি অধিগ্রহণের কাজ হাতে নিতে হবে। প্রয়োজনে ড্যাপের সংশোধনী আনতে হবে।

৩. অন্তত ৬ মাসের জন্য হ'লেও নগরীর ব্যস্ততম এলাকাতে সরকারী অফিস-আদালত, শিল্প কল-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র, বেসরকারী ছোট-বড় সকল স্থাপনা বন্ধ রেখে সবগুলোকে মহাপরিকল্পনার অধীনে এনে নতুন অধিভুক্ত পরিকল্পিত এলাকা স্থাপন করা। এক্ষেত্রে ড্যাপের নীতি বাস্তবায়ন করা যায়। শুধু তাই নয়, রাজধানীর মূল পয়েন্টগুলোর অফিস-আদালত, ব্যাংক-বীমা, বাণিজ্য কেন্দ্র, সচিবালয়, মন্ত্রণালয় সহ পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যস্ততম প্রতিষ্ঠানগুলোকে নতুন এলাকায় স্থানান্তর করা। এতে যেমন লোকের ভিড় কমবে, তেমনি গাড়ীর জটও কমবে। স্থানান্তর পদক্ষেপটি যেহেতু খুব ব্যয়বহুল সেহেতু তা পর্যায়ক্রমে করতে হবে। মনে রাখতে হবে বর্তমানে কেবল ঢাকার যানজটে বছরে প্রায় ২০ থেকে ২৫ হাযার কোটি টাকার ক্ষতি হচ্ছে, যা জাতীয় বার্ষিক বাজেটের প্রায় $^১/_৪$ অংশ। পুরানো অফিস, আদালত, গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলো স্থানান্তরের জন্য যে অতিরিক্ত টাকার দরকার হবে তা কয়েক বছরের মধ্যে পুষিয়ে যাবে। দেশের উন্নতির স্বার্থে এ কাজটি হাতে নেয়া এখন সময়ের অনিবার্য দাবীতে পরিণত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে সব পুরানো বিল্ডিং আর ভাঙ্গার দরকার হবে না।

৪. রাজউককে সম্পূর্ণ দলীয় প্রভাবমুক্ত ঘোষণা করে দেশের অভিজ্ঞ, সৎ ও নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা-কর্মচারী রাজউকে নিয়োগ দেয়া এবং স্বাধীনভাবে নির্দিষ্ট ছক বা পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে দেয়া।

৫. কর্মসংস্থানের কেন্দ্রবিন্দু ঢাকায় দেশের অন্যান্য শহর ও প্রত্যন্ত এলাকা থেকে আগত ও স্থানীয়ভাবে বছরে কমপক্ষে প্রায় ১০ লাখ নতুন লোক বিভিন্ন কর্মস্থানে যোগ দিচ্ছে। এজন্য যেমন আবাসনের প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন পরিবহনের। সঙ্গত কারণে গাড়ী-ঘোড়ার এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধি নগরীর রাস্তাগুলো ঢেকে ফেলছে। তাই প্রয়োজন যত দ্রুত সম্ভব প্রাথমিকভাবে দেশের ৭টি মহানগরীতে উচ্চ আদালত স্থাপন, ছোট-বড় অফিস, গার্মেন্টস, শিল্প-কলকারখানা স্থাপন করা। এক্ষেত্রে বেসরকারী সৎ উদ্যোক্তাদেরকে বিনা সূদে সহজ শর্তে

ঋণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতঃ নানাভাবে উৎসাহিত করা। এর ফলে বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন পেশা শ্রেণীর মানুষের ঢাকায় যাতায়াত ও থাকা-খাওয়া সহ আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ বছরে যে হাযার হাযার কোটি টাকার ক্ষতি হয় সেটা হবে না। একজন নিম্ন পেশা শ্রেণীর মানুষও সহজে অল্প বেতনে গ্রামে থেকে অথবা কাছাকাছি থেকে তার সংসার ভালভাবে পরিচালনা করতে পারবে। ঢাকার ওপরেও চাপ কমবে।

৬. গুলিস্তান থেকে নগরীর মূল ব্যস্ততম পয়েন্টের উপর দিয়ে ফ্লাইওভার স্থাপন করতে হবে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী গুলিস্তান-যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভারের কাজ উদ্বোধন করেছেন। জায়গা বিশেষে পাতাল রেল যোগাযোগ ও বহু লেন বিশিষ্ট রাস্তা বৃদ্ধি করা। পুরানো সংকীর্ণ রাস্তা প্রশস্ত করা। নতুন এরিয়াতে ২০-২৫ শতাংশ রাস্তার বরাদ্দ রাখতে হবে।

৭. নগরী থেকে সকল ফিটনেসবিহীন গাড়ী এবং পুরানো গাড়ী তুলে দিতে হবে। প্রাইভেট গাড়ী, বিশেষ করে কারের নতুন লাইসেন্স একেবারেই সীমিত করতে হবে। বিলাসবহুল বাস, দ্বিতল বাস, সাধারণ বাসের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। কারণ একটি কার যেখানে ১/২ জনের জন্য ব্যবহৃত হয় সেখানে ১টি বাস ৪০-৫০ জন লোকের আনা-নেয়া করতে পারে। বিলাসবহুল বাস তথা এসি বাসের ব্যবস্থা রাখতে হবে, যাতে এলিট শ্রেণীর যাত্রীরা যাতায়াত করতে পারে। ফলে কারের মালিকদের খরচও সাশ্রয় হবে, যানজটও কমে যাবে।

৮. পুরাতন ও জীর্ণশীর্ণ বাড়ী-ঘর ও স্থাপনা সংস্কার এবং যত্রতত্র স্থাপনা তৈরী বন্ধ করতে হবে। নতুন ঘরবাড়ী, রাস্তা, স্থাপনা তৈরীতে রাজউকের অনুমোদন বাধ্যতামূলক করতে হবে। ঘনবসতিমুক্ত পরিকল্পিত আবাসন গড়ে তুলতে হবে এবং পার্ক, বিশুদ্ধ পানির জন্য দীঘি, গভীর জলাশয় তৈরী করা যেতে পারে। সরকারী ব্যবস্থাপনায় বস্তিবাসীদের নগরীর দূরবর্তী এলাকায় আবাসন ব্যবস্থা করতে হবে। এর সাথে নগরীর যত পার্ক বা ফাঁকা স্থান আছে তা অশ্লীলতা মুক্ত ও দুর্বৃত্তদের দখল থেকে উদ্ধার ও রক্ষা করতে হবে।

৯. নগরীর ফুটপাত ও সরকারী জায়গা থেকে সকল দোকান-পাট ও অবৈধ স্থাপনা বস্তি সরায়ে রাজউকের বাইরে এদের থাকার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করলে কাজের মাধ্যমে তারা স্বনির্ভরশীল হবে। এ অবস্থায় এদের কেউ কেউ গ্রামে ফিরে গিয়ে রাজধানীতে ভিক্ষাবৃত্তির পরিবর্তে খেটে খাবে।

১০. ট্রাফিক পুলিশদের দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে। বিভিন্ন পরিবহণ থেকে তারা দিনে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়ে যত্রতত্র গাড়ী থামানোর অনুমতি দেয়। এজন্য সৃষ্টি হয় যানজটের। এটা শক্ত হাতে দমন করতে হবে।

১১. ঢাকা নগরীতে যানজটের অন্যতম আরেকটি কারণ 'রোড ক্রসিং' ও 'রেল ক্রসিং'। কয়েকশ গজ যেতে না যেতেই সিগন্যাল। লালবাতি জ্বলে উঠলে আর যাওয়ার উপায় নেই। শুধু দিনে নগরীতে ৭০ বার 'রেল ক্রসিং'-এর কারণে গেট বন্ধ রাখতে হয়। এক্ষেত্রে বিকল্প হ'ল প্রত্যেক বহুমুখী রোডের ওপর দিয়ে গাড়ী চলাচলের জন্য ফ্লাই ওভার তৈরী করা। তাহ'লে যানজট অনেকখানি কমে যাবে।

১২. ঢাকা নগরীর চার পাশ দিয়ে খাল খনন করে নদীগুলোর সাথে সংযোগ স্থাপন করা, যাতে মালামাল সহ জনগণ নৌপথে চলাচল করতে পারে। এজন্য প্রয়োজন নদীগুলোর পরিবেশ দূষণ রোধ করা।

১৩. যানজট নিরসনের এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও পরিচালনা বাস্তবায়নে সেনাবানিহীর সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে।

বলা বাহুল্য যে, ঢাকার যানজট কেবল ঢাকাবাসীর জন্য কষ্টদায়ক নয়; বরং এটা গোটা জাতির জন্য ক্ষতিকর। বিশ্লেষকদের ধারণা এভাবে চলতে থাকলে ঢাকা মহানগরীকে অদূর ভবিষ্যতে 'পরিত্যক্ত নগরী' হিসাবে ঘোষণা দিতে হবে। তাই এই সমস্যাকে দ্রুত আমলে নিয়ে তড়িৎ পদক্ষেপ ও কর্মসূচী হাতে নিয়ে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে ঢাকার যানজটের প্রতিকারের জন্য পৃথক একটা ফাণ্ড গঠন করলে ব্যাংক, বীমা, শিল্পপতি, ব্যবসায়ীসহ সর্বস্তরের মানুষের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও সমর্থন পাওয়া যাবে বলে আশা করি। মনে রাখতে হবে যে, ঢাকার যানজটের অন্যতম কারণ- স্বল্প পরিসরে অধিক পরিবহন ও মানুষের অপরিকল্পিত বিচরণ ও নগরায়ণ। আর এর জন্য প্রয়োজন যেমন জায়গা, তেমনি পরিবহণ ও পরিকল্পিত আধুনিক আবাসন ব্যবস্থা। তাই বাস্তবায়নকারী ও পরিকল্পনাবিদদের উচিত হবে ঢাকাতে কি পরিমাণ জায়গায় কত বাড়ী-ঘর রাখা যাবে এবং তাতে কত লোক বসবাস করবে, কি কি প্রকৃতির স্থাপনা থাকবে এবং এর জন্য কত রাস্তা, কত পরিবহনের প্রয়োজন পড়বে তার পরিসংখ্যান তৈরী করা। দেশের আর্থ-সামাজিক পেক্ষাপটে বৃহৎ স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে দলমত নির্বিশেষে সকলকে নিয়ে সরকারের গুরু দায়িত্ব হ'ল এখনই এর লাগাম ধরা; নইলে আত্মঘাতী এই ধ্বংসাত্মক দূরাবস্থা থেকে কেউ রক্ষা পাবে না; আর সেদিন খুব বেশী দূরে নয়।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

লোভের পরিণতি

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত করার জন্য। মানুষ আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে কিন্তু এই ইবাদত করার জন্য মানুষের বেঁচে থাকা অর্থাৎ জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন হয় কিছু মৌলিক চাহিদা পূরণের। আর এই মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করার জন্য প্রয়োজন হয় অর্থের। অর্থ ছাড়া মানব জীবন অচল। সেকারণ মানুষ এই অর্থ উর্পাজনের জন্য সদা ব্যস্ত থাকে। এমনকি আল্লাহ্‌র দেয়া বৈধ পথ ছেড়ে মানুষ অনেক সময় অন্যায় ও অবৈধ পথে অর্থ উপার্জন করার চেষ্টা করে। মানুষ অর্থ উপার্জনের জন্য অনেক সময় আল্লাহকে ভুলে যায়। আল্লাহ বলেন, 'প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে ভুলিয়ে রাখে যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও' *(তাকাছুর ১-২)*। মানুষের অর্থলিপ্সা কখনো কখনো তাকে অমানুষে পরিণত করে, তাকে পশুত্বের পর্যায়ে নামিয়ে দেয়। ফলে সে যাচ্ছে তাই করতে প্রবৃত্ত হয়। আর এর ফলাফল যে কত ভয়াবহ তারই একটি দৃষ্টান্ত আমরা এখানে তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ।-

তামিম গ্রামের ছেলে। স্কুল কলেজে লেখাপড়া করার পর ভর্তি হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া শেষ করে ডিভি লটারির মাধ্যমে আমেরিকা যাওয়ার সুযোগ লাভ করে। তার পিতা-মাতা তাকে বিদেশে যেতে নিষেধ করলেও সে চলে যায় স্বপ্নের দেশ আমেরিকায়। সেখানে চার বছর চাকুরী করে অনেক টাকা নিয়ে দেশে বেড়াতে আসে কিছুদিনের জন্য। তামিম যে তার নিজ দেশে আসছে একথা সে তার পিতা-মাতা বা অন্য কাউকে আগে বলেনি। তার পরিকল্পনা হঠাৎ একদিন দেশে ফিরে পিতা-মাতা সহ নিজ গ্রামের মানুষকে চমকে দিবে। তাই সে আমেরিকা থেকে বিমান যোগে ঢাকা পৌঁছে গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার আগে মিরপুরে তার খালার বাড়িতে ওঠে। সে মনে করল, অনেক দিন পর দেশে আসমান খালার সাথে দেখা করেই যায়। খালার বাড়িতে দেখা করতে গেলে তার খালা ও খালু দু'জনই তাকে খুব আদর-যত্ন করে এবং তাদের বাড়িতে এক রাত থেকে যেতে বলে। তামিম তার খালার অনুরোধে সেখানে থেকে যায়। এর পরের ঘটনা খুবই দুঃখজনক ও লোমহর্ষক। তামিমের কাছে অনেক টাকা দেখে তার খালু ভাবছে কি করে তামিমের নিকট থেকে টাকাগুলো নেওয়া যায়। চাইলে তো সে দিবে না, তাই তামিমের খালু জঘন্যতম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হ'ল। রাতে তামিমকে যে ঘরে ঘুমাতে দেওয়া হ'ল সে ঘরে ছিল দু'টি খাট। একটি খাটে তামিমকে ঘুমাতে দেওয়া হ'ল এবং অপর খাটে তামিমের খালাতো ভাই। সেও তামিমের মতই বড় হয়েছে। তারা দুই ভাই সমবয়সী। তবে তারা কেউই বিয়ে করেনি। এদিকে তামিমের খালু তামিমকে হত্যা করার জন্য ছুরি ধার দিয়ে রাখল। কিন্তু এসব কিছু কেউ জানল না। কিন্তু আল্লাহ্‌র কি খেলা! দুই ভাই একই খাটে শুয়ে গল্প করতে লাগল। কারণ অনেক দিন পরে তারা মিলিত হয়েছে। আর যে খাটে তারা গল্প করছিল সেটা ছিল তামিমের জন্য নির্ধারিত। এক পর্যায়ে তামিমের খালাতো ভাই গল্প করতে করতে তামিমের খাটে ঘুমিয়ে পড়ল। তামিম ভাবল, ঘুম থেকে তাকে না জাগিয়ে বরং আমিই তার খাটে গিয়ে ঘুমাই। এই ভেবে তামিম তার ভাইয়ের খাটে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। এবার তামিমের খালু ঘরে ঢুকে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তামিমকে যে খাটে ঘুমাতে দেওয়া হয়েছিল সেই খাটে শুয়ে থাকা তার ছেলের বুকের উপর চড়ে তাড়াতাড়ি ছুরি দিয়ে গলা কেটে হত্যা করল। এরপর ভাল করে না দেখেই কাপড় দিয়ে জড়িয়ে বাড়ির পার্শ্বে গর্ত করে পুতে ফেলল এবং গর্তের উপর কিছু ময়লা আবর্জনা ফেলে একটা স্তূপ তৈরী করে দিল যাতে মানুষ বুঝতে না পারে। তামিমের খালু ভাবল সে তামিমকে হত্যা করেছে, এখন তামিমের টাকাগুলো হাতিয়ে নিবে। কারণ তামিম যে দেশে ফিরেছে সেকথা কেউ জানে না। এতে তামিমের মা-বাবা ও অন্যরা সবাই জানবে, তামিম বিদেশেই রয়েছে। তামিমের খালা যদি বলে, কি ব্যাপার তামিম কোথায় গেল? তখন সে বলবে চুপ কর সবাই যদি জানে তামিম আমাদের বাড়িতে এসেছিল, তারপর হারিয়ে গেছে তাহ'লে আমাদেরও বিপদ হবে ইত্যাদি...। তামিমের খালু সকাল বেলা ঘরে গিয়ে দেখে তামিম খাটের উপর বসে আছে! হায়! আমি কি করেছি বলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় তামিমের খালু। তামিম তার খালুর এ কাণ্ড দেখে প্রথমে কিছুই বুঝতে পারল না। পরে তার খালুর কথা শুনে সব বুঝতে পারল। তামিমের খালু বলছে, লোভে পড়ে আমি তোমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু হয়েছে তার উল্টা। তামিম অবাক হয়ে বলল, রাখে আল্লাহ মারে কে? এদিকে এ ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর, পুলিশ এসে তামিমের খালুকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। বিচারে তামিমের খালুর মৃত্যুদণ্ড হয়। লোভী ও পাপী ব্যক্তিদের পরিণতি এরকমই হয়।

মন্তব্য : লোভে পাপ পাপে মৃত্যু।

❑ *মুহাম্মাদ আবুল হোসেন*
নওদাপাড়া. সপুরা, রাজশাহী।

কবিতা

স্বপন পারের

-মোল্লা আব্দুল মাজেদ
রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।

স্বপন পারের এ কোন হাওয়া বইছে ধীরে আজ প্রভাতে
জাগলো মনে কি শিহরণ এ কোন নেশা আঁখি পাতে।
ভোরের পাখী আপন মনে
সকল ভুলে মুখর গানে
দেয় দোলা তার সংগোপনে
চপল হাওয়া মৃদু ঘাতে,
স্বপন পারের এ কোন হাওয়া বইছে ধীরে আজ প্রভাতে।
কুসুমকলি পাঁপড়ি খুলি চোখ মেলে চায় লাজুক মনে
নিঃশ্বাসে তার সুবাস ছড়ায় শরম ভুলে সমীরণে।
মৌমাছি সব মধু খেতে
গুঞ্জরণে উঠছে মেতে
লগন ছেড়ে চায় না যেতে
ঘর ভোলা মন বিজন প্রাতে,
স্বপন পারের এ কোন হাওয়া বইছে ধীরে আজ প্রভাতে।

***

নিরাশ আঁধারে

-মুহাম্মাদ শাহজাহান আলী
মহেশ্বরপাশা বাজার, দৌলতপুর, খুলনা।

আমার জীবনের যাবতীয় অবসন্নতা
কাটিয়ে প্রসন্নতা আনতে পারে,
ঘনান্ধকারে আলোকবর্তিকার ন্যায়
দিক নির্দেশনা প্রদান করতে পারে;
তোমার সামান্যতম সহানুভূতি।
তোমার অনাবিল সঙ্গ পরিসমাপ্তি
ঘটাতে পারে পুঞ্জীভূত দুর্বিসহ যন্ত্রণা।
হামীদা বানুর প্রেরণায় কি পুনঃপ্রতিষ্ঠা
লাভ করেনি মোগল সাম্রাজ্যের?
লাদমালকার সহমর্মিতায় কি রূপান্তরিত
হয়নি শের খাঁ থেকে মহান শেরশাহে?
স্রষ্টা-সৃষ্টির মহা ভাবসম্মিলনে
খাদীজার (রাঃ) প্রেরণা কি অপ্রতুল ছিল?

***

মুমিন হয়ে মর

-এফ.এম. নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

কোথায় রে তোর উদার প্রীতি
মায়া ভরা মমতা
কোথায় রে তোর ঈমানদারী
ন্যায়-নীতি আর সততা।
কোথায় দেশের সংস্কৃতি
ঘোমটা পরা বৌ,
কোথায় রে হায় পাখ-পাখালি
ডালিম ফুলের মৌ।
কোথায় রে সেই সবুজ-শ্যামল
শাপলা ফোটা বিল,
কোথায় গায়ের সরল মানুষ
মায়া-মমতা আর মিল।
কোথায় রে তোর জন্ম হ'ল
কোথায় চলে যাবি?
কেবা তোরে করল সৃষ্টি
দেখলি না তুই ভাবি!
কিসের জন্য সৃষ্টিরে তুই
কিসের জন্য আসা
বুঝবি ঠিকই ছাড়বি যেদিন
এই দুনিয়ার বাসা।
তাই তো বলি থাকতে সময়
রবের পথটি ধর,
এই দুনিয়া দুই দিনেরই
মুমিন হয়ে মর।

***

রামাযানের পরে

-মুহাম্মাদ আতিয়ার রহমান
মাদরা, সোনাবাড়িয়া, সাতক্ষীরা।

শাওয়াল মাসের পয়লা চাঁদে
বিদায় দিলাম রোযা,
অনেক লোকের মাথায় বুঝি
চাপছিলো এক বোঝা।
তাইতে ছিয়াম যেতেই দেখি
মসজিদগুলো ফাঁকা,
নতুন সাজা মুছল্লীদের
আর যায় না দেখা।
ইফতার খাওয়ার জন্যে কি সব
ছিয়াম ছিল তারা?
উপোষ থেকে বহুত কষ্টে
দিন করিছে সারা।
শুধুই কেবল কষ্ট হ'ল
ছিয়াম হলো নাক
সারাটা দিন উপোষ করে
যতই ছিয়াম থাকো।
ছিয়াম তাহার পূর্ণ হবে
বারো মাসের তরে,
হৃদয় ভরা ভক্তিতে যে
ছালাত আদায় করে।
আর যত সব আদেশ আল্লাহ্র
দেয় না মোটে বাদ,
পাতে নাক হৃদয় মাঝে
ছল-চাতুরির ফাঁদ।
সেই ছায়েমই ছিয়াম রেখে
পাইবে বহুত ফল,
তার উপরেই আল্লাহ খুশী
রহম অবিরল।
ছল-চাতুরী ফাঁকি বাজিতে
হবে নাক রোযা,
আল্লাহ্র কাছে এসব কিছুর
হিসাব বড়ই সোজা।

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)-এর সঠিক উত্তর

১। সাহারীর আযান দিতেন বেলাল (রাঃ) এবং ফজরের আযান দিতেন আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম।
২। 'আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুব্বুন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী'।
৩। ফরয; একছা'।
৪। ২ রাক'আত, ১২টি।
৫। ২টি। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধা)-এর সঠিক উত্তর

১। প্রতিধ্বনি ২। সাদা ৩। লাল
৪। আমিষ ৫। পাতার সাহায্যে।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (টাকা)

১। কয় টাকার নোটে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মনোগ্রাম, জাতীয় সংসদ ভবন ও আল্লাহ (الله) শব্দ উল্লেখ আছে?
২। কুলা, নৌকা ও ৩টি ফুটন্ত শাপলার দৃশ্য আছে কয় টাকার নোটে?
৩। ১ টাকার কয়েনে কয়টি তারকা ও মানুষের ছবি আছে? মানুষগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক কি?
৪। ১০০ টাকার নোটে উল্লেখিত মসজিদ, সৌধ ও সেতুর পরিচয় কি?
৫। কয় টাকার নোটে বাংলাদেশের মানচিত্র, হাইকোর্ট ও জাতীয় স্মৃতিসৌধের ছবি আছে?

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধা)

১। ঝগড়া করি, লাঠি মারি তবু নাহি যায়
আগুন দেখিলে পরে নিমিশে পালায়।
২। বার মাসের মেয়ে বটে তের মাস গেলে
গণ্ডায় গণ্ডায় জন্ম দেয় অগণিত ছেলে।
৩। হাত নাই পাখা নাই তবু উড়ে চলে
মুখ নাই ঠোঁট নাই কত কথা বলে।
৪। কালো কালো ভোমরা কালো ঘাস খায়
রাত হ'লে ভোমরা ঘরেতে লুকায়।
৫। তুমি থাকলে গাছের ডালে আমি কিন্তু জলে
দুই জনের দেখা হবে মরণের কালে।

সংগ্রহে : আব্দুর রশীদ
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী ১৫ আগষ্ট রবিবার : অদ্য বাদ আছর ডাঙ্গীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম জনাব হাশেম আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া শাখার পরিচালক ওবায়দুল্লাহ।

কালদিয়া, বাগেরহাট ২০ আগষ্ট শুক্রবার : অদ্য সকাল ৬-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী ও ইয়াতীম খানা, কালদিয়া, বাগেরহাটে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বাগেরহাট যেলার সভাপতি আব্দুল মালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক গোলাম কিবরিয়া। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সরদার আশরাফ হোসাইন।

উত্তর নওদাপাড়া, রাজশাহী ২০ আগষ্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর উত্তর নওদাপাড়া মহিলা সালাফিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সোনামণি উত্তর নওদাপাড়া শাখার পরিচালক আব্দুছ ছামাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া শাখার পরিচালক ওবায়দুল্লাহ ও আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রায্যাক। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার শিক্ষক জনাব শামসুল আলম।

দৌলতপুর, চারঘাট, রাজশাহী ২০ আগষ্ট শুক্রবার : অদ্য বিকাল ৫-টায় দৌলতপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান।

বাঁকাল, সাতক্ষীরা ২১ আগষ্ট শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিয়া, বাঁকালে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সোনামণি যেলা পরিচালক আব্দুল্লাহ আল-মামূনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক গোলাম কিবরিয়া।

আলাইপুর, বাঘা, রাজশাহী ২১ আগষ্ট শনিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় আলাইপুর মহাজনপাড়া ফোরকানিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সোনামণি বাঘা থানার উপদেষ্টা জনাব আবু তালেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। প্রশিক্ষণ শেষে জনাব আবুল হাশেমকে প্রধান উপদেষ্টা, জালালুদ্দীনকে উপদেষ্টা ও ছাদীকুর রহমানকে পরিচালক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট সোনামণি আলাইপুর শাখা কমিটি গঠন করা হয়।

হরিরামপুর, বাঘা, রাজশাহী ২১ আগষ্ট শনিবার : অদ্য বাদ যোহর বাঘা থানাধীন হরিরামপুর ইবতেদায়ী মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাঘা এলাকার সাবেক সভাপতি জনাব আব্দুল আযীয মণ্ডলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। প্রশিক্ষণ শেষে জনাব আব্দুল আযীয মণ্ডলকে প্রধান উপদেষ্টা, জনাব আব্দুর রাকীবকে উপদেষ্টা ও মুহাম্মাদ উজ্জ্বলকে পরিচালক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট সোনামণি হরিরামপুর শাখা কমিটি গঠন করা হয়।

নফল ছিয়াম : পরকালীন মুক্তির পাথেয়

শরীফা বিনতে আব্দুল মতীন*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গত সংখ্যায় আরাফার দিনের ছিয়াম সম্পর্কিত আলোচনায় পরস্পর বিরোধী হাদীছ দু'টির সমাধান কল্পে ইবনুল হুমাম (রহঃ) বলেন, صوم يوم عرفة لغير الحاج مستحب، 'যারা হজ্জব্রত পালনকারী নন আরাফার ছিয়াম তাদের জন্য মুস্তাহাব'।[১] আল্লামা মুজহির বলেন, 'যারা হাজী নন (অর্থাৎ হজ্জের উদ্দেশ্যে আরাফায় অবস্থান করছেন না) তাদের জন্য আরাফার দিনের ছিয়াম সুন্নাত'।[২] ইমাম শাফেঈ, মালেক (রহঃ) ও অন্যান্যদের মতে হাজীদের জন্য এই ছিয়াম সুন্নাত নয়।[৩] এটাই উত্তম মত। হাদীছের ভাষ্যও তাই। সুতরাং আরাফার দিনে আরাফায় অবস্থানকারী হাজীগণ ছিয়াম পালন করবে না। এছাড়া অন্যান্য সকল মুসলমান নফল ছিয়ামের মধ্যে সর্বাধিক নেকী সম্পন্ন এই ছিয়াম পালন করে অশেষ নেকী অর্জনে সচেষ্ট হবেন।

৪. আশূরার ছিয়াম :

নফল ছিয়ামের মধ্যে আশূরার ছিয়াম তথা মুহাররমের ১০ তারিখের ছিয়ামও বেশ ফযীলতের দাবীদার। অতি আগ্রহের সাথে ইহুদীরাও এইদিন ছিয়াম পালন করত। ফেরাউনের কবল থেকে মূসা (আঃ)-এর নাজাতের শুকরিয়া স্বরূপ এ ছিয়াম রাখা হয়। কারবালার প্রান্তরে হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদাতকে কেন্দ্র করে এ ছিয়াম পালন করলে শুধু কষ্ট করাই সার হবে। কারণ তার অর্ধ শতাব্দী পূর্বেই ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় এসে ইহুদীদেরকে আশূরার ছিয়াম পালন করতে দেখে এর কারণ জানতে চাইলে তারা বলল, هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوْسَى– 'এই দিন উত্তম দিন। এই দিনে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে তাদের শত্রুদের কবল থেকে মুক্তি দান করেছিলেন, ফলে মূসা (আঃ) এই দিনে ছিয়াম পালন করেছেন'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوْسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ 'আমি তোমাদের চেয়ে মূসা (আঃ)-এর (আদর্শের) অধিক হক্বদার'। অতঃপর তিনি এ দিনে ছিয়াম পালন করেন ও ছিয়াম পালনের নির্দেশ দেন।[৪]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন,

مَارَأَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلاَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِى شَهْرَ رَمَضَانَ–

'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আশূরার ছিয়ামের ন্যায় অন্য কোন ছিয়ামকে এবং এই মাস অর্থাৎ রামাযান মাসের ন্যায় অন্য কোন মাসকে প্রাধান্য দিতে দেখিনি'।[৫]

সালামাহ ইবনু আকওয়া বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লোকজনের মধ্যে এ মর্মে ঘোষণা দিতে বলেন যে, مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ– 'যে খেয়ে ফেলেছে সে যেন দিনের বাকী অংশ ছিয়াম পালন করে। আর যে খায়নি সেও যেন ছিয়াম রাখে। কারণ আজ আশূরার দিন'।[৬]

অবশ্য পরে যখন ২য় হিজরী সনে রামাযান মাসের ছিয়াম ফরয করা হয়, তখন রাসূল (ছাঃ) এই নির্দেশ শিথিল করে দেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) প্রথমে আশূরার ছিয়াম পালনের নির্দেশ দেন। পরে যখন রামাযান মাসের ছিয়াম ফরয করা হয় তখন আশূরার ছিয়াম ছেড়ে দেয়া হ'ল। যার ইচ্ছা সে পালন করত, যার ইচ্ছা সে ছেড়ে দিত।[৭] রাসূল (ছাঃ) নিয়মিত এই নফল ছিয়াম পালন করতেন। এমনকি মৃত্যুর বছরও এই ছিয়াম পালন করার আশা প্রকাশ করেছিলেন। ইহুদী-নাছারাগণ ভক্তি সহকারে মুহাররমের ১০ তারিখ একদিন ছিয়াম রাখত। তাদের সাদৃশ্য পরিত্যাগ করার জন্য রাসূল (ছাঃ) আশূরার ছিয়াম মুহাররমের ৯ ও ১০ তারিখ অথবা ১০ ও ১১ তারিখ পালনের নির্দেশ দান করেন। যেমন- ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এই দিনকে তো ইয়াহুদী-নাছারাগণ সম্মান করে। তখন তিনি বললেন, যদি আমি আগামী বছর বেঁচে থাকি তবে অবশ্যই নবম তারিখেও ছিয়াম রাখব'।[৮]

** কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।*

১. *মিরক্বাত ৪/১৪১৩ পৃঃ।*
২. *ঐ, ৪/১৪১৩ পৃঃ।*
৩. *ঐ, ৪/১৪১৩ পৃঃ।*
৪. *বুখারী হা/২০০৪।*
৫. *বুখারী হা/২০০৬।*
৬. *বুখারী হা/২০০৭।*
৭. *বুখারী, হা/২০০২, ২/৩৭৬ পৃঃ।*
৮. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৪৩।*

অন্য বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, صُوْمُوْا يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَخَالِفُوا الْيَهُوْدَ وَصُوْمُوْا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا– 'তোমরা আশূরার ছিয়াম রাখ এবং ইহুদীদের বিপরীত কর। তোমরা আশূরার সাথে তার পূর্বে একদিন অথবা পরে একদিন ছিয়াম পালন কর'।[৯] উক্ত বর্ণনাটি মারফূ হিসাবে ছহীহ নয়, মাওকুফ হিসাবে ছহীহ। সুতরাং আশূরার ছিয়াম মুহাররমের ৯, ১০ অথবা ১০, ১১ তারিখে রাখা যায়। তবে ৯, ১০ তারিখে রাখাই সর্বোত্তম।[১০]

এ ছিয়ামের ফযীলত প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُّكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهُ– 'আশূরার ছিয়াম সম্পর্কে আমি আল্লাহ্‌র নিকটে আশা রাখি যে, উহা বিগত এক বছরের পাপ মোচন করে দিবে'।[১১]

মাত্র দুই দিন ছিয়াম পালন করে বিগত এক বছরের গুনাহ মাফ হয়। এত সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য এত বড় সুযোগ হাতছাড়া হ'তে দেয়া কোন সচেতন মুমিনের জন্য উচিত হবে কি?

৫. প্রতি মাসে তিন দিন ছিয়াম :

প্রতি মাসে তিনদিন ছিয়াম রাখা রাসূল (ছাঃ)-এর নিয়মিত ও পসন্দনীয় আমল। তিনদিন ছিয়াম রাখার বিনিময়ে পুরো মাস ছিয়াম রাখার সমান নেকী পাওয়া যায়। আবূ যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَذَالِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيْقَ ذَالِكَ فِىْ كِتَابِهِ: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا اَلْيَوْمُ بِعَشْرَةِ أَيَّامٍ–

'যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিন দিন ছিয়াম রাখে তা যেন সারা বছর ছিয়াম রাখার সমান। এর সমর্থনে আল্লাহ তাঁর কিতাবে নাযিল করেন, 'যদি কেউ একটি ভাল কাজ করে তার প্রতিদান হ'ল এর দশগুণ' *(আন'আম ১৬০)*। সুতরাং এক দিন দশদিনের সমান।[১২]

চাঁদের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে এই ছিয়াম রাখা সুন্নাত। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবূ যার (রাঃ)-কে বলেন, হে আবূ যার! তুমি প্রতি মাসে তিন দিন ছিয়াম রাখতে চাইলে তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখে রাখ'।[১৩]

অবশ্য কোন তারিখ নির্ধারণ না করেও মাসের যেকোন ৩ দিন এই ছিয়াম পালন করা যায়। মু'আযাহ (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি প্রতি মাসে তিনদিন ছিয়াম রাখতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন, কোন কোন তারিখে এই ছিয়াম রাখতেন? তিনি বললেন, তিনি যেকোন দিন এই ছিয়াম রাখতেন। এ ব্যাপারে কোন দ্বিধা করতেন না।[১৪]

উল্লেখ্য যে, بِيْض (বীয) শব্দের অর্থ ধবধবে সাদা, উজ্জ্বল। এটা চাঁদের চৌদ্দ তারিখে হয়ে থাকে। ১৩ তারিখে চাঁদ পূর্ণতার একেবারে নিকটে পৌঁছে যায়। ১৪ তারিখ পূর্ণতা লাভ করে। ১৫ তারিখ থেকে চাঁদ আবার সরু হ'তে শুরু করে। এই ছিয়াম চাঁদের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রাখলে একে আইয়ামে বীযের ছিয়াম বলা হয়।[১৫] অন্য দিনে রাখলে পৃথক কোন নামে অভিহিত করা হয় না। মাসের যেকোন তারিখে তিনদিন ছিয়াম রাখলেও এই সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

৬. সোমবার ও বৃহস্পতিবারের ছিয়াম :

সোমবার ও বৃহস্পতিবারের ছিয়ামের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম রাখতেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আপনি সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম রাখেন। তিনি বলেন,

إِنَّ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ يَغْفِرُ اللهُ فِيْهِمَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ إِلاَّ مُتَهَاجِرِيْنَ يَقُوْلُ دَعْهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا–

'সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহ তা'আলা পরস্পর সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যতীত প্রত্যেক মুসলমানকে ক্ষমা করেন। আল্লাহ (ফেরেশতাদের) বলেন, তারা সমঝোতায় পৌঁছা পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দাও'।[১৬] অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِىْ وَأَنَا صَائِمٌ–

৯. *বায়হাক্বী, ৪র্থ খণ্ড, ২৮৭ পৃঃ।*
১০. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, পৃঃ ৩, টীকা-৮ দ্রঃ।*
১১. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৪৬, ৪/২৫১।*
১২. *তাহক্বীক্ব তিরমিযী, হা/৭৬২, তাহক্বীক্ব ইবনু মাজাহ, হা/১৭০৮, সনদ ছহীহ।*
১৩. *তাহক্বীক্ব তিরমিযী হা/৭৬১, সনদ হাসান ছহীহ।*
১৪. *তাহক্বীক্ব তিরমিযী হা/৭৬৩, সনদ ছহীহ।*
১৫. *তাহক্বীক্ব ইবনু মাজাহ, হা/১৭০৭, সনদ ছহীহ।*
১৬. *তাহক্বীক্ব ইবনু মাজাহ, হা/১৭৪০, সনদ ছহীহ।*

‘প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার আমলনামা সমূহ আল্লাহ্‌র নিকটে পেশ করা হয়। আমি পসন্দ করি যে, ছিয়াম অবস্থায় আমার আমলনামা আল্লাহ্‌র নিকটে পেশ করা হোক।[১৭]

৭. দাঊদ (আঃ)-এর ছিয়াম :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দাঊদ (আঃ)-এর ছিয়ামকে সর্বোত্তম বলেছেন। তিনি বলেন, لَاصَوْمَ فَوْقَ صَــوْمِ دَاوُدَ عَلَيْــهِ السَّلاَمُ شَطْرَ الدَّهْرِ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا– ‘দাঊদ (আঃ)-এর ছিয়াম সর্বোত্তম। তা হচ্ছে অর্ধেক বছর। (সুতরাং) একদিন ছিয়াম পালন কর ও একদিন ছেড়ে দাও’।[১৮]

নিষিদ্ধ ছিয়াম :

ইসলাম একটি সুশৃংখল জীবন ব্যবস্থা হিসাবে এর প্রতিটি ইবাদতই নির্ধারিত, পরিমিত ও নিয়ন্ত্রিত। ছাওম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। মনগড়া যেকোন দিনকে মানুষ এজন্য নির্দিষ্ট করতে পারে না এবং ইচ্ছামত ছিয়াম রাখতেও পারে না। নফল ছিয়াম পালনের যেমন দিন-ক্ষণ হাদীছে উল্লেখ আছে, অনুরূপভাবে কিছু কিছু দিনে ও পদ্ধতিতে ছিয়াম পালনে নিষেধাজ্ঞাও হাদীছে বিধৃত হয়েছে। নিম্নে যে সমস্ত ছিয়াম সিদ্ধ নয় এগুলোর বিবরণ তুলে ধরা হ’ল-

(১) ছওমে বিছাল (বিরতীহীন ছিয়াম) :

ছাওমে বিছাল হচ্ছে ইফতার ও সাহারী গ্রহণ ব্যতীত দিনের পর দিন ছিয়াম পালন করা। এটি নিষিদ্ধ ছিয়াম। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিরতিহীন ছিয়াম (ছওমে বিছাল) করতে নিষেধ করলে মুসলমানদের এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আপনি যে ছওমে বিছাল করেন? তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে আমার মত কে আছে? আমি রাত যাপন করি আর আমার প্রতিপালক আমাকে পানাহার করান। অতঃপর লোকেরা যখন অবিরত ছিয়াম পালন করা থেকে বিরত হ’ল না, তখন তিনি তাদেরকে নিয়ে দিনের পর দিন অবিরত ছিয়াম পালন করতে থাকলেন। অতঃপর লোকেরা যখন চাঁদ দেখল, তখন তিনি বললেন, চাঁদ দেরীতে উঠলে আমি আরও বেশী বিছাল করতাম। যখন তারা ছিয়াম থেকে বিরত থাকতে অপসন্দ করল তখন শাস্তি স্বরূপ রাসূল (ছাঃ) এ কথা বলেছিলেন।[১৯]

১৭. *তাহক্বীক্ব তিরমিযী হা/৭৪৭, সনদ ছহীহ।*
১৮. *বুখারী, হা/১৯৮০।*
১৯. *বুখারী, হা/১৯৬৫।*

উক্ত হাদীছ থেকে صوم وصـــال এর নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অবশ্য অতি আগ্রহী ব্যক্তিদেরকে সাহারী পর্যন্ত বিছাল করার সুযোগ দেন। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ বিছাল করতে চাইলে সে যেন সাহারী পর্যন্ত করে’।[২০]

(২) সারা বছরের ছিয়াম :

সারা বছর ছিয়াম পালন নিষিদ্ধ। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) সারা বছর ছিয়াম পালন করতে চাইলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দাঊদ (আঃ)-এর ছিয়ামের কথা উল্লেখ করে বলেন, ‘এর চেয়ে উত্তম ছিয়াম আর নেই’।[২১] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ’ল, যে দিনের বেলায় পানাহার করে না (অর্থাৎ সারা বছর ছিয়াম থাকে)। তিনি বলেন, لاَصَامَ وَلاَ أَفْطَـــرَ ‘সে খায়ও না, পানাহারও করে না।[২২] অন্যত্র এসেছে مَنْ صَامَ الْأَبَدِ فَلاَصَامَ ‘যে ব্যক্তি সারা বছর ছিয়াম রাখে, সে মূলতঃ ছিয়াম রাখে না’।[২৩]

(৩) শনিবারের ছিয়াম :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমাদের উপর ফরযকৃত ছিয়াম ব্যতীত কেউ যেন শনিবারে ছিয়াম না রাখে। আঙ্গুরের লতার বাকল বা গাছের ডাল ছাড়া অন্য কিছু যদি না পায় তবে সে যেন (ভঙ্গ করার জন্য) তাই চিবিয়ে নেয়।[২৪]

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, ومعنى كَرَاهَتِهِ فِيْ هَــذَا أَنْ يَّخُصَّ الرَّجُلُ يَوْمَ السَّبْتِ بِصِيَامٍ، لِأَنَّ الْيَهُوْدَ تُعَظِّــمُ يَــوْمَ السَّبْتِ– ‘এই ছিয়াম মাকরূহ হওয়ার কারণ হচ্ছে, কেবল শনিবারকে (নফল) ছিয়ামের জন্য নির্দিষ্ট করা। কারণ ইহুদীরা শনিবারকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে থাকে’।[২৫]

(৪) শুক্রবারের ছিয়াম :

জুয়াইরিয়া (রাঃ) বলেন, তিনি ছিয়ামরত অবস্থায় রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট প্রবেশ করেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি গতকাল ছিয়াম পালন করেছিলে? তিনি বললেন, না। আবার জিজ্ঞেস করলেন, আগামী দিন ছিয়াম

২০. *বুখারী, হা/১৯৬২।*
২১. *বুখারী হা/১৯৭৬।*
২২. *তাহক্বীক্ব নাসাঈ হা/২৩৭৯।*
২৩. *তাহক্বীক্ব নাসাঈ হা/২৩৭৩।*
২৪. *তাহক্বীক্ব তিরমিযী হা/৭৪৪, সনদ ছহীহ।*
২৫. *ঐ, পৃঃ ১৮৪।*

পালনের ইচ্ছা রাখ? তিনি বললেন না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তাহ'লে ছিয়াম ভেঙ্গে ফেল।[২৬]

বৃহস্পতিবার অথবা শনিবার ছিয়াম রাখার নিয়ত না থাকলে শুধু শুক্রবার ছিয়াম রাখতে রাসূল (ছাঃ) অত্র হাদীছে নিষেধ করেছেন। সুতরাং নফল ছিয়ামের উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র শনিবারকে যেমন নির্দিষ্ট করা যাবে না, তেমনি শুক্রবারকেও নির্দিষ্ট করা যাবে না।

(৫) দুই ঈদের দিনের ছিয়াম :

ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) এই দুই দিন ছিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন। (ঈদুল ফিতরের দিন) যেদিন তোমরা ছিয়াম ছাড়। আরেকদিন, যেদিন তোমরা কুরবানীর গোশত খাও। অর্থাৎ ঈদুল আযহার দিন।[২৭]

(৬) আইয়্যামে তাশরীক এর ছিয়াম :

যিলহজ্জ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখকে আইয়্যামে তাশরীক বলা হয়। ঈদুল আযহার দিনের পরের এই দিনগুলোতে আরবরা গোশত শুকাত বলে এই দিনগুলোকে আইয়্যামে তাশরীক বলা হয়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আইয়ামে তাশরীক হ'ল পানাহার ও আল্লাহ্র যিকরের দিন।[২৮]

নফল ছিয়াম রাখার পদ্ধতি :

নফল ইবাদতে শরীরের হক্ব, স্ত্রী-পরিবারের ও মেহমানের হক্বের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। শরীরকে শাস্তি দিয়ে, পরিবার-পরিজনের সুযোগ-সুবিধার কথা চিন্তা না করে শুধু ছিয়াম পালনকে মুখ্য করা যাবে না। হ'তে পারে বার্ধক্যে গিয়ে অথবা কোন সমস্যার কারণে সে নিজের আমলকে ধরে রাখতে পারবে না অথচ নিয়মিত স্বল্প আমলও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট পসন্দনীয়।[২৯] আবার অন্যদিকে রাসূল (ছাঃ) সাধ্যানুযায়ী নফল আমল গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَاكْلَفُوْا مِنَ الْعَمَلِ مَاتُطِيْقُوْنَ 'তোমরা তোমাদের সাধ্যানুযায়ী আমল গ্রহণ করো'।[৩০]

এ প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বলেন, হে আব্দুল্লাহ! আমি এই সংবাদ পেয়েছি যে, তুমি প্রতিদিন ছিয়াম পালন কর, সারা রাত ছালাত আদায় কর। আমি বললাম, জি হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল। রাসূল (ছাঃ) তখন বলেন, فَلاَ تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ، قُمْ وَنَمْ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُوْمَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ- 'তুমি এরূপ করবে না। তুমি ছিয়াম রাখ, আবার ছেড়ে দাও। ছালাত আদায় কর আবার ঘুমাও। কারণ তোমার উপর তোমার শরীরের হক্ব রয়েছে। রয়েছে চোখের হক্ব, তোমার স্ত্রী ও মেহমানের হক্ব। এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট যে, তুমি প্রতি মাসে তিনদিন ছিয়াম পালন করবে। কেননা প্রত্যেক নেক আমলের বদলে তোমার জন্য রয়েছে দশগুণ নেকী। এভাবে সারা বছরের ছিয়াম হয়ে যায়'। (আব্দুল্লাহ বলেন) আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি আরো বেশী করতে সক্ষম। আমাকে তখন আরও কঠিন আমলের অনুমতি দেয়া হ'ল। আমি বললাম, আল্লাহ্র রাসূল! আমি আরো বেশী শক্তি রাখি। তিনি বলেন, আল্লাহ্র নবী দাঊদ (আঃ)-এর ছিয়াম পালন কর। এর চেয়ে বেশি করতে চেয়ো না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্র নবী দাঊদ (আঃ)-এর ছিয়াম কেমন? তিনি বললেন, অর্ধ বছর (একদিন পর পর ছিয়াম রাখা)। আব্দুল্লাহ বৃদ্ধ বয়সে বলতেন, আহা! আমি যদি নবী (ছাঃ) প্রদত্ত সহজতর বিধান কবুল করে নিতাম।[৩১]

অত্র হাদীছে দু'টি বিষয় লক্ষণীয়। একটি হচ্ছে নফল ইবাদতের দিকে ছাহাবায়ে কেরামের আগ্রহ ও মনোবল। দ্বিতীয়তঃ নিজের সক্ষমতার কথা চিন্তা করা। সুতরাং নিজের মনোবল দৃঢ় করে যথাসাধ্য নফল আমলে ব্রতী হওয়া আমাদের জন্য উচিত হবে।

নফল ছিয়ামের নিয়ত, নফল ছিয়াম ভাঙ্গা ও উহার ক্বাযা :

'নিয়ত' অর্থ সংকল্প। যা মুখে উচ্চারণ করতে হয় না। মনে মনে সংকল্প করাই যথেষ্ট। নফল ছিয়ামের নিয়ত সাহারীর পূর্বে করা শর্ত নয়। পরেও নিয়ত করা যায়। কোন ওযর ব্যতীত নফল ছিয়াম ভাঙ্গা যায়। পরে তার কোন কাযা করারও আবশ্যকতা নেই।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার নিকট এসে বললেন, তোমাদের নিকট কিছু আছে কি? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন, তবে আমি ছিয়াম রাখলাম। অন্য একদিন তিনি আমাদের নিকট আসলেন,

২৬. *বুখারী, হা/১৯৮৬।*
২৭. *বুখারী, হা/১৯৯০, ১৯৯১, ১৯৯৩, ১৯৯৫।*
২৮. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫২।*
২৯. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২৪২।*
৩০. *বুখারী, হা/১৯৬৬, ২/৩৬১।*

৩১. *বুখারী, হা/১৯৭৫, ২/৩৬৫।*

আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)! আমাদেরকে ‘হায়স’ (খেজুর, পনির ও ময়দা মিশ্রিত হালুয়া) দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন, উহা আমাকে দেখাও! আমি ছিয়ামের নিয়ত করেছি। আয়শা (রাঃ) বলেন, অতঃপর তিনি উহা খেলেন।[৩২]

আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) (আমার মা) উম্মু সুলাইম এর ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি তাঁর সামনে ঘি ও খেজুর পেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ঘি পাত্রে ও খেজুর ঝুঁড়িতে রেখে দাও। কারণ আমি ছায়েম। তিনি ঘরের এক পাশে গিয়ে নফল ছালাত আদায় করলেন ও উম্মু সুলাইম ও তাঁর পরিজনের জন্য দো‘আ করলেন। সেই সাথে আনাস (রাঃ)-এর জন্য দো‘আ করেন এই বলে যে, اَللَّهُمَّ ارْزُقْهُ مَالاً وَوَلَدًا وَبَارِكْ لَهُ فِيْـــهِ ‘হে আল্লাহ তুমি তাকে মাল ও সন্তান-সন্ততি দান কর ও তাতে বরকত দাও’। আনাস (রাঃ) বলেন, দো‘আর বরকতে তিনি হয়েছিলেন আনছারদের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের অন্যতম ও তার মৃত সন্তানের সংখ্যাই ছিল একশ বিশের অধিক’।[৩৩]

উল্লিখিত হাদীছগুলো প্রমাণ করে যে, নফল ছিয়ামের নিয়ত পরেও করা যায়। নফল ছিয়াম পালনকারীর সামনে খাবার পরিবেশন করলে ইচ্ছা করলে তিনি ছিয়াম ভাঙ্গতে পারেন। যদি তিনি ছিয়াম না ভাঙ্গেন তবে খাবার পরিবেশনকারীদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণের দো‘আ করবেন। সুতরাং বিনা ওযরে নফল ছিয়াম ভাঙ্গা যায়। তার কোন কাযা করতে হয় না।

উল্লেখ্য, হাফছা ও আয়েশা (রাঃ)-এর নফল ছিয়াম ভাঙ্গার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন, ‘তোমরা উভয়ে এর পরিবর্তে একদিন ছিয়াম রেখে দিও’ মর্মে তিরমিযীতে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ।[৩৪]

সমাপনী :

নফল ছিয়াম একটি গুরুত্বপূর্ণ নফল ইবাদত। উপরের আলোচনা থেকে আমরা এই ইবাদতের বিভিন্ন ধরনের ফযীলতের কথা জানতে পেরেছি। কিন্তু ক’জন গুরুত্ব দেয় এ সমস্ত ফযীলতের? যারা রামাযানের টানা একমাস ছিয়াম রাখেন তাদের মধ্যেও বা ক’জন উদ্বুদ্ধ হন এসব ফযীলত অর্জনের? নফল বা সুন্নাত পালন না করলে গুনাহ হবে না বলে উড়িয়ে দিলেও তা অনাদায়ে বিরাট কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হ’তে হবে- এতে কোন সন্দেহ নেই। জাহান্নাম থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করতে ও আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করতে নফল ছিয়াম তথা নফল ইবাদত বড় নিশ্চিন্ত পাথেয়। হাদীছে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ বলেন,

وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِى بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْـــهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِى يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِى يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِى يُبْصِرُ بِهِ وَيَـــدَهُ الَّتِى يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِى يَمْشِى بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِى لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِى لَأُعِيْذَنَّهُ.

‘আমি যা কিছু আমার বান্দার উপর ফরয করেছি, কেবল তা দ্বারাই কেউ আমার নৈকট্য লাভ করবে না; বরং আমার বান্দা সর্বদা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকবে। এমনকি অবশেষে আমি তাকে আমার এমন প্রিয় পাত্র বানিয়ে নেই যে, আমিই তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে। আমিই তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে। আর আমিই তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমিই তার পা হয়ে যায়, যা দ্বারা সে চলে। সে যদি আমার কাছে কোন কিছু চায়, তবে আমি নিশ্চয়ই তাকে তা দান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দেই।[৩৫]

আসুন! ইবাদত-বন্দেগীর ভরা মৌসুম এই যৌবনকে আমরা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আরও রূপ লাবণ্য দান করি। আশা করা যায়, ক্বিয়ামতের সেই ভয়াল পরিস্থিতিতে অগ্নিসম খরতাপে ছায়াবিহীন প্রান্তরে আমরা আল্লাহ্র আরশের ছায়াতলে ছায়া গ্রহণ করতে পারব। কারণ ক্বিয়ামতের দিন যেই সাত শ্রেণীর লোক আল্লাহ্র আরশের নীচে ছায়া পাবে, তাদের মধ্যে ঐ যুবক অন্যতম, যে তার যৌবনকে আল্লাহ্র ইবাদতে কাটায়’।[৩৬] আল্লাহ আমাদের সঠিক ভাবে নফল ইবাদত করার তাওফীক দান করুন- আমীন!!

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ’ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

৩২. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৭৬।*
৩৩. *বুখারী, হা/১৯৮২, ২/৩৭০।*
৩৪. *তাহক্বীক্ব তিরমিযী, হা/৭৩৫, সনদ দুর্বল।*
৩৫. *বুখারী হা/৬৫০২ ‘রিকাক’ অধ্যায়, ‘বিনীত হওয়া’ অনুচ্ছেদ।*
৩৬. *বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৪৯।*

www.at-tahreek.com

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

আন্তর্জাতিক তাফসীরুল কুরআন প্রতিযোগিতায় হাফেয সাইফুল ইসলাম প্রথম

এ বছর ২৯ আগষ্ট থেকে ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জর্ডানের রাজধানী আম্মানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক তাফসীরুল কুরআন প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের ছাত্র হাফেয সাইফুল ইসলাম বিশ্বের ৬০টি দেশের প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছেন। প্রথম পুরস্কার বিজয়ী হিসাবে হাফেয সাইফুল জর্ডানের বাদশাহ দ্বিতীয় আব্দুল্লাহ্‌র পক্ষে ধর্মমন্ত্রী ড. আব্দুস সালাম আল-ইবাদীর হাত থেকে নগদ ৫ লক্ষ টাকার সমমানের দীনার, ক্রেস্ট ও সনদপত্র গ্রহণ করেন। তিনি ঢাকার মহাখালীস্থ জামে'আ ইসলামিয়া ইবরাহীমিয়া মাদরাসা থেকে হিফযুল কুরআন সম্পন্ন করেন এবং বর্তমানে ব্রাহ্মণবাড়িয়াস্থ জামে'আ দারুল আরকাম আল-ইসলামিয়া মাদরাসায় অধ্যয়নরত। উল্লেখ্য, হাফেয সাইফুল ইসলাম ইতিপূর্বে ২০০৪ সালে দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে নগদ ৪০ লক্ষ টাকার সমমূল্যের দিরহাম, ২০০৪ সালে সঊদী আরবে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক হিফয প্রতিযোগিতায় ৪র্থ স্থান অধিকার করে নগদ ৭ লক্ষ টাকা সমমানের সঊদী রিয়াল, ২০০৫ সালে জর্ডানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে নগদ ৩ লক্ষ টাকা সমমূল্যের দীনার এবং ২০০৯ সালে ইরানে অনুষ্ঠিত হিফয প্রতিযোগিতায় ৪র্থ স্থান অধিকার করে ১৫ ভরি স্বর্ণ লাভ করেন।

দেশে মাদক মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে

ঢাকা রেঞ্জের পুলিশের ডিআইজি মোখলেসুর রহমান বলেছেন, সমাজের এমন কোন জায়গা নেই যেখানে মাদক নেই। পুলিশ ফেনসিডিল পান করছে। কতিপয় ডাক্তার অপারেশনে যাওয়ার আগে ফেনসিডিল পান করে যান। ছেলেমেয়ে, আত্মীয়-স্বজনের কেউ না কেউ গাঁজা-ফেনসিডিলের মতো মাদকে আসক্ত। মাদক এখন মহামারী আকার ধারণ করেছে। বলতে দ্বিধা নেই, মাদকদ্রব্যের বেশকিছু কুটির শিল্প আছে দেশের বিভিন্ন জায়গায়। গত ১৫ সেপ্টেম্বর সকালে রাজধানীর সেগুনবাগিচাস্থ কার্যালয়ের সভাকক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে ঈদোত্তর অপরাধ বিষয়ক সভায় তিনি এসব কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, পর্ণোগ্রাফির অবস্থা এতই খারাপ যে, লাখ লাখ পর্ণো সিডি এখন হাটবাজারে মুড়ি-মুড়কির মতো বিক্রি হচ্ছে।

যৌনকর্ম ও ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসাবে স্বীকৃতি দেবে না ইসি

নির্বাচন কমিশন যৌনকর্ম ও ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসাবে স্বীকৃতি না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জাতীয় পরিচয়পত্রের জন্য যে তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা হচ্ছে সেখানে যৌনকর্মী ও ভিক্ষুকদের পেশা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। ইতিপূর্বে ঐ তথ্য ভাণ্ডারের জন্য প্রাথমিকভাবে যে ৩০টি পেশা বাছাই করা হয়েছিল তার মধ্যে যৌনকর্ম ও ভিক্ষাবৃত্তি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

দেশের ২৫ ভাগ মানুষ এখনও হতদরিদ্র

দেশে এখনও শতকরা ২৫ ভাগ মানুষ হতদরিদ্র। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির হার বাড়লেও ৫ম শ্রেণী থেকে শতকরা ৩৫ ভাগ ঝরে যায়। 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) এবং বৈশ্বিক উন্নয়ন সহযোগিতা' শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে বিশেষজ্ঞরা এসব তথ্য তুলে ধরেন। সেমিনারে জানানো হয়, দেশে শতকরা ৫ ভাগ লোক ৩৭.৬৪ ভাগ সম্পদের মালিক আর সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র জনগোষ্ঠী মাত্র ৯.৩৬ ভাগ সম্পদের মালিক।

দেশে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ১১ লাখ

আইন মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে বর্তমানে দেশে বিচারাধীন মোট মামলার সংখ্যা ১১ লাখ ২৫ হাযার ৯০৪টি। পাঁচ বছর আগে এই সংখ্যা ছিল ছয় লাখ ৪৫ হাযার ৪৮৫টি। পুরোনো মামলা সময়মতো নিষ্পত্তি না হওয়ার সঙ্গে ব্যাপক হারে নতুন মামলা হওয়ায় মামলাজট বাড়ছে। সর্বশেষ চলতি বছরের জানুয়ারী পর্যন্ত হিসাবে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে পাঁচ হাযার ২৬০টি এবং হাইকোর্টে তিন লাখ ২৫ হাযার ৫৭১টি মামলা বিচারাধীন। আর দেশের ৬৪টি যেলায় বিচারাধীন দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার সংখ্যা সাত লাখ ৯৫ হাযার ৭৩টি। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী অনিষ্পন্ন দেওয়ানী মামলার সংখ্যা হ'ল খুলনায় ৬৫ হাযার ৭৯২। চট্টগ্রামে এর সংখ্যা ৫৯ হাযার ৪৬৫। দেওয়ানী মামলার হিসাবে তৃতীয় অবস্থান ঢাকার। রাজধানীতে অনিষ্পন্ন দেওয়ানী মামলা ৩৯ হাযার ২৩৯টি। আর সবচেয়ে বেশী অনিষ্পন্ন ফৌজদারী মামলা নারায়ণগঞ্জে। সেখানে অনিষ্পন্ন ফৌজদারী মামলার সংখ্যা আট হাযার ৪৩৫টি।

১১ বছরে বিএসএফ কর্তৃক এক হাযার বাংলাদেশী নিহত

সীমান্তে ভারতের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) কর্তৃক বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা, অপহরণ ও পুশইনের মতো অপরাধ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন কিছুতেই থামছে না। বিগত ১১ বছরেরও কম সময়ে ১ হাযারের বেশী বাংলাদেশী নাগরিককে হত্যা করেছে বিএসএফ। তাদের হাতে গত এক মাসে শুধু চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে ৫ বাংলাদেশী খুন হয়েছেন, আহত হয়েছেন ২০ জন। মানবাধিকার সংস্থা অধিকারের রেকর্ড অনুযায়ী ২০০০ সালের ১ জানুয়ারী থেকে গত ৩১ আগষ্ট (২০১০) পর্যন্ত ৯৯৮ বাংলাদেশী নাগরিককে হত্যা করেছে বিএসএফ। একই সময়ে বিএসএফের হামলায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারাত্মক আহত হয়েছেন ৯২৩ জন, অপহরণের শিকার হয়েছেন ৯৩৩ জন, নিখোঁজ হয়েছেন ১৮৬ জন ও পুশইনের শিকার হয়েছেন ২৩৫ জনের বেশী। ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ১৫ নারী। পরিসংখ্যান বলছে, চলতি বছর বিএসএফের হাতে নিহত হয়েছেন ৪৯ জন। এর আগে বিএসএফের হত্যার শিকার হয়েছেন ২০০৯ সালে ৯৬, ২০০৮ সালে ৬২, ২০০৭ সালে ১২০, ২০০৬ সালে ১৪৬, ২০০৫ সালে ১০৪, ২০০৩ সালে ৪৩, ২০০২ সালে ১০৫, ২০০১ সালে ৯৪ এবং ২০০০ সালে ৩৯ বাংলাদেশী নাগরিক।

বিদেশ

জার্মানির স্কুলে ইসলাম ধর্ম পড়ানো হবে

জার্মানির লোয়ার সাক্সনি রাজ্যের স্কুলে ইসলাম ধর্ম পড়ানো হবে। জার্মানীতে এই প্রথম কোন রাজ্যে সরকার এই সিদ্ধান্ত নিল। এই রাজ্যে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রী যেসব স্কুলে অধিক পরিমাণে রয়েছে, সেসব স্কুলে ইসলাম ধর্ম সরকারী নির্দেশে পড়ানো শুরু হবে ২০১২ সাল থেকে। অন্য কিছু রাজ্যেও এ ধরনের প্রাথমিক পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে এবং কয়েকটি রাজ্যে পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হয়েছে ইসলাম ধর্ম নিয়ে পড়াশোনা।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি সাতজনে একজন গরীব

যুক্তরাষ্ট্রে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বেড়ে ১৪ দশমিক ৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এই হিসাব অনুযায়ী বিশ্বের সবচেয়ে ধনী রাষ্ট্রটিতে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ৪ কোটি ৩৬ লাখ। এক বছর আগেও এ হার ছিল ১৩ দশমিক ২ শতাংশ। সে হিসাব অনুযায়ী গত বছর দেশটিতে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ছিল ৪ কোটি। যুক্তরাষ্ট্রের শুমারী ব্যুরো জানিয়েছে, গত বছর প্রতি সাতজনে একজন মার্কিনী দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করেছে।

ফ্রান্সের সিনেটে বোরক্বা নিষিদ্ধ বিল পাস

ফ্রান্সের সিনেটে গত ১৫ সেপ্টেম্বর নারীদের জনসাধারণের চলাচলের স্থানে বোরক্বা পরা নিষিদ্ধ করার বিল অনুমোদিত হয়েছে। বিতর্কিত এই বিলটির পক্ষে ২৪৬ ও বিপক্ষে মাত্র একটি ভোট পড়ে। বিলটির প্রতিবাদে বিরোধীদলীয় বেশীর ভাগ আইন প্রণেতা ভোট দানে বিরত থাকেন। এখন এই বিলটি আইনে পরিণত করতে অবশ্যই নযরদারী সংস্থা সাংবিধানিক পরিষদের অনুমোদন লাগবে। এর আগে গত জুলাইয়ে বিলটি পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে ব্যাপক ভোটে অনুমোদিত হয়। উল্লেখ্য, পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশী মুসলমান রয়েছে ফ্রান্সে। তাদের সংখ্যা প্রায় ৫০ লাখ। এর মধ্যে প্রায় দুই হাযার নারী পর্দা জাতীয় পোশাক ব্যবহার করেন।

ইরাকে মার্কিন অভিযান শেষ; উদ্বাস্তু ২০ লাখ ইরাকী

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বলেছেন, 'ইরাকে আমাদের চড়া মূল্য দিতে হয়েছে। তাই সেখানে লড়াই বন্ধের পেছনে কেবল ইরাকের নয়, যুক্তরাষ্ট্রের বড় স্বার্থ আছে'। ইরাকে মার্কিন বাহিনীর লড়াইয়ের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা উপলক্ষে গত ৩১ আগষ্ট জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে এ মন্তব্য করেন ওবামা। নির্বাচনী প্রচারের সময় ২০১০ সালের ৩১ আগস্টের মধ্যে ইরাকে লড়াই শেষ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ওবামা। প্রতিশ্রুতি অনুসারে গত ১৮ আগষ্ট মার্কিন বাহিনীর সর্বশেষ যুদ্ধসেনারা ইরাক ছাড়ে। এর ফলে ইরাকে মার্কিন সেনাদের সাড়ে সাত বছরব্যাপী লড়াইয়ের আনুষ্ঠানিক অবসান ঘটল। ২০১১ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশটিতে ৪৯ হাযার ৭০০ মার্কিন সেনা মোতায়েন থাকলেও তারা কোন লড়াইয়ে অংশ নেবে না। কেবল ইরাকী বাহিনীকে প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা দেবে। ১৬ মাসের জন্য পরিকল্পিত এ নতুন মিশনের নাম 'অপারেশন নিউ ডন'।

ক্ষয়-ক্ষতি : এ দীর্ঘ সময়ে ইরাকে ৪,৪২৭ জন মার্কিন সৈন্য নিহত ও অন্তত ৩২ হাযার আহত হয়েছে। এ যাবৎ নিহত ইরাকীর সংখ্যা সাত লাখ ৪০ হাযার। ২০ লাখ ইরাকী উদ্বাস্তু হয়েছে। যুদ্ধের কারণে ইরাকের মধ্যেই বাসস্থান পরিবর্তন করেছে আরো অন্তত ১৬ লাখ মানুষ। ইরাক যুদ্ধে এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ব্যয় হয়েছে ৭৪ হাযার ৮০০ কোটি মার্কিন ডলার। তবে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ মিলিয়ে ব্যয় লাখ কোটি ডলার ছাড়িয়ে গেছে। এ হামলার কারণে প্রতি এক হাযার নবজাতকের মধ্যে মারা গেছে ৮০ জন। সেখানে ২০০৪ সালের তুলনায় লিউকেমিয়া বেড়েছে ৩৮ গুণ আর স্তন ক্যান্সার ১০ গুণ।

৯/১১ এর নবম বর্ষপূর্তিতে কুরআনের পাতা পুড়িয়েছে এক খৃষ্টান

পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিন ৯/১১ এর নবম বর্ষপূর্তিতে 'গ্রাউন্ড জিরোজ দু'ব্লক উত্তরে পার্ক ৫১ এলাকায় ১০০ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে মসজিদ ও ইসলামিক কম্যুনিটি সেন্টারের বিরোধিতা করার জন্য ফ্লোরিডার ডোভ ওয়ার্ল্ড আউটরিচ সেন্টার চার্চের পাদ্রী টেরি জোন্স পবিত্র কুরআন মাজীদ পোড়ানোর ঘোষণা দিলেও বিশ্বব্যাপী তীব্র প্রতিবাদের মুখে সে ন্যক্কারজনক অপতৎপরতা থেকে বিরত থাকে। তবে ঐ একই দিন শ্বেতাঙ্গ অপর এক আমেরিকান কুরআনের কয়েকটি পাতা ছিঁড়ে তাতে অগ্নিসংযোগ করেছে।

যুক্তরাষ্ট্র সঊদী আরবের কাছে ছয় হাযার কোটি ডলারের অস্ত্র বিক্রি করছে

যুক্তরাষ্ট্র সঊদী আরবের কাছে ছয় হাযার কোটি ডলারের অস্ত্র বিক্রির চিন্তা-ভাবনা করছে। এসব অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে অত্যাধুনিক জঙ্গী বিমান, হেলিকপ্টার ও ক্ষেপণাস্ত্র বিধ্বংসী প্রযুক্তি। অস্ত্র বিক্রির এ চুক্তি চূড়ান্ত হ'লে মার্কিন ইতিহাসে এটাই হবে অস্ত্র বিক্রির সবচেয়ে বড় ঘটনা। ইরানের সম্ভাব্য হুমকি মোকাবিলায় এসব বিক্রি করা হচ্ছে বলে মার্কিন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের সবচেয়ে বড় জ্বালানী তেল রফতানীকারক দেশ সঊদী আরবের কাছে ৮৪টি নতুন এফ-১৫ জঙ্গী বিমান, ৭০টি এপাচি, ৭২টি ব্লাকহক ও ৩৬ লিটলবার্ড হেলিকপ্টার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য অস্ত্র বিক্রি করবে। এছাড়া রাডার ফাঁকি দিতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র, লেজার-নিয়ন্ত্রিত জেডিএএম বোমা এবং আরও কিছু অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রও রয়েছে।

মুসলিম জাহান

ফের অগ্নিগর্ভ কাশ্মীর; নিহত শতাধিক

ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে ফের অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। স্বাধীনতার দাবীতে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছে সেখানকার জনগণ। পরিস্থিতি সামাল দিতে জারী করা হয়েছে কারফিউ। গত ১১ জুন স্বাধীনতাকামীদের বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশের গুলিতে ১৭ বছরের এক ছাত্র নিহত হওয়ার পর থেকে অগ্নিগর্ভ কাশ্মীরে নতুন করে সৃষ্ট সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে। এতে এ পর্যন্ত শতাধিক ব্যক্তি নিহত হয়েছে। উদ্ভূত সংকট নিরসন এবং সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মনমোহনসিংয়ের বাসভবনে গত ১৫ সেপ্টেম্বর সর্বদলীয় এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু সেনাবাহিনীকে বেসামরিক ব্যক্তির উপর গুলি চালিয়ে হত্যার জন্য প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রত্যাহার করা হবে কি-না সে প্রশ্নে কোন কার্যকর সিদ্ধান্ত ছাড়াই আলোচনা ভেঙ্গে যায়। তবে বৈঠকের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাশ্মীরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য ৩৯ সদস্যের একটি সর্বদলীয় রাজনৈতিক প্রতিনিধি দল ভারতীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরমের নেতৃত্বে ২০ সেপ্টেম্বর কাশ্মীরে যায়। তারা স্বাধীনতাকামী বিভিন্ন দলের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। এদিকে কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামী আন্দোলনের নেতারা তাদের দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন। গত ২১ সেপ্টেম্বর হুররিয়াত কনফারেন্স নেতা সৈয়দ আলী শাহ গিলানী বলেন, তাদের দাবির মধ্যে রয়েছে কাশ্মীরকে একটি আন্তর্জাতিক বিরোধপূর্ণ অঞ্চল ঘোষণা, ঐ অঞ্চল থেকে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী প্রত্যাহার ও যরূরী অবস্থা প্রত্যাহার। এগুলো বাস্তবায়িত না হলে আন্দোলন বন্ধ করা হবে না। উল্লেখ্য, কাশ্মীরে ১৮টি স্বাধীনতাকামী দল রয়েছে।

তুরস্কে সংবিধান সংশোধনে জনগণের রায়

তুরস্কে অনুষ্ঠিত গণভোটে সে দেশের সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব জয়যুক্ত হয়েছে। 'হ্যাঁ' প্রস্তাবে ৫৮ শতাংশ ও 'না' প্রস্তাবে ৪২ শতাংশ ভোট পড়েছে। সরকারী সূত্রে বলা হয়েছে, দেশের সাত কোটি ৪৮ হাযার লোকের মধ্যে মোট ভোটার চার কোটি ৯৫ লাখ। মোট ভোটারের ৭৮ শতাংশ ভোট দিয়েছেন। মধ্য আনাতোলিয়ায় সর্বোচ্চ সংখ্যক 'হ্যাঁ' ভোট পড়েছে। অন্যদিকে সবচেয়ে বেশী 'না' ভোট পড়েছে রাজধানী ইস্তাম্বুলে। কর্মকর্তারা বলছেন, প্রস্তাবিত সংশোধনী পাস হলে বেসামরিক আদালতের কাছে দেশের সেনাবাহিনীর জবাবদিহিতা ও বিচারক নিয়োগের ব্যাপারে পার্লামেন্টের ক্ষমতা বাড়বে, সরকারী কর্মকর্তারা ধর্মঘট করার আইনগত অধিকার পাবেন এবং ১৯৮০ সালের সামরিক অভ্যুত্থানে জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হবে।

ইরাকী কারাগারে নির্বিচারে নির্যাতন চলছে

-অ্যামেনেস্টি

ইরাকী কারাগারগুলোতে বিনা বিচারে হাযার হাযার মানুষ আটক রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা 'অ্যামেনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল'। সংস্থার নতুন একটি প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, সেখানে শারীরিক ও মানসিকসহ বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন চালানো হচ্ছে বন্দীদের ওপর। অ্যামেনেস্টির হিসাব অনুযায়ী প্রায় ৩০ হাযার মানুষ বন্দী আছে ইরাকী কারাগারে। কারাগারেই নির্যাতনের শিকার হয়ে অনেকের মৃত্যু হয়েছে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

তৃষ্ণায় পানি চাইবে গাছ!

বিশ্বপ্রকৃতিকে সুন্দর রাখতে গাছের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। শুধু গাছ লাগালেই চলবে না; প্রয়োজন যত্ন নেয়া। আর এ যত্ন নিতে গিয়ে কেউ বেশী সার ও পানি প্রয়োগ করছেন। কেউবা আবার কম। কিন্তু গাছের জন্য সার ও পানি কম বা বেশী উভয়ই ক্ষতিকর। আর এ ক্ষতিকর অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য 'দ্য স্মার্টক্রপ টিএম অটোমেটেড ড্রট মনিটরিং সিস্টেম' নামে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের এগ্রিকালচারাল রিসার্চ সার্ভিস (এআরএস)-এর বিজ্ঞানীরা একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। এ পদ্ধতিতে গাছের প্রয়োজন হ'লে গাছই মালিকদের কাছে পানি চাইবে। আবার অতিরিক্ত পানি হ'লে তাও জানিয়ে দেবে গাছই। পদ্ধতিটি এরূপ- গাছের পানি প্রয়োজন হ'লে কৃষকরা তাদের সেলফোনে মেসেজ বা বার্তা পাবেন। আর প্রয়োজন না হলে তাও উল্লেখ থাকবে। এজন্য ক্ষেতে একটি থার্মোমিটার স্থাপন করা হবে। ব্যাটারী চালিত এ থার্মোমিটারটি ঐ ক্ষেতে গাছের পাতার তাপমাত্রা নির্ণয় করবে। এ তথ্য চলে যাবে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত স্টেশনে। সেখানে এ তথ্য সংরক্ষণ হবে। আর ঐ কেন্দ্রে থাকবে সেলফোনে মেসেজ পাঠানোর মডেম। ঐ মডেম কৃষকদের সেলফোনে তার ক্ষেত সম্পর্কিত তথ্য মেসেজে পাঠিয়ে দিবে। গাছের পানি প্রয়োজন হ'লে তা উল্লেখ করা হবে এ মেসেজে। আবার যদি পানি বেশী থাকে অথবা তাপমাত্রা কম-বেশী হয়, সে সম্পর্কিত তথ্যও জানা যাবে ঐ মেসেজেই।

কথায় চার্জ হবে মোবাইল!

কথায় চিঁড়ে ভিজুক আর না-ই ভিজুক, এখন থেকে অন্তত কথায় মুঠোফোন সেট চার্জ হবে। কোরিয়ার একদল বিজ্ঞানী সম্প্রতি এমনই এক তথ্য জানিয়েছে। ইয়াং জান পার্ক ও সাং ওয়াও কিম নামের দুই কোরীয় বিজ্ঞানীর যুক্তি অনুযায়ী একটি স্পিকার যদি বৈদ্যুতিক তরঙ্গকে শব্দে রূপান্তরিত করতে পারে, তবে শব্দও বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হ'তে পারে। আর এটা করা সম্ভব হ'লে মোবাইলে চার্জ দিতে আলাদাভাবে বিদ্যুৎ ব্যয় করতে হবে না; বরং মোবাইল ব্যবহারকারী যখনই ফোনে কথা বলবে, তাঁর সেই কথায় ফোনসেটে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত হবে। তাদের প্রত্যাশা, এ পদ্ধতি জাতীয় গ্রিডেও বড় ধরনের বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে সক্ষম হবে।

১৭০ পৃষ্ঠার বই স্ক্যান হবে মাত্র এক মিনিটে

বর্তমানে বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের স্ক্যান যন্ত্রের প্রচলন রয়েছে। তবে সম্প্রতি বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী স্ক্যানিং যন্ত্র আবিষ্কারের ঘোষণা দিলেন জাপানের বিজ্ঞানীরা। এর ফলে মাত্র এক মিনিটেই ১৭০ পৃষ্ঠার একটি বই স্ক্যান করা যাবে। এ যন্ত্রের সঙ্গে রয়েছে একটি ক্যামেরা, যেটি সেকেন্ডে ৫০০টি পর্যন্ত স্ন্যাপ নিতে সক্ষম। শিল্পজাত পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিত করতেও এটি ব্যবহার করা যাবে। এছাড়া এ সিস্টেমটি গাড়ি চালানোর সময় রাস্তায় কোন খানাখন্দ আছে কি-না তা জানান দেবে চালককে। ফলে অনেক দুর্ঘটনা এড়ানো যাবে।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

আহলেহাদীছ আন্দোলন সেক্যুলার বা পপুলার নয়, বরং পিওর ইসলামী আন্দোলনের নাম

-কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলনে আমীরে জামা'আত

রাজশাহী ২৬ ও ২৭ আগষ্ট রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার : গত ২৬ ও ২৭ আগষ্ট রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ প্রস্তাবিত দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর দুই দিন ব্যাপী বার্ষিক বর্ধিত কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, এ আন্দোলনের নির্ভেজাল দাওয়াত পপুলার ইসলামকে একদিন পরাজিত করে পিওর ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবেই ইনশাআল্লাহ। তিনি বলেন, আজকের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি ও বিচার ব্যবস্থা সবকিছুই ব্যর্থ। এ সবই পঙ্গু সমাজ ব্যবস্থার বাহ্যিক চাকচিক্য সর্বস্ব রূপ মাত্র। অথচ আসল সত্য লুকিয়ে আছে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বুকে। এটাকে বের করে এনে সমাজে প্রতিষ্ঠা দানে যারা শপথ গ্রহণ করেছেন, যারা বায়'আতবদ্ধ হয়েছেন তাদের মাধ্যমেই একদিন এদেশে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে ইনশাআল্লাহ। উল্লেখ্য যে, আমীরে জামা'আতের উদ্বোধনী ভাষণের মধ্য দিয়ে ১ম দিন বাদ আছর সম্মেলন শুরু হয়। দেশের বিভিন্ন যেলা থেকে বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য, সাধারণ পরিষদ সদস্য ও অগ্রসর কর্মীগণ সম্মেলনে যোগদান করেন।

মুহতারাম আমীরে জামা'আতের উদ্বোধনী ভাষণের পর যেলা প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে সংগঠনের উন্নতি ও অগ্রগতি সম্পর্কে পরামর্শমূলক বক্তব্য পেশ করেন মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ (কুমিল্লা), জনাব আবুল হাশেম (কুষ্টিয়া-পূর্ব), গোলাম যিল-কিবরিয়া (কুষ্টিয়া-পশ্চিম), মফিযুল হক (কুড়িগ্রাম), ডাঃ আওনুল মা'বূদ (গাইবান্ধা-পশ্চিম), মাওলানা নূরুল ইসলাম (জামালপুর), মাহফূযুর রহমান (জয়পুরহাট), রবীউল ইসলাম (ঝিনাইদহ), সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব (ঢাকা), আব্দুল ওয়ারেছ (দিনাজপুর-পূর্ব), আফযাল হোসাইন (নওগাঁ), আবূবকর (নাটোর), খায়রুল আযাদ (নীলফামারী), বেলালুদ্দীন (পাবনা), আব্দুল হামীদ বিন শামসুদ্দীন (পিরোজপুর), সরদার আশরাফ হোসাইন (বাগেরহাট), আব্দুর রহীম (বগুড়া), মানছূরুর রহমান (মেহেরপুর), বযলুর রশীদ (যশোর), আব্দুল হাদী মাষ্টার (রংপুর), আব্দুর রঊফ (রাজবাড়ী), ডাঃ ইদরীস আলী (রাজশাহী), মুহাম্মাদ মুর্তযা (সিরাজগঞ্জ), আব্দুল মান্নান (সাতক্ষীরা) প্রমুখ।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও রাজশাহী বিভাগীয় সম্পাদক ড.এস.এম. আযীযুল্লাহ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'সোনামণি' পরিচালক ইমামুদ্দীন, 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী' নওদাপাড়ার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, 'আন্দোলন'-এর প্রবীণ শূরা সদস্য আলহাজ্জ আব্দুর রহমান (সাতক্ষীরা), সঊদী আরবের আল-খাবজী শাখার সভাপতি তোফাযযল হোসাইন (কুমিল্লা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আব্দুল্লাহ জামান (কিশোরগঞ্জ) প্রমুখ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট)। কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ সম্মেলনে নিম্নোক্ত প্রস্তাব সমূহ পেশ করেন, যা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।-

১. জনগণ বা সংসদ নয়, আল্লাহকে সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস হিসাবে ঘোষণা করতে হবে এবং তাঁর প্রেরিত সর্বশেষ 'অহি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে সকল বিষয়ে চূড়ান্ত সমাধান হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

২. দেশে প্রচলিত ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বিমুখী ধারাকে সমন্বিত করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক একক ও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে।

৩. প্রচলিত সূদভিত্তিক ও শোষণমূলক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা বাতিল করে দেশে একক ইসলামী অর্থব্যবস্থা চালু করতে হবে।

৪. এ সম্মেলন মাদরাসা শিক্ষার আধুনিকায়নের নামে সেখানে ইসলামী বিষয়গুলি কমিয়ে এবং ব্যবহারিক বিষয় সমূহ বাড়িয়ে দ্বীনী শিক্ষাকে সংকুচিত না করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে। সাথে সাথে মাদরাসায় ছেলে ও মেয়েদের সহশিক্ষা, এক তৃতীয়াংশ মহিলা শিক্ষিকা নিয়োগ এবং ছবি টাঙানো বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানাচ্ছে।

৫. এ সম্মেলন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের হিজাব পরিধানে বাধ্য করা যাবে না মর্মে হাইকোর্টের রায়ে এবং সেই সাথে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক পরিপত্র জারিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং অবিলম্বে এই পরিপত্র প্রত্যাহারের জোর দাবী জানাচ্ছে।

৬. এ সম্মেলন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও অন্যান্য নেতা-কর্মীদের উপর বিগত চারদলীয় জোট সরকারের আরোপিত মিথ্যা মামলা সমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য বর্তমান সরকারের প্রতি জোর দাবী জানাচ্ছে।

কর্মী প্রশিক্ষণ

রাজশাহী ২৬ আগষ্ট বৃহস্পতিবার: 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে সদ্য সমাপ্ত দেশব্যাপী যেলাভিত্তিক কর্মী প্রশিক্ষণে বাছাইকৃত কর্মীদের সমন্বয়ে অদ্য আল-মারকাযুল

ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্সে সংক্ষিপ্ত কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মুহতারাম আমীরে জামা'আতের উদ্বোধনী ভাষণের মধ্য দিয়ে সকাল ৯-টায় মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। অতঃপর সাতটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, মাওলানা ছফিউল্লাহ, অধ্যাপক আব্দুল হামীদ বিন শামসুদ্দীন, ড. এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন প্রমুখ। অতঃপর বাদ যোহর হ'তে আছর পর্যন্ত পশ্চিম পার্শ্বস্থ প্রস্তাবিত **দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয়** জামে মসজিদে সকলকে একত্রিতভাবে প্রশিক্ষণ ও প্রশ্নোত্তর পরিচালনা করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। সবশেষে 'আমরা কি চাই, কেন চাই, কিভাবে চাই' এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। প্রশিক্ষণে দেশের বিভিন্ন যেলা থেকে বাছাইকৃত মোট ১৯৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

মসজিদের ভিত্তিস্থাপন

মসজিদ নির্মাণের চেয়ে আবাদ করাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

কুষ্টিয়া ২৯ আগষ্ট রবিবার : অদ্য সকাল পৌনে ১১-টায় কুষ্টিয়া শহরের চৌড়হাস মৌজার ঝিনাইদহ রোড সংলগ্ন স্থানে প্রস্তাবিত বায়তুল আমান জামে মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করার পরে অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত মন্তব্য করেন। নির্মিতব্য উক্ত মসজিদকে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচারকেন্দ্রে পরিণত করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। পার্শ্ববর্তী রিজিয়া সা'দ ইসলামিক সেন্টারে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে মেহেরপুর, কুষ্টিয়া-পূর্ব ও পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর নেতা-কর্মী ছাড়াও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, মসজিদ নির্মাণের জন্য উপস্থিত সুধীমণ্ডলী নগদ অর্থ প্রদান করেন এবং অনেকেই দানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, রিজিয়া সা'দ ইসলামিক সেন্টারের চেয়ারম্যান জনাব এডভোকেট সা'দ আহমাদ, কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক নূরুল ইসলাম প্রমুখ।

দাওয়াতী সপ্তাহ পালিত

কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী ৮ই রামাযান বৃহস্পতিবার হ'তে ১৫ই রামাযান বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দেশব্যাপী 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র শাখা সমূহের উদ্যোগে দাওয়াতী সপ্তাহ পালিত হয়। সেখানে 'মাহে রামাযান উপলক্ষ্যে আমাদের আহ্বান' ও অন্যান্য প্রচারপত্র সমূহ বিলি করা হয় এবং সর্বস্তরের জনগণের নিকট আহলেহাদীছ আন্দোলনের দাওয়াত তুলে ধরা হয়।

রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যৌথভাবে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক দেশব্যাপী আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করে। মোট ৩২ জন দায়িত্বশীল মাসব্যাপী একাধারে এই দাওয়াতী কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন। এ সফরে কর্মী ও সুধীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে। উক্ত সফরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হ'ল।-

টাঙ্গাইল ১৫ আগষ্ট রবিবার : অদ্য বাদ আছর ছাতিহাটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' টাঙ্গাইল যেলার উদ্যোগে পবিত্র মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুর রশীদ খলীফার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার।

জামালপুর ১৬ আগষ্ট সোমবার : অদ্য বাদ আছর সেঙ্গুয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জামালপুর যেলার উদ্যোগে আয়োজিত এবং যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ক্বামারুয্যমান বিন আব্দুল বারী।

বায়া, রাজশাহী ১৬ আগষ্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর বায়া বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী মহানগরীর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মহানগর 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ইউনুসুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও দারুল ইফতার সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, মহানগর 'আন্দোলন' -এর সহ-সভাপতি মাওলানা রুস্তম আলী ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার সহকারী শিক্ষক মাওলানা আফযাল হোসাইন প্রমুখ।

গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ১৮ আগষ্ট বুধবার : অদ্য বাদ আছর স্থানীয় রাঘবপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এবং যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম ও সোনামণির সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ।

পটুয়াখালী ১৯ আগষ্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন কালিচন্না আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পবিত্র মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কালিচন্না মসজিদের ইমাম মাওলানা সোহরাব হোসাইন হাওলাদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য ও মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তরীকুযযামান।

মণিরামপুর, যশোর ২০ আগষ্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ যোহর দুর্বাডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যশোর সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এবং যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব গোলাম মোক্তাদির ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক নূরুল ইসলাম।

ঢাকা ২০ আগষ্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর বংশালস্থ মিলনায়তনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অনুষ্ঠানে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলবৃন্দ ছাড়াও বিভিন্ন শাখার নেতা-কর্মী ও সুধীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়া-পশ্চিম ২১ আগষ্ট শনিবার : অদ্য বাদ আছর দৌলতখালি হাজীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এবং যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব গোলাম যিল-কিবরিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব বাহারুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক নূরুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার।

গাবতলী, বগুড়া ২১ আগষ্ট শনিবার : অদ্য বাদ আছর মেন্দিপুর চাকলা সালাফিয়া হাফেযিয়া মাদরাসা ও ইয়াতীমখানা মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা জনাব মাষ্টার তোজাম্মেল হোসাইন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ, 'সোনামণি'র সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ ও রাজশাহীর গোদাগাড়ী মহিলা ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক মাওলানা দুররুল হুদা প্রমুখ। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুর রহীম।

নরসিংদী ২১ আগষ্ট শনিবার : অদ্য বাদ আছর পাঁচদোনা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নরসিংদী যেলার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এবং যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি কাযী আমীনুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জালালুদ্দীন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার।

মেহেরপুর ২২ আগষ্ট রবিবার : অদ্য বাদ যোহর বামুন্দী বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মেহেরপুর সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এবং যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব বাহারুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মাওলানা জাহাঙ্গীর ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক নূরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তরীকুযযামান।

গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা ২২ আগষ্ট রবিবার : অদ্য বাদ আছর গোবিন্দগঞ্জ বি.পি.এড. কলেজে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাইবান্ধা পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে 'রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য' শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ আওনুল মা'বূদ-এর

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর রংপুর বিভাগীয় সম্পাদক ও বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ, 'সোনামণি'র সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ।

সাঘাটা, গাইবান্ধা ২৩ আগষ্ট সোমবার : অদ্য বাদ আছর সাঘাটা কলেজ পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে আয়োজিত এবং যেলা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক মুহাম্মাদ খলীলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর রংপুর বিভাগীয় সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ ও 'সোনামণি'র সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন মাওলানা আহসান আলী।

সিরাজগঞ্জ ২৪ আগষ্ট সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সলঙ্গা থানাধীন কাতিয়ারচর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিরাজগঞ্জ যেলার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এবং যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ মুর্তযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব বাহারুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস।

পাবনা ২৪ আগষ্ট সোমবার : অদ্য বাদ আছর শহরের চাঁদমারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পাবনা যেলার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এবং যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ ও স্থানীয় উপযেলা চেয়ারম্যান জনাব মোশাররফ হোসাইন।

শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২৭ আগষ্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার যৌথ উদ্যোগে যেলার শিবগঞ্জ উপযেলাধীন বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও 'আন্দোলন'-এর রাজশাহী বিভাগীয় সম্পাদক ড. এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর বর্তমান কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

ছিয়াম মানুষকে উন্নত মানুষে পরিণত করে

-আমীরে জামা'আত

সাতক্ষীরা ২৯ আগষ্ট রবিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে দারুল হাদীছ আহমাদিয়াহ সালাফিইয়াহ কমপ্লেক্স বাঁকালে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। উন্নত মানুষ হওয়ার এই প্রশিক্ষণের মাসে তিনি সকলকে যাবতীয় মন্দ স্বভাব ও শিরক-বিদ'আতী রসম-রেওয়াজ পরিহার করে ইসলামের দেখানো ছিরাতে মুস্তাক্বীমের উপর জীবন পরিচালনার আহ্বান জানান।

সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম, শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন প্রমুখ।

সত্তর জন নতুন আহলেহাদীছের বায়'আত গ্রহণ : ইফতারের পূর্বে যেলার আইলা দুর্গত শ্যামনগর উপযেলার ৭০ জন লোক 'আহলেহাদীছ' হয়ে আমীরে জামা'আতের হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন।

হিন্দু যুবকের ইসলাম গ্রহণ : একই দিন ইফতারের পূর্বে পুরাতন সাতক্ষীরার উত্তম কুমার (১৮) নামের জনৈক হিন্দু যুবক মুহতারাম আমীরে জামা'আতের নিকট কালেমায়ে শাহাদাত পাঠের মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। মুহতারাম আমীরে জামা'আত তার নাম রাখেন 'আব্দুল্লাহ'।

আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম

বাগেরহাট ২৪ আগষ্ট মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর বাগেরহাট মেইন রোড, লিচুতলা মোড়ে মাসিক 'আত-তাহরীক' পাঠক ফোরামের অফিস উদ্বোধন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম বাগেরহাট যেলার আহ্বায়ক ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সরদার আশরাফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ গোলাম মোক্তাদির। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা গোবরচাকা আহলেহাদীছ জামে মসজিদের সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আলী ও মোতাওয়াল্লী জনাব আব্দুছ ছবূর। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আহমাদ আলী রহমানী, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা যুবায়ের আহমাদ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বাগেরহাট যেলার সভাপতি মাওলানা আব্দুল মালেক, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মামূনুর রশীদ, 'আন্দোলন'-এর বাগেরহাট শহর শাখা সভাপতি মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর বাগেরহাট শহর শাখার সভাপতি মুহাম্মাদ মনীরুয্যামান প্রমুখ।

প্রবাসী সংবাদ

আলোচনা সভা

সিঙ্গাপুর ৯ আগস্ট সোমবার : অদ্য সকাল ১০-টায় সিঙ্গাপুরের ঐতিহাসিক সুলতান জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিঙ্গাপুর শাখার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সিঙ্গাপুর 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম (কুমিল্লা)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নতুন আহলেহাদীছ হাফেয মাওলানা মুহাম্মাদ শো'আইব আহমাদ (কুমিল্লা)। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিঙ্গাপুর 'যুবসংঘ'-এর বর্তমান সভাপতি মো'আযযম হোসাইন (বগুড়া), সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ সুজন (টাঙ্গাইল), তাবলীগ সম্পাদক মানছূর রহমান (টাঙ্গাইল), ফাকীরুল ইসলাম (মেহেরপুর) ও আবু নাহিদ (নারায়ণগঞ্জ)। অনুষ্ঠানে নতুন আহলেহাদীছদের মধ্য হ'তে বক্তব্য রাখেন এমদাদুল হক (গাইবান্ধা), মহিউদ্দীন আহমাদ (গাযীপুর), আবুবকর ছিদ্দীক (কুমিল্লা), মাযহারুল ইসলাম (পটুয়াখালী), শামসুল হক (গাইবান্ধা), মুঈনুদ্দীন (শরীয়তপুর), ইসমাঈল হোসাইন (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), আব্দুল আযীয (টাঙ্গাইল) প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিঙ্গাপুর শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মুকীত। সুলতান মসজিদ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ছিল প্রাণবন্ত। দ্বীনের সঠিক দাওয়াত পেয়ে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে নব আহলেহাদীছগণ গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। 'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর' 'আন্দোলন'-এর এই মহান শ্লোগানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন তারা। এ অনুষ্ঠানের ফলে আত-তাহরীকের পাঠক সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায়।

যুবসংঘ

সৎ ও মেধাবী ছাত্ররাই জাতির ভবিষ্যৎ

-আমীরে জামা'আত

রাজশাহী ২৫ আগষ্ট বুধবার : 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে নগরীর সাফাওয়াং চাইনিজ রেষ্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, আদর্শ ছাত্র ও যুবশক্তিই আদর্শ জাতি উপহার দিতে পারে। আর 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' আদর্শ মানুষ গড়ার সংগঠন। তিনি 'যুবসংঘ'কে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মডেল ছাত্র সংগঠন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ছাত্রদের প্রতি আহ্বান জানান।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাফেয মুকাররমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব বাহারুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক নূরুল ইসলাম ও অর্থ সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি ও 'সোনামণি'-এর বর্তমান কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন এবং মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-এর ছাত্র মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে চার শতাধিক ছাত্র অংশগ্রহণ করে। রাবি 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মান্নান অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন।

আদালতের রায়

বগুড়ার গাবতলী থানার মামলা থেকে আমীরে জামা'আত বেকসুর খালাস

মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** বিরুদ্ধে বিগত চারদলীয় জোট সরকারের পক্ষ থেকে ৬টি যেলায় দায়ের করা ষড়যন্ত্রমূলক ১০টি মিথ্যা মামলার মধ্যে গত ৩০ সেপ্টেম্বর'১০ বৃহস্পতিবার মামলাটিতে নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় বেকসুর খালাস পেয়েছেন। দীর্ঘ পাঁচ বছর চার মাস তদন্ত ও শুনানী শেষে রাষ্ট্রপক্ষ অভিযোগ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় বগুড়া অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদলত-১-এর বিচারক কাযী শাহিনা নিগার মামলার রায়ে তাঁকে সহ অন্যান্য আসামীদেরকে বেকসুর খালাস প্রদান করেন। উল্লেখ্য যে, ২০০৫ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী দিবাগত মধ্যরাতে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় চার নেতাকে তৎকালীন সরকার প্রথমে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে। অতঃপর বিভিন্ন যেলায় বোমাবাজি, ব্যাংক ডাকাতি ও হত্যা সহ মোট ১০টি মিথ্যা মামলায় শ্যোন এরেষ্ট দেখায়। এখন বগুড়া স্পেশাল জজ আদালতে আরও দু'টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে এবং নওগাঁতে একটি হত্যা মামলা তদন্তাধীন রয়েছে। উল্লেখ্য যে, এটাই ছিল বর্তমান সরকারের আমলে প্রথম একটি মামলার রায়।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১) : জনৈকা মহিলা তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার ৪/৫ মাস পর অন্যত্র বিবাহ হয়। বিবাহের এক মাস পর সন্তান হয়। এ সন্তান কোন পক্ষের হবে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত সন্তান পূর্বের স্বামীর হবে। কারণ পরের বিবাহ বৈধ হয়নি। সন্তান পেটে থাকা অবস্থায় অন্যত্র বিবাহ জায়েয নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যার পেটে সন্তান থাকে তার ইদ্দতের সময়সীমা হ'ল সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত' *(তালাক ৪)*। সুবাই'আ বিনতে হারেছ আসলামী (রাঃ) বলেন, সন্তান প্রসবের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে অন্যত্র বিবাহের অনুমতি প্রদান করেন *(ছহীহ আবুদাউদ হা/২৩০৬)*।

প্রশ্ন (২/২) : জনৈক ব্যবসায়ী কিছু টাকা জমা রাখে বিপদের সময়ে কাজে লাগানোর জন্য। কোন লোকের প্রয়োজনে তা কর্য দেয়া হয়। সে সময় মত টাকা ফেরত দিতে না পারায় কর্যদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ কারণে গ্রহীতা কিছু টাকা বেশী দিতে চায়। এটা নেয়া যাবে কি?

-অলিউর রহমান
মুজগুন্নী, যশোর।

উত্তর : কর্য গ্রহীতা স্বেচ্ছায় বেশী দিলেও তা গ্রহণ করা যাবে না। কারণ কর্যের লাভ গ্রহণ করা সূদ। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ছাহাবীগণ কর্যের লাভ অপসন্দ করতেন এবং যে কর্য লাভ নিয়ে আসে তা নিষেধ করতেন *(বায়হাক্বী, ইরওয়া হা/১৩৯৭)*। কর্য হবে স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য, দুনিয়াবী স্বার্থের জন্য নয়।

প্রশ্ন (৩/৩) : 'মাক্বামে মাহমূদ' স্থান না মর্যাদা?

-সৈয়দ ফয়েয
ধামতী, কুমিল্লা।

উত্তর : আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'মাক্বামে মাহমূদ হচ্ছে সুফারিশ' *(আহমাদ, সিলসিলা ছাহীহাহ হা/২৩৬৯; আলোচনা দ্রঃ ইবনু খুযায়মাহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৪৬০; তিরমিযী হা/৩১৩৭)*। কা'ব ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের মাঠে মানুষকে উঠানো হবে। 'আমি এবং আমার উম্মত একটি উপত্যকার উপর থাকব। আমার প্রতিপালক আমাকে সবুজ হুল্লা পরাবেন। তারপর আমাকে কথা বলার অনুমতি দেয়া হবে। তখন আমি আল্লাহ্র ইচ্ছায় যা বলার বলব। এটাই হচ্ছে মাক্বামে মাহমূদ' *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/২৩৭০, ইবনে হিব্বান হা/৬৪৪৫)*। উক্ত স্থান থেকে সুফারিশের জন্য আল্লাহ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে পাঠাবেন। আর তাকেই মাক্বামে মাহমূদ বলা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, যে সমস্ত হাদীছে এর অর্থ কুরসী ও আরশ করা হয়েছে এবং আল্লাহ্র পাশে তাকে বসানো হবে মর্মে উল্লিখিত হয়েছে সে সমস্ত হাদীছ জাল ও মুনকার *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৪৬৫, ৬৩৩৩, ৫১৬৬, ৫০০৮, ২৬৪০)*।

প্রশ্ন (৪/৪) : জানাযা পড়িয়ে লাশ দাফন করা হ'লে সেই লাশের গায়েবানা জানাযা পড়া যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ
হাকিমপুর, হরিশপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : কোন মুসলিম ব্যক্তির জানাযা না হ'লে তার জন্য গায়েবানা জানাযা পড়া যাবে। অনুরূপ অমুসলিম দেশে কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার জানাযা না হ'লে ঐ ব্যক্তির গায়েবানা জানাযা করা যাবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৬৫২)*। কিন্তু যার জানাযা হয়েছে তার গায়েবানা জানাযা করার ব্যাপারে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ গায়েবানা জানাযা পড়েছেন মর্মে কোন বিবরণ পাওয়া যায় না *(বিস্তারিত দ্র. ছালাতুর রাসূল, পৃঃ ১২৪)*।

প্রশ্ন (৫/৫) : যেসব ব্যাংকে সূদের লেনদেন হয় এবং যেসব প্রতিষ্ঠান সূদের ভিত্তিতে পরিচালিত সেসব প্রতিষ্ঠানে চাকরী করা যাবে কি?

-আবুল হুসাইন
উত্তর নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তর : ঐসব প্রতিষ্ঠানে চাকরী করা যাবে না। এতে পাপের সহযোগিতা করা হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা সূদকে হারাম করেছেন *(বাক্বারাহ ২৭৫)*। সূদদাতা, গ্রহীতা, লেখক ও সাক্ষী সবাইকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অভিশাপ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৭)*।

প্রশ্ন (৬/৬) : মানুষের আমলনামা লেখক ফেরেশতার সংখ্যা কতজন? তারা কোথায় থাকেন? তাদের কি পরিবর্তন হয়, না তারা মৃত্যু পর্যন্ত নির্ধারিত থাকেন।

-আব্দুল মতীন

www.at-tahreek.com

ভবানীগঞ্জ, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : আদম সন্তানের আমল লিপিবদ্ধ করার জন্য দু'জন ফেরেশতা নির্ধারিত থাকেন, যারা মানুষের ডানে ও বামে অবস্থান করেন। আল্লাহ বলেন, 'যখন দুই ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে তার কর্ম লিপিবদ্ধ করে' *(ক্বাফ ১৭)*। ডান দিকের ফেরেশতা সৎ আমল ও বাম দিকের ফেরেশতা গোনাহ লিপিবদ্ধ করে থাকেন *(কুরতুবী, তাফসীর ইবনে কাছীর)*। ফেরেশতাদ্বয় সর্বাবস্থায় মানুষের পাশে থাকেন, কেবল প্রস্রাব-পায়খানা, স্ত্রী সহবাস ও গোসলের সময় তারা দূরে সরে থাকেন' বলে যে হাদীছ প্রচলিত আছে, তা 'খুবই দুর্বল' (ضعيف جدًّا) *(সিলসিলা যঈফাহ হা/২২৪৩)*। তবে আল্লাহ লজ্জাশীলতাকে ভালবাসেন। তাই এসব সময়ে পর্দা করার নির্দেশ রয়েছে *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪৭)*। দূরে থাকার অর্থ এটা নয় যে, ফেরেশতারা অগোচরে থাকেন। বরং আল্লাহ বলেন, মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী সর্বদা তার নিকটে থাকে' *(ক্বাফ ১৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'অবশ্যই তোমাদের উপর রয়েছে তত্ত্বাবধায়কগণ'। 'সম্মানিত লেখকবৃন্দ'। 'তারা সবকিছু অবগত হন, যা তোমরা কর' *(ইনফিত্বার ১০-১২)*। এক্ষণে ঐ ফেরেশতাগণের পরিবর্তন হয়, না একই ফেরেশতা স্থায়ীভাবে থাকেন, সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানা যায় না।

প্রশ্ন (৭/৭) : আমি তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করার চেষ্টা করি। অনেক সময় জাগতে না পারায় ছুটে যায়। এমতাবস্থায় কিভাবে বিতর পড়তে হবে?

-আব্দুল্লাহ
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তর : তাহাজ্জুদ ছালাত ছুটে গেলে দিনে পড়ে নেয়া ভাল। আয়েশা (রাঃ) বলেন, যে কোন কারণে রাতে ছালাত ছুটে গেলে, নবী করীম (ছাঃ) দিনে ১২ রাক'আত ছালাত আদায় করতেন *(মুসলিম হা/১৭৩৯, ৪৩ 'মুসাফিরের ছালাত' অধ্যায়)*। তাহাজ্জুদ রাসূলের জন্য ছিল নির্ধারিত নফল ছালাত *(বনু ইস্রাঈল ৭৯)*। অন্যদেরকেও রাত্রির নফল ছালাত আদায়ে উৎসাহিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ফরয ছালাতের পর সর্বোত্তম ছালাত হ'ল রাতের ছালাত' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩৯)*। তিনি বলেন, আল্লাহর নিকট প্রিয়তম নেক আমল হ'ল যা নিয়মিত করা হয়। যদিও তা কম হয়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২৪২)*। কিন্তু দুর্বল মানুষ সবসময় একটি নেক আমল নিয়মিতভাবে করতে সক্ষম হয় না। সেকারণ তিনি বলেন, 'তাহাজ্জুদের নিয়তে ঘুমিয়ে গেলেও পরে যদি কেউ সময়মত উঠতে না পারে, তাহ'লে নিয়তের কারণে ঐ ব্যক্তি পূর্ণ নেকী পাবে এবং উক্ত ঘুম তার জন্য ছাদাক্বা হবে' *(নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, ইরওয়া হা/৪৫৪)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'যদি কেউ আগ রাতে বিতরের পর দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করে এবং শেষ রাতে তাহাজ্জুদে উঠতে সক্ষম না হয়, তাহ'লে উক্ত দু'রাক'আত তার জন্য যথেষ্ট হবে' *(দারেমী, মিশকাত হা/১২৮৬)*। আল্লাহ বলেন, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে অবিচ্ছিন্ন পুরস্কার' *(হা-মীম সাজদাহ ৮, তীন ৬)*। অতএব দু'এক রাত ছুটে গেলেও তাহাজ্জুদের অভ্যাস জারি রাখা কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কেউ বিতর রেখে ঘুমিয়ে গেলে সে যেন সকালে বিতর পড়ে নেয়' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১২৬৮)*। অন্য বর্ণনায় আছে, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'কেউ বিতর রেখে ঘুমিয়ে গেলে অথবা ভুলে গেলে যখন স্মরণ হবে অথবা যখন ঘুম থেকে জাগবে, তখন সে যেন বিতর পড়ে নেয়' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১২৭৯)*।

প্রশ্ন (৮/৮) : আমার মা আমার নানার জমিতে দীর্ঘ দিন থেকে বসবাস করেন। সেখানে তাকে কবর দেয়া যাবে কি? মৃতকে বাবা-মার পাশে কবর দেয়াতে কোন ফযীলত আছে কি?

আব্দুল আহাদ
মুজগুন্নী, যশোর।

উত্তর : দেয়া যাবে। তবে কবরস্থানে কবর দেওয়াই ভাল *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩০০)*। পিতা-মাতার পাশে কবর দেওয়ার কোন ফযীলত আছে বলে জানা যায় না। তবে ওমর ফারূক (রাঃ) রাসূলের পাশে কবরস্থ হওয়ার জন্য আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট যে আবেদন করেছিলেন, তার কারণ হিসাবে ইবনু হাজার বলেন, এটা ছিল আল্লাহর রহমতে শরীক হওয়ার জন্য, যা নেককার ব্যক্তিদের উপরে নাযিল হয় এবং নেককার ব্যক্তিদের দো'আ পাওয়ার জন্য যারা সেখানে যেয়ারত করেন' *(ফৎহুল বারী হা/১৩৯২-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (৯/৯) : যাকারিয়া (আঃ)-কে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা হত্যা করার জন্য ধাওয়া করলে তিনি গাছের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। গাছ তাকে আশ্রয় দেয়। শয়তান তাদেরকে এ খবর জানিয়ে দিলে গাছটিকে তারা করাত দিয়ে চিরে ফেলে। এ ঘটনার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মামুনুর রশীদ
সিধাইড়, তানোর, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত ঘটনা সঠিক নয় *(আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ২/৫৪)*। বিভিন্ন তাফসীর ও ইতিহাস গ্রন্থে এ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। যা বানোয়াট ইসরাঈলী বর্ণনা মাত্র।

প্রশ্নঃ (১০/১০) : জনৈক ব্যক্তি তার পুত্রবধুর সাথে যেনায় লিপ্ত হয়। এমতাবস্থায় তার পুত্রের বিবাহ বিচ্ছেদ হবে কি? স্বামী যদি ঐ স্ত্রীর সাথে ঘর-সংসার করে তাহ'লে সে গোনাহগার হবে কি?

-নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক
সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : ঐ ব্যক্তি জঘন্যতম পাপ করেছে, যার জন্য শরী'আতে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। তবে এই অবৈধ কর্মের জন্য স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদ হবে না। কারণ কোন অবৈধ সম্পর্ক কোন বৈধ বিবাহকে হারাম করে না। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'যেনা বৈবাহিক বন্ধনকে হারাম করে না' *(মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, বায়হাক্বী, ইরওয়া ৬/২৮৭ পৃঃ, হা/১৮৮১)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, এক লোক তার শাশুড়ীর সাথে যেনা করলে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'তারা পাপী। কিন্তু এ পাপ তার স্ত্রীকে তার জন্য হারাম করে না' *(বায়হাক্বী, ইরওয়া ৬/২৮৮ পৃঃ)*। আলী (রাঃ) বলেন, যেনা বৈধ বিবাহ বন্ধনকে হারাম করতে পারে না *(ইরওয়া ৬/২৮৮ পৃঃ, তা'লীক্ব বুখারী)*। স্বামী ঐ স্ত্রীর সাথে ঘর-সংসার করায় দোষ হবে না। কিন্তু যদি সে স্ত্রীর উক্ত অবৈধ কর্মকে মেনে নেয় ও তাকে আরও সুযোগ দেয়, তাহ'লে সে 'দাইউছ' হবে এবং তার জন্য জান্নাত হারাম হবে' *(আহমাদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩৬৫৫ 'দণ্ড বিধি' অধ্যায় ৬ অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (১১/১১) : যাকাতের অর্থ মসজিদ নির্মাণের কাজে ব্যয় করা যাবে কি?

-সুরাইয়া
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর : আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন যাকাত বন্টনের যেসব খাত উল্লেখ করেছেন, মসজিদ তার অন্তর্ভুক্ত নয় *(তওবা ৬০)*। সুতরাং মসজিদ নির্মাণের জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে না *(ফিক্বহুস সুন্নাহ 'যাকাত বন্টন' অধ্যায়, ১/৪৭০ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১২/১২) : অন্যের সন্তানকে নিজ সন্তান হিসাবে গ্রহণ করা যাবে কি?

-আদিবা
কৃষ্ণপুর, পাবনা।

উত্তর : এ নিয়ম জাহেলী যুগে চালু থাকলেও ইসলাম একে নিষিদ্ধ করেছে *(আহযাব ৪ ও ৫ নং আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)*। যে কেউ নেকীর উদ্দেশ্যে ইয়াতীম বা দরিদ্র সন্তানকে লালন-পালন করতে পারে। তবে সে যখন থেকে বুঝতে শিখবে তখন তাকে জানিয়ে দিতে হবে যে, লালন-পালনকারী তার প্রকৃত বাবা-মা নয়।

প্রশ্ন (১৩/১৩) : আমার ছেলে বিভিন্ন অন্যায়ের সাথে জড়িত। কোন ক্রমেই সে অন্যায় বর্জন করে না। তার মা তার অন্যায়ের সহযোগিতা করে। এমতাবস্থায় সন্তানকে তাজ্যপুত্র করা যাবে কি এবং এ ধরনের স্ত্রীর সাথে সংসার করা যাবে কি?

-এহসানুল হক
রাণীর বন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর : ছেলেকে তাজ্যপুত্র করা যাবে না। ভাল করার প্রাণপণে চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ্র ভয় দেখাতে হবে *(আহমাদ, মিশকাত হা/৬১)*। স্ত্রীকেও ভাল উপদেশ দিতে হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৩৮)*। শেষ পরিণতি হিসাবে তাকে তালাক দিতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৩৯)*।

প্রশ্ন (১৪/১৪) : শোনা যায়, পিতা-মাতা আছে এমন শিশুদের মাথায় হাত বুলালে দশ নেকী হয়। কিন্তু ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলালে তার মাথার চুলের সমপরিমাণ নেকী পাওয়া যায়, এ কথার ছহীহ দলীল জানতে চাই।

-আব্দুল হালীম
হরিপুর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : পিতা-মাতা আছে এমন শিশুর মাথায় হাত বুলালে দশটি ছওয়াব হয় কথাটি সঠিক নয়। আর ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলালে তার মাথার চুলের সমপরিমাণ ছওয়াব পাওয়া যায় মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(আহমাদ, মিশকাত হা/৪৯৭৪, যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১৫১৩)*। তবে অন্য হাদীছে এসেছে যে, ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলালে অন্তর কোমল হয় *(আহমাদ সনদ হাসান, ছহীহাহ হা/৮৫৪; মিশকাত হা/৫০০১)*।

প্রশ্নঃ (১৫/১৫) : কাদিয়ানী মতবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন?

-শায়খুল ইসলাম
সরকারী আযিযুল হক কলেজ, বগুড়া।

উত্তর : কাদিয়ানী সম্প্রদায় কাফের। চৌদ্দশ' হিজরীর প্রথম দিকে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর (১৮৩৫-১৯০৮) মাধ্যমে মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য ইংরেজদের সহযোগিতায় এ সম্প্রদায় জন্মলাভ করে *(পৃঃ ১১৮-২২)*। গোলাম আহমাদ প্রথমে নিজেকে মুজাদ্দিদ ও ইমাম মাহদী দাবী করে। এরপর নিজেকে ঈসা ইবনু মারইয়াম বলে দাবী করে। এমনকি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে দাবী করে *(পৃঃ ১০৮)*।

নিম্নে তাদের কিছু আক্বীদা্ উল্লেখ করা হ'ল ঃ (১) তারা বিশ্বাস করে যে, স্বয়ং আল্লাহ্ ছালাত আদায় করেন, ছওম পালন করেন, ঘুমান, জাগ্রত থাকেন, লিখেন, সঠিক করেন, ভুল করেন, স্ত্রীর সাথে মিলিত হন ইত্যাদি *(পৃঃ ৯৭)*। (২) তারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে শেষনবী বলে স্বীকার করে না *(পৃঃ ১০২)*। (৩) তারা বিশ্বাস করে যে, গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী নবী ও রাসূলগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ *(পৃঃ ১০৩, ১০৮)*। (৪) তারা বিশ্বাস করে যে, গোলাম আহমাদের নিকট জিবরীল (আঃ) অহি নিয়ে আগমন করতেন *(পৃঃ ১০৬)*। (৫) যারা গোলাম আহমাকে বিশ্বাস করে না তাদেরকে তারা 'কাফির' আখ্যা দিয়ে থাকে এবং তাদেরকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী মনে করে *(পৃঃ ১২২)*। (৬) তারা মুসলিমদের পিছনে ছালাত আদায় করাকে জায়েয মনে করে না এবং মুসলমানদের

www.at-tahreek.com

সাথে বিবাহ-শাদী হারাম মনে করে ও তাদের কবরস্থানে মুসলমানদের দাফন নিষিদ্ধ বলে' *(পৃঃ ৩৪, ৩৬-৩৭)*।

(৭) বৃটিশ প্রভুদের খুশী করার জন্য গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী তার বায়'আত নামায় বলেন, যে ব্যক্তি ইংরেজ হুকুমতের আনুগত্য করে না, বরং তাদের বিরুদ্ধে মিছিল করে, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়' *(পৃঃ ১২১-২২)*। ইংরেজরা সবচেয়ে ভয় পায় মুসলমানদের জিহাদী জাযবাকে। তাই তিনি লেখেন, তোমরা এখন থেকে জিহাদের চিন্তা বাদ দাও। কেননা দ্বীনের জন্য যুদ্ধ হারাম হয়ে গেছে। এখন ইমাম ও মসীহ এসে গেছেন এবং আসমান থেকে আল্লাহ্র নূর অবতরণ করেছেন। অতএব কোন জিহাদ নেই। সুতরাং যারা এখন আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করবে, তারা আল্লাহ্র শত্রু' *(পৃঃ ১১৯)*। (৮) তাঁর লিখিত বই 'আল-কিতাবুল মুবীন'-কে তারা কুরআনের ন্যায় মনে করে যা বিশ পারায় সমাপ্ত এবং এর বিরোধী সবকিছুকে তারা বাতিল গণ্য করে *(পৃঃ ১০৮, ১১৭)*। (৯) তারা কাদিয়ান শহরকে মক্কা-মদীনার চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ মনে করে এবং ঐ শহরের মাটিকে তারা 'হারাম শরীফ' বলে *(পৃঃ ১১১-১২)*। (১০) তারা তাদের দ্বীনকে পৃথক ও নতুন পরিপূর্ণ দ্বীন মনে করে। গোলাম আহমদের সাথীদেরকে 'ছাহাবা' এবং তার অনুসারীদের নতুন 'উম্মত' বলে *(পৃঃ ১১০)*। (১১) কাদিয়ানে তাদের বার্ষিক সম্মেলনকে 'হজ্জ' মনে করে *(১১৬)*। এছাড়াও তাদের বহু মন্দ আক্বীদা রয়েছে *(বিস্তারিত দ্রঃ ইহসান ইলাহী যাহীর, আল-ক্বাদিয়ানিয়াহ : দিরাসাত ও তাহলীল (রিয়াদ : ১৪০৪/১৯৮৪) পৃঃ ৯৪-১২৩; ১৫৪-৫৯)*।

গোলাম আহমাদের শেষ পরিণতি : অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স-এর সেক্রেটারী ও সাপ্তাহিক 'আখবারে আহলেহাদীছ' পত্রিকার সম্পাদক আবুল অফা ছানাউল্লাহ্ অমৃতসরী (রহঃ) অনেকগুলি মুনাযারায় তাকে পরাজিত করেন। মাওলানা ছানাউল্লাহ্র আগুনঝরা বক্তৃতা ও ক্ষুরধার লেখনীতে অতিষ্ঠ হয়ে গোলাম আহমাদ ১৯০৭ সালের ১৫ই এপ্রিল তারিখে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে মাওলানা ছানাউল্লাহকে 'মুবাহালা' করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমাদের দু'জনের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী, তাকে যেন আল্লাহ সত্যবাদীর জীবদ্দশায় মৃত্যু দান করেন'। আল্লাহ মিথ্যুকের দো'আ কবুল করেন এবং বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৩ মাস ১০ দিন পর ১৯০৮ সালের ২৬ মে কঠিন কলেরায় আক্রান্ত হয়ে নাক-মুখ দিয়ে পায়খানা বের হওয়া অবস্থায় এই ভণ্ডনবী ন্যাক্কারজনকভাবে লাহোরে নিজ কক্ষের টয়লেটে মৃত্যুবরণ করেন। অথচ মুবাহালা গ্রহণকারী সত্যসেবী আহলেহাদীছ নেতা আল্লামা ছানাউল্লাহ আমৃতসরী মৃত্যুবরণ করেন মিথ্যাবাদীর মৃত্যুর প্রায় ৪০ বছর পরে ১৯৪৮ সালের ১৫ই মার্চ তারিখে। *ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ*।

প্রশ্ন (১৬/১৬) : কুরআন মাজীদের আয়াত মোবাইলের রিংটোন হিসাবে ব্যবহার করা যাবে কি?

-ওবায়দুল্লাহ
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তর : যাবে না। এতে কুরআন মজীদের অবমাননা হয়। কারণ এতে আয়াত ও শব্দের যেকোন স্থানে বন্ধ করা হ'তে পারে। পবিত্র অপবিত্র যেকোন স্থানে এবং আগ্রহী অনাগ্রহী যেকোন ব্যক্তির কাছে তেলাওয়াত হ'তে পারে, যা অসিদ্ধ *(বুখারী, মিশকাত হা/২৫২)* এবং কুরআনের জন্য অসম্মানজনক। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই এটি সম্মানিত কুরআন'। 'যা ছিল সুরক্ষিত কিতাবে'। 'পূত-পবিত্রগণ ব্যতীত যাতে কেউ স্পর্শ করে না' 'যা বিশ্বপালকের নিকট হ'তে অবতীর্ণ' *(ওয়াক্বি'আহ ৭৭-৮০)*।

প্রশ্ন (১৭/১৭) : মহিলারা জুম'আর ছালাত মসজিদে গিয়ে জামা'আতের সাথে আদায় করতে পারে কি?

-আমীনুল ইসলাম
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তর : মহিলাদের জন্য জুম'আর জামা'আতে অংশগ্রহণ করা জায়েয। যদি সেখানে পর্দার ব্যবস্থা থাকে এবং মহিলা শারঈ লেবাস পরিহিতা হন ও সুগন্ধি না মাখেন। যদি স্বামী বা অভিভাবকের অনুমতি থাকে। অন্য কোন সমস্যা না থাকলে অভিভাবকদের নিষেধ করা উচিত নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা আল্লাহ্র দাসীদের মসজিদে যাওয়া থেকে নিষেধ করো না *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১০৫৯-৬০)*। তবে সাধারণভাবে তাদের জন্য গৃহে ছালাত আদায় করাই উত্তম' *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/১০৬২-৬৩)*। জুম'আয় গেলে খুৎবার মাধ্যমে তারা অনেক কিছু শিখতে পারেন। যেকারণ অনেক মহিলা ছাহাবী জুম'আয় অংশগ্রহণ করতেন ও রাসূলের খুৎবা শুনতেন। যেমন উম্মে হেশাম বিনতে হারেছাহ (রাঃ) বলেন, আমি খুৎবায় রাসূলের মুখে শুনে শুনে সূরা ক্বাফ-এর প্রথমাংশ মুখস্ত করেছি'। ইনি ছিলেন রাসূলের নিকটতম প্রতিবেশী' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০৯; মির'আত ২/৩১০; তাফসীর ইবনে কাছীর, সূরা ক্বাফ)*।

প্রশ্ন (১৮/১৮) : ঈদের ছালাতের অতিরিক্ত তাকবীর সমূহে হাত তোলা যাবে কি?

-শাহীনুর রহমান
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : ঈদের অতিরিক্ত তাকবীরগুলোতে হাত তোলা যাবে *(ফিরইয়াবী, সনদ ছহীহ, মওকূফ, ইরওয়া ৩/১১৩)*। ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকবীরের সাথে হাত উঠাতেন *(ইরওয়া হা/৬৪১)*। মালেক ইবনে আনাস (রাঃ) বলতেন, তোমরা অতিরিক্ত তাকবীর সমূহে হাত তোল *(ইরওয়া ৩/১১৩ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১৯/১৯) : দোতলা মসজিদের নীচের তলা মার্কেট করা যায় কি?

- আব্দুল হান্নান
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তর ঃ মসজিদের নীচে বা উপরে মার্কেট করা যায় *(মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ৩১/২৫৯)*।

প্রশ্ন (২০/২০) : সাত ভাগে কুরবানী দেয়া যাবে কি?

-আহমাদ
বিরল, দিনাজপুর।

উত্তর : মুক্বীম অবস্থায় ভাগে কুরবানী করার কোন বিধান নেই। বরং একটি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি পশু কুরবানী করাই যথেষ্ট। তবে সামর্থ্য থাকলে একাধিক পশুও কুরবানী করতে পারবে। সফর অবস্থায় ভাগা কুরবানী করা সম্পর্কে ছহীহ দলীল রয়েছে। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হ'ল।

(১) আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি শিংওয়ালা সুন্দর সাদা-কালো দুম্বা আনতে বললেন... অতঃপর দো'আ পড়লেন

بِسْمِ اللهِ اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ–

উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন মুহাম্মাদিন ওয়া আলি মুহাম্মাদিন ওয়া মিন উম্মাতি মুহাম্মাদিন।

অর্থঃ 'আল্লাহ্‌র নামে, হে আল্লাহ। আপনি কবুল করুন মুহাম্মাদের পক্ষ হ'তে, তার পরিবারের পক্ষ হ'তে ও তাঁর উম্মতের পক্ষ হ'তে'। এরপর উক্ত দুম্বা কুরবানী করলেন *(ছহীহ মুসলিম, ছহীহ তিরমিযী হা/১২১০, ছহীহ আবুদাঊদ হা/২৪২৩; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩১২৮; মিশকাত, পৃঃ ১২৭, ২৮, হা/১৪৫৪ 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ)*।

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জে আরাফার দিনে সমবেত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'হে জনমণ্ডলী! নিশ্চয়ই প্রতিটি পরিবারের উপরে প্রতি বছর একটি করে কুরবানী' *(সনদ ছহীহ, ছহীহ তিরমিযী হা/১২২৫; ছহীহ আবুদাঊদ হা/২৪২১; ছহীহ নাসাঈ হা/৩৯৪০; ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/২৫৩৩; মিশকাত হা/১৪৭৮)*।

(৩) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরেও তাঁর সুন্নাত অনুযায়ী ছাহাবীগণের মধ্যে প্রত্যেক পরিবারের পক্ষ থেকে একটা করে কুরবানী করার প্রচলন ছিল। যেমন আতা ইবনু ইয়াসির ছাহাবী আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ)-কে রাসূলের যুগে কেমনভাবে কুরবানী করা হ'ত মর্মে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'একজন লোক একটি বকরী দ্বারা নিজের ও নিজের পরিবারের পক্ষ হ'তে কুরবানী দিত। অতঃপর তা নিজে খেত ও অন্যকে খাওয়াত *(ছহীহ তিরমিযী হা/১২১৬ 'কুরবানী' অধ্যায়; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৫৩৩ 'নিজ পরিবারের পক্ষ হতে একটা বকরী কুরবানী করা' অনুচ্ছেদ, 'কুরবানী' অধ্যায়)*।

(৪) প্রখ্যাত ছাহাবী আবু সারীহা (রাঃ) বলেন, 'একটি পরিবারের পক্ষ থেকে একটা অথবা দু'টা করে বকরী কুরবানী করা হ'ত *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৫৪৭)*। ইমাম শাওকানী (রহঃ) উপরোক্ত পরপর তিনটি হাদীছ পেশ করে বলেন, হক কথা হ'ল, একটি পরিবারের পক্ষ হ'তে একটি ছাগলই যথেষ্ট, যদিও সেই পরিবারের সদস্য সংখ্যা শতাধিক হয়' *(নায়লুল আওত্বার ৬/১২১ পৃঃ, 'একটি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি ছাগল কুরবানী করাই যথেষ্ট' অনুচ্ছেদ)*।

ভাগা কুরবানী : সফরে থাকাকালীন সময়ে ঈদুল আযহা উপস্থিত হ'লে একটি পশুতে একে অপরে শরীক হয়ে ভাগে কুরবানী করা যায়। যেমন-

(ক) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। এমতাবস্থায় কুরবানীর ঈদ উপস্থিত হ'ল। তখন আমরা সাত জন একটি গরুতে ও দশ জন একটি উটে শরীক হ'লাম *(ছহীহ তিরমিযী হা/১২১৪; ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/৩১২৮, ছহীহ নাসাঈ হা/৪০৯০; সনদ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/১৪৬৯, 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ)*।

(খ) জাবির (রাঃ) বলেন, হুদায়বিয়ার সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। তখন একটি গরুতে সাত জন ও একটি উটে সাত শরীক হয়ে কুরবানী করেছিলাম *(ছহীহ মুসলিম হা/১৩১৮ 'হজ্জ' অধ্যায়; ছহীহ আবুদাঊদ হা/২৪৩৫; ছহীহ তিরমিযী হা/১২১৪; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩১৩২)*।

(গ) জাবির (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে হজ্জের সফরে ছিলাম। তখন সাত জনের পক্ষ থেকে একটি উট এবং সাত জনের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী করেছিলাম *(ছহীহ মুসলিম ২/৯৫৫ পৃঃ)*। উল্লেখ্য, উক্ত রাবী জাবির থেকে ছহীহ মুসলিমে সফর সংক্রান্ত আরো হাদীছ রয়েছে।

বিভ্রান্তির কারণ হ'ল, জাবের (রাঃ) বর্ণিত আবুদাঊদের ব্যাখ্যাশূন্য হাদীছটি। সেখানে বলা হয়েছে, গরুতে সাতজন আর উটে সাতজন'। এখানে সফর না মুক্বীম তা বলা হয়নি। কিন্তু এটি যে সফরের হাদীছ তা জাবের (রাঃ) বর্ণিত অন্যান্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। **দ্বিতীয়তঃ** ইমাম আবূদাঊদ জাবের বর্ণিত সফরের হাদীছগুলি যে অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন এই ব্যাখ্যাশূন্য হাদীছটিও সে অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং বিষয়টি আরো স্পষ্ট। **তৃতীয়তঃ** হাদীছে বলা হয়েছে 'সাত জনের' পক্ষ থেকে অথচ সমাজে (মুক্বীম অবস্থায়) চালু আছে সাত পরিবারের পক্ষ থেকে। অথচ সফর অবস্থাতেও সাত পরিবারের অনুমতি নেই। আরো স্পষ্ট হ'ল সাত জনের প্রেক্ষাপট কেবল সফর অবস্থায় সৃষ্টি হয়। আর মুক্বীম অবস্থায় কুরবানী পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত, যেমন রাসূল (ছাঃ) মদীনায় থাকা অবস্থায় করতেন। **চতুর্থতঃ** অনেকে বলেন, সফরের হাদীছগুলো আম। যদি আম হয় তাহ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ মুক্বীম অবস্থায় ভাগা কুরবানী করতেন মর্মে দলীল কোথায়?

www.at-tahreek.com

'উপরন্তু কুরবানী হ'ল পিতা ইবরাহীমের সুন্নাত। আর তা ছিল ইসমাঈলের জীবনের বিনিময়ে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে পাঠানো একটি পশুর জীবন। অর্থাৎ দুম্বা। এক্ষণে যদি আমরা ভাগা কুরবানী করি, তাহ'লে পশুর হাড়-হাড্ডি ও গোশত ভাগ করতে পারব, কিন্তু তার জীবনটা কার ভাগে পড়বে? অতএব ইবরাহীমী ও মুহাম্মাদী সুন্নাতের অনুসরণে নিজের ও নিজ পরিবারের পক্ষ হ'তে আল্লাহ্র রাহে একটি জীবন তথা একটি পূর্ণাঙ্গ পশু কুরবানী দেওয়া উচিত, পশুর দেহের কোন খণ্ডিত অংশ নয়' *(বিস্তারিত দ্রঃ আত-তাহরীক জানুয়ারী ২০০২, প্রশ্নোত্তর সংখ্যা (১/১০৬; 'মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা' পৃঃ ১৯-২০)*।

প্রশ্ন (২১/২১) : ছয় মাসের ভেড়া কুরবানী করা যাবে কি?

-ইয়াসীন
আংগারজোড়া, ঢাকা।

উত্তর : ছয় মাসের ভেড়া কুরবানী করা যায় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে ছাহাবীকে অনুমতি দিয়েছিলেন সেটা তার জন্য খাছ ছিল *(ইরওয়া ৪/৩৫৭ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২২/২২) : কুরবানীর গোশত তিন ভাগ করা যাবে কি?

-ওবায়দুল্লাহ
পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।

উত্তর : কুরবানীর গোশত তিন শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে বণ্টিত হবে। আল্লাহ বলেন, 'তা হ'তে তোমরা খাও, অভাবগ্রস্তকে খাওয়াও এবং ভিক্ষাকারীকে দাও' *(হজ্জ ৩৬)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কুরবানীর গোশত তিন ভাগ করে একভাগ নিজ পরিবারকে খাওয়াতেন ও একভাগ অভাবী প্রতিবেশীদের দিতেন ও একভাগ সায়েলদের মধ্যে ছাদাক্বা করতেন'। প্রয়োজনে ভাগে কম-বেশী করা যাবে। কিংবা সবটুকু ছাদাক্বা করায়ও কোন দোষ নেই' *(মির'আত ৫/১২০; ইবনু কুদামা, মুগনী ১১/১০৮-০৯)*।

প্রশ্ন (২৩/২৩) : মসজিদে হারামে রামাযানের ২০ তারিখের পর রাত ৯-টা থেকে ১১-টা পর্যন্ত ২০ রাক'আত ছালাতুল লাইল আদায় করা হয়। অতঃপর রাত ১-টা হ'তে ৩-টা পর্যন্ত ১১ রাক'আত ক্বিয়ামুল লাইল জাম'আতের সাথে আদায় করা হয়। উক্ত ছালাতের বিশুদ্ধ প্রমাণ জানিয়ে বাধিত করবেন। এছাড়া তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ এবং ক্বিয়ামুল লাইল ও ছালাতুল লাইল কি পৃথক পৃথক ছালাত?

-মাওলানা আলতাফ
দুর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত পদ্ধতির পক্ষে শরী'আতে কোন দলীল পাওয়া যায় না। কারণ রাতের নফল ছালাত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রমাযান এবং রমাযান ছাড়া অন্য সময়ে এগারো রাক'আতের বেশী পড়েননি *(বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি)*। সুতরাং মসজিদুল হারামে করা হচ্ছে বলে একে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না। উল্লেখ্য, অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে রাতের ছালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, রাতের ছালাত দু'রাক'আত দু'রাক'আত। এভাবে যদি সকাল হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে তাহলে এক রাক'আত আদায় করে নিবে যা পূর্বে পঠিত ছালাতকে বেজোড় করে ফেলবে *(বুখারী হা/৪৭২)*। উক্ত হাদীছের আলোকে অনেকে বেশী পড়ার কথা বললেও তা ১১ রাক'আতের বেশী হবে না । কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ১১ রাক'আতের বেশী পড়েননি। ক্বিয়ামুল লাইল আর ছালাতুল লাইল একই ছালাত। হাদীছে উভয় শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে *(ছহীহ আবুদাউদ হা/৭৬৬)*।

প্রশ্ন (২৪/২৪): মৃত বা জীবিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে বদলী ওমরাহ করার কোন বিধান আছে কি?

নকীব ইমাম কাজল
৭৭, নর্থ ধানমণ্ডি, ঢাকা।

উত্তর : মৃত ও অক্ষম জীবিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে ওমরাহ আদায় করা যাবে *(ছহীহ নাসাঈ হা/২৬৩৭; মিশকাত হা/২৫২৮; আবুদাউদ, মিশকাত হা/২৫২৯)*। তবে যিনি পূর্বে ওমরাহ করেছেন তিনিই কেবল বদলী ওমরাহ করতে পারবেন। উল্লেখ্য, শারীরিক এবং আর্থিক উভয় দিক দিয়ে সক্ষম ব্যক্তির পক্ষ থেকে ওমরাহ করা যাবে না।

প্রশ্ন (২৫/২৫) : কুরআনের আয়াত লিখিত গেঞ্জি পরে পেশাব-পায়খানায় যাওয়া যাবে কি?

আব্দুল ওয়াদুদ
দুরাকুটি, ভেলাবাড়ি, লালমণিরহাট।

উত্তর : কোন পোষাকেই আয়াত লেখা যাবে না। কারণ এর দ্বারা আল্লাহ্র বাণীর অবমাননা হ'তে পারে *(বুখারী, মিশকাত হা/২৫২)*। এ নিয়ে পেশাব-পায়খানাতে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না।

প্রশ্ন (২৬/২৬) : সাত আসমানের চেয়ে আল্লাহ্র আরশ বড় এবং আরশের চেয়ে আল্লাহ বহুগুণ বড়। এ বক্তব্য কি সঠিক??

সেতাবুর রহমান
মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : সাত আসমানের চেয়ে আল্লাহ্র আরশ বড় একথা ঠিক *(ইবনু আবী শায়বা, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১০৯)*। কিন্তু আরশের চেয়ে আল্লাহ বহুগুণ বড় এ কথা বলা যাবে না। কারণ এর দ্বারা আল্লাহকে তাঁর সৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়। অথচ তাঁর সাথে তাঁর কোন সৃষ্টিকে তুলনা করা যায় না *(শূরা ১১)*। তবে কোন কিছুর সাথে তুলনা না করে 'আল্লাহ সবার বড়' এ কথা বলায় কোন দোষ নেই।

প্রশ্ন (২৭/২৭) : জনৈক ইমাম টাকা ঋণ দিয়ে মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ গ্রহণ করেন। এভাবে লাভ গ্রহণ করা সূদের আওতায় পড়বে কি? এটা সূদ হ'লে ঐ ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করা বৈধ হবে কি?

-সুমাইয়া
গণবিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

উত্তর : স্পষ্ট সূদের আওতায় পড়বে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ঋণ গ্রহিতা থেকে উপকার নিতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে' *(ইরওয়া ৫/২৩৪, হা/১৩৯৭)*। সুতরাং কর্য দিয়ে তা থেকে লাভ নেওয়া হারাম। এক্ষণে ইমাম সূদ গ্রহণ করলে সে ফাসিক (পাপাচারী) হবে। কেননা সূদকে আল্লাহ হারাম করেছেন *(বাক্বারাহ ২৭৫)*। ঐ ফাসিক ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করলে তা জায়েয হবে। তবে এ ধরনের ইমাম নিয়োগ করা উচিত নয়। কারণ এতে অন্যায়কারীকে সাহায্য করা হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সাহায্য করো না' *(মায়েদাহ ২)*। *(বিস্তারিত দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৮৮)*।

প্রশ্ন (২৮/২৮) : ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) আল্লাহকে ৯৯ বার স্বপ্নে দেখেছেন, এ দাবী কি সঠিক?

মুমীনুল ইসলাম
চট্টগ্রাম।

উত্তর : উক্ত কথা ভিত্তিহীন। মহামতি ইমামের নামে এরূপ অন্যায় দাবী করা এবং এরূপ কথা বলা ঠিক নয়।

প্রশ্ন (২৯/২৯): কেউ দো'আ চাইলে কী বলতে হবে?

-আব্দুল ওয়াহেদ
তানোর, রাজশাহী।

উত্তর : কেউ দো'আ চাইলে তার উদ্দেশ্য পূরণ ও বিপদমুক্ত হওয়ার জন্য দো'আ করতে হবে *(বুখারী হা/১৯৮২ ও ৬৩৩৪)*। যাদের দো'আ কবুল হয় তাদের নিকট দো'আ চাওয়া উচিত। যেমন পিতা-মাতা, ছিয়ামকারী ও মুসাফির প্রমুখ *(ছহীহ মুসলিম হা/২৫৪২)*।

প্রশ্ন (৩০/৩০) : কুরআন শরীফ, হাদীছ শরীফ, মাযার শরীফ ইত্যাদি বলা যাবে কি?

জাফর ইকরাম
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তর : কুরআনকে আল্লাহ 'কুরআনুল কারীম' *(ওয়াক্বি'আহ ৪৪)* ও 'কুরআনুম মাজীদ' *(বুরূজ ২১)*, কুরআনুল হাকীম *(ইয়াসীন ২)* বলেছেন। সুতরাং এ শব্দগুলিই ব্যবহার করা উচিত। 'শরীফ' শব্দটি আরবী, এর অর্থ মর্যাদাপূর্ণ। ভাবার্থের দিক দিয়ে কুরআন, হাদীছ, মক্কা, মদীনার সাথে 'শরীফ' শব্দটির ব্যবহার চালু হয়েছে। তবে যেহেতু 'শরীফ' শব্দটি এখন বিভিন্ন শিরকী ও বিদ'আতী বস্তুর বিশেষণেও ব্যবহৃত হচ্ছে, সেজন্য এথেকে বিরত থাকা ভাল। শিরক ও বিদ'আতের সাথে জড়িত ব্যক্তিরাই কেবল মাযার শরীফ ও খানকা শরীফ ইত্যাদি বলে থাকে।

প্রশ্ন (৩১/৩১) : ছহীহ বুখারীতে 'জানাযা' অধ্যায়ের ৫৬ অনুচ্ছেদে আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-এর 'আছার' রয়েছে যে, তিনি জানাযার তাকবীর সমূহে হাত উঠাতেন। উক্ত আছারটি কি গ্রহণযোগ্য?

শহীদুল ইসলাম
পাঁজরভাঙ্গা, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : আছারটি ছহীহ ও গ্রহণযোগ্য *(বুখারী হা/১৩২২-এর পূর্বের আলোচনা দ্র: 'জানাযা' অধ্যায় অনুচ্ছেদ ৫৬)*। উল্লেখ্য, আছারটি মওকূফ হিসাবে ছহীহ। আর মারফূ হিসাবে যঈফ। তাই ইমাম বুখারী মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। শায়খ বিন বায বলেন, وهى مقبولة على الراجح عند أئمة الحديث ويكون ذلك دليلا على شرعية رفع اليدين فى تكبيرات الجنازة- *(ফাৎহুল বারী ৩/২৪৫ পৃঃ টীকা দ্রঃ)*।

প্রশ্ন (৩২/৩২) : সূরা বাক্বারাহ শেষ করে 'আমীন' বলা যাবে কি?

মাসউদুর রহমান
শাখারীপাড়, নাটোর।

উত্তর : ছালাতের মধ্যে পাঠ করা হ'লে আমীন বলা যাবে না। কারণ হাদীছ দ্বারা তা সাব্যস্ত হয়নি। তবে ছালাত ছাড়া অন্য সময়ে দো'আ হিসাবে পড়লে আমীন বলা যাবে।

প্রশ্ন (৩৩/৩৩) : ঈদ ও তারাবীহ্‌র ছালাতে এক ব্যক্তি দু'বার দুই জায়গায় ইমামতি করতে পারবে কি?

-মুছত্বফা
বুড়িমারী, লালমনিরহাট।

উত্তর : ঈদ ও তারাবীহ্‌র ছালাতে দু'বার ইমামতি করা সম্পর্কে কোন দলীল পাওয়া যায় না। কারণ রাতের নফল ছালাত রাসূল (ছাঃ) এগারো রাক'আতের বেশী পড়েননি।

প্রশ্ন (৩৪/৩৪) : কুরবানী কিংবা আক্বীক্বার জন্য কোন মাদি ছাগলকে নির্দিষ্ট করে রাখলে তার পেট থেকে জন্ম নেওয়া বাচ্চা বিক্রি করা যাবে কি? না উক্ত বাচ্চাকেও আক্বীক্বা বা কুরবানী করতে হবে?

-জুলিয়া আখতার
বাজারপাড়া, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তর : বিক্রি করা যাবে না; বরং তার সাথে যবহ করবে *(মির'আত ২/৩৬৮-৬৯; মাসায়েলে কুরবানী, পৃঃ ২৬)*।

www.at-tahreek.com

প্রশ্ন (৩৫/৩৫) : নবী করীম (ছাঃ) হিলফুল ফুযুল গঠনের জন্য যে বৈঠক ডাকেন, তাতে তাঁর দাদা ও নানার গোত্র সহ ৫টি গোত্র যোগদান করেছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রশ্ন হ'ল- ৪০০ মাইল দূর থেকে নানার গোত্র কিভাবে উক্ত বৈঠকে যোগদান করেছিল?

-আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

উত্তর : বিষয়টি বুঝতে ভুল হয়েছে। রাসূলের সরাসরি নানার গোত্র ছিল মক্কার বনু যোহরা। যা ছিল কুরায়েশদের একটি সম্ভ্রান্ত গোত্র। আর তারাই উক্ত বৈঠকে হাযির ছিল। পক্ষান্তরে মদীনার বনু নাজ্জার ছিল রাসূলের দাদা আব্দুল মুত্ত্বালিবের নানার গোত্র। কেননা আব্দুল মুত্ত্বালিবের পিতা হাশেম বিন আবদে মানাফ উক্ত গোত্রে বিবাহ করেন। এজন্য মদীনাবাসীগণ মক্কার বনু হাশেমকে তাদের ভাগিনার গোষ্ঠী বলত। তারা হিলফুল ফুযূল গঠনের সময় উপস্থিত ছিলেন না। উল্লেখ্য যে, মদীনা মক্কা থেকে ৪০০ মাইল নয়, ৪৬০ কিঃমিঃ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হিজরতের পর তাঁর দাদার মাতুল গোষ্ঠী বনু নাজ্জারের গোত্রে অবস্থান করেন এবং সেখানেই মসজিদে নববী স্থাপিত হয়।

প্রশ্ন (৩৬/৪৩৬) : জনৈক ব্যক্তি হাফেযদেরকে দাওয়াত দিয়ে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে কুরআন খতম করান এবং কবরের পাশে নিয়ে গিয়ে পিতা-মাতার জন্য দো'আ করানো হয়। এছাড়াও মীলাদ মাহফিল ও চল্লিশা পালন করা হয়। এগুলো কি শরী'আত সম্মত?

-আব্দুল ওয়াহেদ ও মুতীউর রহমান
মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : এগুলো সবই বিদ'আতী প্রথা। এতে মৃত ব্যক্তির কোন উপকার হয় না। মীলাদ মাহফিল ও চল্লিশা পালন সম্পূর্ণরূপে শরী'আত বিরোধী কর্ম। যা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন (৩৭/৩৭) : কিছু লোক বলে শরী'আত এবং মা'রেফাত আলাদা। মা'রেফাত বলে কিছু আছে কি?

-আলমগীর
বাড্ডা, টাংগাঈল।

উত্তর : মা'রেফাত' অর্থ চেনা বা বিশেষভাবে জানা। পারিভাষিক অর্থে আল্লাহকে জানা। অন্য সৃষ্টির সাথে মানুষের পার্থক্য এই যে, তাকে জ্ঞান দান করা হয়েছে এজন্য যে, তার দ্বারা সে তার প্রতিপালককে চিনতে পারবে ও তার লাভ ও ক্ষতির তারতম্য করতে পারবে। কিন্তু মানুষের জ্ঞান সসীম, যা দিয়ে সে তার ভবিষ্যৎ ভাল ও মন্দ যথার্থভাবে তারতম্য করতে পারে না। সেকারণ আল্লাহ অনুগ্রহ করে আদেশ ও নিষেধ সম্বলিত শরী'আত নাযিল করেছেন। যা মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের পথ দেখায়। অতএব পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শরী'আত নাযিল হওয়ার পর আল্লাহকে পাওয়ার জন্য অন্য কোন কল্যাণের পথ বা তরীকা তালাশ করার আবশ্যকতা নেই। সেটা করতে গেলে মানুষ আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হবে ও শয়তানের খপ্পরে পড়বে *(নিসা ১৬৫)*। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণের যুগে মা'রেফাত বলে পৃথক কোন পদ্ধতি ছিল না। এগুলি পরবর্তী যুগে কিছু কথিত দুনিয়াত্যাগী মানুষের দ্বারা সৃষ্ট। যা মুমিনকে শরী'আত মান্য করা থেকে দূরে সরানোর অপকৌশল মাত্র। এগুলি স্রেফ বিদ'আতী প্রথা। এসব থেকে দূরে থাকা কর্তব্য।

প্রশ্ন (৩৮/৩৮) : সরকারী চাকুরীজীবিদেরকে বেতনের একটা নির্ধারিত অংশ প্রতি মাসে ভবিষ্যৎ তহবিলে বাধ্যতামূলকভাবে জমা রাখতে হয়। চাকরী শেষে ২৫/৩০ বছরের ঐ টাকা সরকার ফেরত দিয়ে থাকে। ২৫/৩০ বছর পূর্ব থেকে যে টাকা জমা রাখা হয়, অবমূল্যায়নের কারণে মূল টাকার প্রায় ৮/১০ ভাগ কমে যায়। এর ক্ষতিপূরণ হিসাবে সরকার সূদ প্রদান করে থাকে। এই সূদ গ্রহণ করা কি শরী'আত সম্মত?

-আবুল হাসানাত
২০১, হাজী ইসমাঈল রোড, খুলনা।

উত্তর : সূদ প্রদান করা হলে সেই পরিমাণ সূদ বর্জন করতে হবে। আর যদি গ্রহণ করতেই হয় তাহ'লে সূদের টাকাগুলো সামাজিক কাজে ব্যয় করতে হবে।

প্রশ্ন (৩৯/৩৯) : বাংলাদেশে প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকগুলোতে বিনিয়োগ করা কি জায়েয?

-আফরোজা, রাজশাহী।

উত্তর : ইসলামে বিনিয়োগের মাত্র দু'টি পথ রয়েছে। (১) শরিকানা ব্যবসা। যা লাভ-ক্ষতি ভাগাভাগির ভিত্তিতে হবে। যাকে 'মুশারাকা' বলে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ বলেছেন, আমি দুই শরীকের তৃতীয়জন। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের দু'জনের একজন খিয়ানত না করে' *(আবুদাঊদ, বুলূগুল মারাম হা/৮৬৯)*। (২) অপরের সম্পদে নিজের শ্রম বিনিয়োগ করা। যাকে 'মুযারাবা' বলে। ওছমান (রাঃ)-এর মাল নিয়ে আব্দুর রহমানের দাদা ব্যবসা করতেন। লাভ তাদের মধ্যে চুক্তি মতে ভাগ হ'ত *(মুওয়াত্ত্বা মালেক, বুলূগুল মারাম হা/৮৭৪)*। প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকগুলো উক্ত দুই নীতির ভিত্তিতে চলে কি-না সেটা স্পষ্ট নয়।

প্রশ্ন (৪০/৪০) : ছালাতের জামা'আতে মুছল্লীরা পরস্পর পায়ের কনিষ্ঠা আঙ্গুলের সাথে কনিষ্ঠা আঙ্গুল মিলাবে, না গোড়ালীর সাথে গোড়ালী মিলাবে? মাসবূক মুছল্লীগণ পায়ে পা ও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে না পৃথক পৃথক দাঁড়াবে?

-আব্দুল হালীম
হরিপুর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : কাঁধের সাথে কাঁধ ও কদমের সাথে কদম মিলাবে *(বুখারী)*। ইমামের সালাম ফিরানোর পরে মাসবূক মুছল্লীগণ পৃথক পৃথকভাবে দাঁড়িয়ে ছালাত পড়তে পারবে।